পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেত: ৮৩৩৪৮৬৩৯৭৫
শান্তনু: ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 207 Sunday, 28 June, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২০৭ সংখ্যা ❋ ১৩ আষাঢ় ১৪৩৩, রবিবার, ২৮ জুন, ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

মোদি মন্ত্রিসভায় বড় রদবদলের জল্পনা!

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বড়সড় রদবদলের জল্পনা আরও জোরালো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী জর্জ কুরিয়েনের ইস্তফার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে, খুব শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর মন্ত্রিসভায় একাধিক পরিবর্তন আনতে পারেন। বিজেপি সূত্রের দাবি, আগামী মাসের শুরুতেই এই রদবদল হতে পারে। সম্ভাব্য তালিকায় রয়েছেন অন্তত সাত থেকে আটজন নতুন মুখ। একইসঙ্গে কয়েকজন বর্তমান মন্ত্রীর দায়িত্বেও পরিবর্তন আসতে পারে বলে জল্পনা। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয় মেয়াদের দ্বিতীয় বছর পূর্ণ করেছেন নরেন্দ্র মোদি। বিজেপির অতীতের রাজনৈতিক ধারা অনুযায়ী, সরকার গঠনের প্রায় দুই বছর পর মন্ত্রিসভায় পরিবর্তনের নজির রয়েছে। পাশাপাশি বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় সভাপতি নীতীন নবীনের দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক মাস কেটে গেলেও এখনও পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক টিম গঠন হয়নি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এবারের মন্ত্রিসভার রদবদল এবং দলের সাংগঠনিক পুনর্গঠন একসঙ্গেই হতে পারে।

বিজেপি সূত্রের দাবি, মন্ত্রিসভা থেকে কয়েকজন অভিজ্ঞ নেতাকে সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। আবার সংগঠনে সক্রিয় কিছু মুখকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আনা হতে পারে। ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সমীকরণ মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্ভাব্য নতুন মুখদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছে রাঘব চাড্ডার নাম। সূত্রের দাবি, সম্প্রতি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা এবং পাঞ্জাবে বিজেপির ভবিষ্যৎ কৌশলকে সামনে রেখে তাঁকে মন্ত্রিসভায় আনার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে। যদিও এ বিষয়ে বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।এছাড়া অভিনেতা ও সাংসদ অরুণ গোভিলের নামও সম্ভাব্য মন্ত্রী হিসেবে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। দীর্ঘদিন জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিকে ভগবান রামের চরিত্রে অভিনয় করে পরিচিতি পাওয়া গোভিল বর্তমানে সক্রিয় রাজনীতিতে রয়েছেন। উত্তরপ্রদেশে আগামী নির্বাচনের আগে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলে জল্পনা রয়েছে। বাংলা থেকেও নতুন মুখ মন্ত্রিসভায় জায়গা পেতে পারেন বলে আলোচনা শুরু হয়েছে। সেই তালিকায় অন্যতম নাম প্রাক্তন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ। যদিও তিনি বর্তমানে সাংসদ নন, বিজেপি সূত্রের দাবি, পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার যে আসনগুলি শূন্য হতে চলেছে, তার একটিতে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হতে পারে। এরপর তাঁকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাঁর পরিচিতি এবং জনস্বীকৃতিকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগাতে চাইতে পারে বিজেপি। একইসঙ্গে বাংলার রাজনীতিতে সাম্প্রতিক সময়ে আলোচনায় থাকা কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নামও সম্ভাব্য তালিকায় রয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা। এছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ শিবিরের আরও কয়েকজন সাংসদ অথবা মহারাষ্ট্রে শিবসেনার বিদ্রোহী গোষ্ঠীর কোনও প্রতিনিধিকেও মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হতে পারে বলে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছে। তবে এই সমস্ত নাম নিয়েই এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি নিশ্চিতকরণ হয়নি। অন্যদিকে, বর্তমান মন্ত্রিসভার কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের ভবিষ্য নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক

একপর ৬-র পাতায়

১২ অভিযুক্তের নাম প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর ‘জাস্টিস ফর তামান্না, কথা রেখেছি’

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,২৭ জুন ঃ এক বছর আগে কালীগঞ্জে উপনির্বাচনের দিন বোমা বিস্ফোরণে আরও ১২ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পোস্টে তিনি লেখেন, জাস্টিস ফর তামান্না। কথা রেখেছি। ইয়াসমিন কালীগঞ্জ থানায় ২৪ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের

৯ বছরের তামান্না খাতুনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা গোটা রাজ্যকে নাড়া দিয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে বিচার না পাওয়ার অভিযোগ তুলে পরিবারের লড়াই চলছিল। সেই আবহেই কয়েকদিন আগে বিধানসভায় তামান্না প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এরপর নিহতের মা সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে দ্রুত বিচার ও অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেন তিনি। সেই প্রতিশ্রুতির পর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তদন্তে বড় অগ্রগতি হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী একটি পোস্ট করে জানান, তামান্না হত্যা মামলায় একইসঙ্গে ধৃতদের নামের তালিকাও প্রকাশ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এফআইআরে নাম থাকা প্রায় সমস্ত অভিযুক্তকেই এখন আইনের আওতায় আনা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছরের ২৩ জুন কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন নদিয়ার মোলান্দি গ্রামে বোমা হামলার ঘটনায় প্রাণ হারায় মাত্র ৯ বছরের তামান্না খাতুন। অভিযোগ, দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমার আঘাতেই ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়. ওই নাবালিকার। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং রাজনৈতিক মহলেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ঘটনার পরদিনই তামান্নার মা সাবিনা ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং প্রথম পর্যায়ে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে বাকি অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরেই পলাতক ছিলেন। পরিবারের দাবি ছিল, তদন্তে গতি নেই এবং সমস্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত প্রকৃত বিচার মিলবে না। সম্প্রতি বিধানসভার অধিবেশনে তামান্না হত্যার প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, নিহতের পরিবারকে ন্যায়বিচার দেওযা. হবে। এরপর তিনি তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই বৈঠকে তিনি দ্রুত তদন্ত শেষ করে পলাতক অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেন। পরিবারের তরফেও জানানো হয়, মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে তারা নতুন করে বিচার পাওয়ার আশা দেখছেন। এরপরই তদন্তে গতি বাড়ায় পুলিশ। রাজ্যের বাইরেও শুরু হয .তল্লাশি অভিযান। প্রশাসনের দাবি, অভিযুক্তদের খোঁজে হরিযানার গুরগাঁও এবং মহারাষ্ট্রের নাগপুর-সহ একাধিক জাযগায .অভিযান চালানো হয়। সেই অভিযানের ফলেই গত কয়েক দিনে আরও ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, তামান্নার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছি। দ্রুত ও আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তিনি আরও জানান, মামলার তদন্ত এখনও চলমান এবং প্রয়োজনে ভবিষ্যতেও আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তদন্তকারী সংস্থার লক্ষ্য, ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকেই আইনের বাইরে থাকতে না দেওয়া। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিন সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তদন্তে অগ্রগতি হওয়ায় তিনি আশাবাদী। তবে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, শুধু গ্রেপ্তার নয়, আদালতে দ্রুত বিচার এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তিই হবে তাঁর মেয়ের প্রতি প্রকৃত ন্যায়বিচার। তামান্না হত্যা মামলায় নতুন করে একাধিক গ্রেপ্তারির ফলে তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ

একপর ৬-র পাতায়

সেশেলস সফরে ঐতিহাসিক মুহূর্ত

১৯৪ বছরের ‘মজবুড়ো জোনাথনের সঙ্গে সাক্ষাৎ মোদির!

সেশেলস, ২৭ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আসন্ন সেশেলস সফরকে ঘিরে কূটনৈতিক মহলে যেমন উৎসাহ তৈরি হয়েছে, তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যেও কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। কারণ, এই সফরে বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘজীবী প্রাণী বলে পরিচিত বিশালাকার কচ্ছপ ‘মজবুড়ো জোনাথনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রায় ১৯৪ বছর বয়সি এই আলড্যাবরা প্রজাতির দানব কচ্ছপের সঙ্গে মোদির সাক্ষাৎ শুধু সৌজন্য বিনিময় নয়, বরং পরিবেশ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এক প্রতীকী বার্তা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। আগামী ২৭ থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে সেশেলসে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি। এই সফরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক বৈঠক, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে জোনাথনের সঙ্গে তাঁর নির্ধারিত সাক্ষা। জানা গিয়েছে, সেশেলসে পৌঁছেই প্রধানমন্ত্রী প্রথমে যাবেন দেশের ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেনে, যেখানে বসবাস করে এই কিংবদন্তিতুল্য কচ্ছপ। জোনাথন আলড্যাবরা জায়ান্ট টর্টয়েজ প্রজাতির সদস্য। পৃথিবীর দীর্ঘজীবী প্রাণীদের তালিকায় তার নাম বহুদিন ধরেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। যদিও তার সঠিক জন্মতারিখের কোনও লিখিত বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, তবুও বিভিন্ন ঐতিহাসিক নথি ও গবেষণার ভিত্তিতে মনে করা হয, তার বর্তমান বয়স প্রায় ১৯৪ বছর। অর্থাৎ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন থেকে শুরু করে বিশ্বের একাধিক ঐতিহাসিক ঘটনা-সবকিছুরই নীরব সাক্ষী এই বিশালাকার কচ্ছপ। তার দীর্ঘ জীবন এবং সুস্থ অবস্থায় টিকে থাকা আজও বিজ্ঞানীদের কাছে বিস্ময়ের বিষয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, আলড্যাবরা জায়ান্ট টর্টয়েজ প্রজাতির কচ্ছপ সাধারণত ১০০ থেকে ১৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। সেই তুলনায় জোনাথনের দীর্ঘ জীবন এক বিরল নজির। তাই তাকে ঘিরে শুধু পর্যটকদেরই নয়, গবেষক এবং প্রকৃতিপ্রেমীদেরও বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই সাক্ষাৎকে অনেকেই পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার প্রতি ভারত ও সেশেলসের যৌথ অঙ্গীকারের প্রতীক হিসেবে দেখছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পরিবেশগত ভারসাম্য, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে জোনাথনের সঙ্গে মোদির সাক্ষাৎ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী বার্তা বহন করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। শুধু জোনাথনের সঙ্গে সাক্ষা নয়, ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। পরিবেশ রক্ষায় ভারতের উদ্যোগ এবং সবুজ উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রের দাবি। সফরের আনুষ্ঠানিক অংশ হিসেবে সেশেলসের প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক হারমিনির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। দুই দেশের বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, উন্নয়ন সহযোগিতা, প্রযুক্তি এবং জলবায়ু পরিবর্তন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কৌশলগত সহযোগিতা আরও জোরদার করতেও এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও সেশেলসের জাতীয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনেও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নরেন্দ্র মোদি। অনুষ্ঠানে

একপর ৬-র পাতায়

তারাতলা বিপর্যয়ে নতুন মোড়! ফিরহাদ হাকিম-সহ তিন নেতার নামে থানায় অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,২৭ জুন ঃ তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদাম ভেঙে ১৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায. তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক সামনে আসছে। এবার কলকাতার প্রাক্তন মেযর তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল ভারতীয .জনতা মজদুর সেলের দক্ষিণ কলকাতা শাখা। একই অভিযোগে নাম রয়েছে কলকাতা পুরসভার ৮০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর আনোয়ার খান এবং ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর সামস ইকবালেরও। অভিযোগকারীদের দাবি, ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং বেআইনি নির্মাণ এবং প্রশাসনিক গাফিলতির ফল। গত ২৪ জুন তারাতলায় একটি নির্মীয়মাণ গুদাম আচমকাই ভেঙে পড়ে। সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং একাধিক শ্রমিক আহত হন। ঘটনাস্থল কলকাতা পুরসভার ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত। দুর্ঘটনার পর থেকেই নির্মাণের বৈধতা, অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। সেই আবহেই BJMC তারাতলা থানায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দিয়েছে। অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট নির্মাণকাজে একাধিক অনিযম ছিল এবং বেআইনি উপাযে. গুদামটি তৈরি করা হচ্ছিল। পাশাপাশি গাফিলতি এবং সম্ভাব্য অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের বিষয়টিও

তদন্তে খতিয়ে দেখার আবেদন জানানো হয়েছে। BJMC-র দাবি, এই অভিযোগকে এফআইআর হিসেবে গ্রহণ করে দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করা হোক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক। সংগঠনের দক্ষিণ কলকাতা জেলা সভাপতি এমবি মহেশ অভিযোগ করেছেন, কলকাতা পোর্ট সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি নির্মাণের একটি চক্র সক্রিয় ছিল। তাঁর দাবি, ওই এলাকায় নির্মাণকাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হতো এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের অনুমোদন আদায় করা হত। তাঁর আরও অভিযোগ, ফিরহাদ হাকিম, আনোয়ার খান এবং সামস ইকবালের মদতেই এই চক্র কাজ করত। যদিও এই অভিযোগগুলির পক্ষে তিনি প্রকাশ্যে কোনও প্রমাণ পেশ করেননি। অন্যদিকে, এই অভিযোগ নিয়ে ফিরহাদ হাকিমের তরফে নতুন করে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে এর আগেই তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, কোনও নির্মাণ প্রকল্পের নকশা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যক্তিগতভাবে মেয়রের হাতে থাকে না। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সমস্ত নির্মাণ পরিকল্পনা পরীক্ষা করে এবং অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নেয়। তাই কোনও নির্মাণের অনুমোদনের জন্য সরাসরি মেয়রকে দায়ী করা ঠিক নয় বলেই তিনি দাবি করেছেন। এর মধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয় বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। তিনি দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট গুদামের যে নির্মাণ নকশা অনুমোদিত হয়েছিল, তাতে তৎকালীন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের স্বাক্ষর ছিল। তাঁর অভিযোগ, নকশায় ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি ফিরহাদ হাকিমের তৎকালীন ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে তোলেন তিনি।

এই ঘটনার পরই কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাযকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর গ্রেপ্তারের পর থেকেই তদন্তের পরিধি আরও বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিরোধী শিবিরের দাবি, শুধু প্রশাসনিক কর্মীদের নয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তির ভূমিকাও খতিয়ে দেখা উচিত। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালও জানিয়েছেন, তদন্তে যাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণ মিলবে, তাঁদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। তাঁর বক্তব্য, যদি কোনও সরকারি

একপর ৬-র পাতায়

তারাতলা বিপর্যয়ের নেপথ্যের কারণ খুঁজতে যাদবপুরের বিশেষজ্ঞ দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ জুন ঃ তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদাম ও হিমঘর ভেঙে পড়ে ১৭ জনের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে নতুন মোড়। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্য নিল কলকাতা পুলিশ। নকশা, নির্মাণসামগ্রী, মাটির গুণমান এবং গোটা নির্মাণ প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে শনিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল। তাঁদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, উদ্ধারকাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিস্তারিত পরীক্ষা শুরু করা সম্ভব নয়। তবে খুব শীঘ্রই ধ্বংসস্তূপ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণের কাজ শুরু হবে। গত বুধবার দুপুরে আচমকাই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে তারাতলার নির্মীয়মাণ বহুতল বাণিজ্যিক ভবনটি। ভবনটি মূলত গুদাম ও হিমঘর হিসেবে তৈরি হচ্ছিল। মুহূর্তের মধ্যে ধসে পড়া ওই কাঠামোর নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১৭ জন শ্রমিক। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। কলকাতার সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় নির্মাণ বিপর্যয় হিসেবে এই ঘটনাকে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। দুর্ঘটনার পর থেকেই তদন্তে নেমে একের পর এক অনিয়মের প্রাথমিক ইঙ্গিত পেয়েছে পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে, নির্মাণের নকশা থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপেই একাধিক ত্রুটি ছিল। কোথাও নকশাগত সমস্যা, কোথাও নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী, আবার কোথাও অনুমোদিত পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুত হওয়ার অভিযোগও সামনে এসেছে। ঠিক কোন কারণ বা একাধিক কারণ মিলেই এই বিপর্যয় ঘটেছে, তা নির্ধারণ করতেই বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়। সেই অনুরোধ মেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাসের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি দল গঠন করা হয়। দলে রয়েছেন আর্কিটেকচার বিভাগের অধ্যাপক মৈনাক ঘোষ, মেটালার্জি ও মেটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক মহম্মদ বশিরউদ্দিন শেখ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক দীপঙ্কর চক্রবর্তী এবং সম্রাট সেনগুপ্ত। নির্মাণ প্রকৌশল, স্থাপত্য, নির্মাণসামগ্রী এবং কাঠামোগত বিশ্লেষণে তাঁদের অভিজ্ঞতাকেই তদন্তে কাজে লাগাতে চাইছে পুলিশ।

বাগনানে নিহত প্রশান্ত দে-র পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া,২৭ জুন ঃ হাওড়ার বাগনানে বিজেপি কর্মী প্রশান্ত দে-র হত্যাকাণ্ড ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যেই তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার বিকেলে নিহত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি এই মামলায় দ্রুত তদন্ত এবং দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিও দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশান্ত দে-র মা ও স্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবি জানান। তাঁদের বক্তব্য শোনার পর শুভেন্দু অধিকারী জানান, ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। তদন্ত দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী ৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। পাশাপাশি নিহত প্রশান্ত দে-র বড় মেয়েকে বিডিও অফিসে চুক্তিভিত্তিক চাকরি দেওয়ার ঘোষণা করেন। ছোট মেয়ের পড়াশোনার সমস্ত ব্যয়ভারও সরকার বহন করবে বলে জানানো হয়েছে। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নিহতের স্ত্রী সোমা দে জানান, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন এবং প্রশাসনের তরফে দ্রুত পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দিযেছেন। উল্লেখ্য, গত ১৭ জুন রাতে বাগনানের বাঁটুল গ্রামের বাসিন্দা ও বিজেপির বাগনান ৫ নম্বর মণ্ডলের ১৯৭ নম্বর বুথের সহ-সভাপতি প্রশান্ত দে নিহত হন। বিজেপির অভিযোগ, সেদিন রাতে একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্তোষপুর এলাকায় পৌঁছলে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়। দলের দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা লাঠি ও লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে তাঁকে হত্যা করে। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের বা তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

রাম মন্দিরের দানকাণ্ডে রহস্য ঘনীভূত! উদ্ধার মাত্র ৮০ লক্ষ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন ঃ অযোধ্যার রাম মন্দিরের দান ও অনুদানের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ঘিরে রহস্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে। তদন্তে কোটি কোটি টাকার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে এলেও, এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে মাত্র ৮০ লক্ষ টাকার হিসাব-বহির্ভূত নগদ। এই বিপুল অঙ্কের সঙ্গে উদ্ধার হওয়া অর্থের বিস্তর ফারাক ঘিরেই উঠছে বড় প্রশ্ন-বাকি টাকা গেল কোথায়? তদন্তের জাল কি এখনও প্রকৃত মূলচক্রীদের ছুঁতে পারেনি? শুক্রবার গ্রেপ্তার হওয়া আট অভিযুক্তকে অযোধ্যার বিশেষ আদালতে পেশ করা হলে আদালত তাঁদের সোমবার পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন টিন্নু যাদব, লবকুশ মিশ্র, অনুকল্প শুক্লা, অবিনাশ শুক্ল, মণীশকুমার যাদব, করুণেশ পাণ্ডে, রামশঙ্কর মিশ্র এবং সুভাষ শ্রীবাস্তব। তাঁদের প্রত্যেকের বাড়িতেই এখনও তল্লাশি চালাচ্ছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, রাম মন্দিরে জমা পড়া বিপুল পরিমাণ অনুদানের অর্থের একটি বড় অংশ আত্মসাৎ করা হয়েছে। বিশেষ তদন্তকারী দলের রিপোর্ট অনুযাযী., মন্দিরে নগদ অনুদান হিসেবে জমা পড়েছে ৩,৫০০ কোটিরও বেশি টাকা। এর পাশাপাশি রয়েছে ভক্তদের দেওয়া বিপুল পরিমাণ সোনা, রুপোর গয়না এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী। কিন্তু তদন্তে দেখা যাচ্ছে, এই সম্পদের একটি বড় অংশের কোনও নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু নগদ অর্থই নয়, দান হিসেবে পাওয়া রুপোর তৈরি মূল্যবান সামগ্রীও নিখোঁজ বলে অভিযোগ। তদন্তে উঠে এসেছে, রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের প্রাক্তন প্রধান চম্পত রাইয়ের প্রাক্তন গাড়িচালক টিন্নু যাদবের কাছেই থাকত মন্দিরের দানবাক্সের চাবি। অভিযোগ, তিনি দীর্ঘদিন ধরে দানবাক্স খোলা ও

অনুদানের অর্থ গণনার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই অনিয়মের জাল বিস্তার করা হয়েছে বলে তদন্তকারীদের সন্দেহ। এছাড়াও অনুদান গণনার দায়িত্বে থাকা রামশঙ্কর মিশ্র ও তাঁর ছেলে অনুকল্প মিশ্রকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ, রামশঙ্করের জামাই লবকুশ মিশ্র আত্মসাৎ করা অর্থ ভাগ করে দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন। যদিও তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল সম্পদের কোনও স্পষ্ট প্রমাণ এখনও পর্যন্ত মেলেনি। উদ্ধার হওয়া অর্থের পরিমাণও অভিযোগের তুলনায় অত্যন্ত কম। এই পরিস্থিতিতেই বিরোধীদের একাংশ প্রশ্ন তুলছে, তদন্ত কি শুধুমাত্র নিচুতলার কর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে? প্রকৃত প্রভাবশালী বা ‘রাঘব বোয়াল’রা কি এখনও তদন্তের আওতার বাইরে? কংগ্রেস নেতা রাজীব শুক্লা দাবি করেছেন, এখনও পর্যন্ত যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁরা মূল চক্রের সামান্য অংশমাত্র। তাঁর বক্তব্য, যে আর্থিক কেলেঙ্কারির পরিমাণ কয়েকশো কোটি থেকে হাজার কোটির ঘরে পৌঁছেছে বলে অভিযোগ, সেখানে শুধু কয়েকজন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করলেই তদন্ত সম্পূর্ণ হয় না। এর পিছনে বড় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ভূমিকা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি। তিনি আরও দাবি করেন, এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে প্রযোজনে দেশের শীর্ষ আদালতের তত্ত্বাবধানে তদন্ত হওযা. উচিত। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও সরাসরি হস্তক্ষেপ করে প্রকৃত দোষীদের আইনের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেন তিনি। এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং আর্থিক লেনদেন, সম্পত্তির নথি ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত যত এগোবে, ততই নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলে আশা তদন্তকারীদের। তবে আপাতত সবচেয়ে বড় প্রশ্ন একটাই-কোটি কোটি টাকার অভিযোগের বিপরীতে উদ্ধার মাত্র ৮০ লক্ষ টাকা। বাকি বিপুল অর্থ কোথায়, এবং সেই অর্থ আত্মসাতের নেপথ্যে আর কারা রয়েছে, তার উত্তরই এখন খুঁজছে তদন্তকারী সংস্থা।

ডিএমকের জোটে আরও বড় ধাক্কা!

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন ঃ তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত মিলছে। ডিএমকে নেতৃত্বাধীন সেকুলার প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (এসপিএ) থেকে এবার বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করেছে মারুমালার্চি দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাঝাগম (এমডিএমকে)। দলের নেতা ভাইকো জানিয়েছেন, দীর্ঘদিনের জোটে তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে বলেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন জোট আরও চাপে পড়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। প্রায় নয় বছর ধরে ডিএমকে-নেতৃত্বাধীন জোটের অংশ ছিল এমডিএমকে। কিন্তু সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে আসন বণ্টন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে দলটি। ভাইকোর অভিযোগ, বড় শরিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মাত্র চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, নিজেদের প্রতীক ব্যবহার না করে ডিএমকের প্রতীকেই নির্বাচন লড়তে হয়। এক বিবৃতিতে এমডিএমকে জানিয়েছে, এই পরিস্থিতিতে দলের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচয় বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই জোট ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই প্রস্থানে

একপর ৬-র পাতায়

৩-দিনের সফরে সিশেলস পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ৩-দিনের সফরে সিশেলস পৌঁছেছেন। এদিন সকালেই নতুন দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী, দুপুরেই তিনি পৌঁছে যান সিশেলসের ভিক্টোরিয়ায়। সেশেলসের রাষ্ট্রপতি ডঃ প্যাট্রিক হারমিনি, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আনুষ্ঠানিক গার্ড অফ অনার দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী সর্বশেষ ২০১৫ সালে সেশেলস সফর করেছিলেন। বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি দল এবং দুটি ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ এই উদযাপনে অংশগ্রহণ করবে। এই সফরকালে প্রধানমন্ত্রী সেশেলসের রাষ্ট্রপতি ডঃ প্যাট্রিক হারমিনির সঙ্গে আলোচনা করেন এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার পূর্ণাঙ্গ পরিসর পর্যালোচনা করেন। এছাড়া তিনি পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী মোদী সেশেলসের জাতীয় সংসদে ভাষণ দেন এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন বলে জানা যায়।

শক্তিশালী ভূমিকম্পে কাঁপল পাকিস্তান, তীব্র আতঙ্ক বালুচিস্তানে

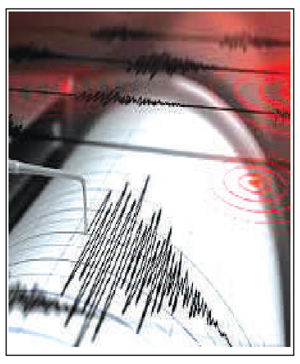

ইসলামাবাদ(সংবাদ সংস্থা), ২৭ জুন ঃ এ বার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাকিস্তান। শনিবার সকালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বালুচিস্তানে এই ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৪।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে আচমকাই তীব্র কম্পনে কেঁপে ওঠে বালুচিস্তানের বিস্তীর্ণ এলাকা। আচমকা এই বিপত্তিতে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ভূমিকম্প টের পেতেই বহু এলাকার বাসিংদা ভয়ে ও আতঙ্কে ঘরবাড়ি ছেড়ে খোলা রাস্তায় বেরিয়ে আসেন।ভূমিকম্পের উৎসস্থল বালুচিস্তান প্রদেশ হলেও, আশেপাশের বেশ কিছু এলাকাতেও মৃদু কম্পন টের পাওয়া গেছে বলে খবর। তবে প্রাথমিক প্রতিবেদন পাওয়া পর্যন্ত এই কম্পনের ফলে বড়সড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর মেলেনি। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে স্থানীয় প্রশাসন ও দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী।

রাজ্যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড

কলকাতা,২৭জুনঃনির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনেই রাজ্যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন। সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত শুক্রবার কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে তার বাসভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন গুজরাট, উত্তরাখণ্ড, আসামের মত অন্যান্য রাজ্যে যেভাবে বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি তৈরি করে এই বিধি চালু করা হয়েছে এখানেও একই ভাবে তা চালু হবে। সোমবার বিধানসভায় এই বিল নিয়ে বিস্তারিত জানাবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মাদকমুক্ত ভারত গড়তে ‘রুথলেস অ্যাপ্রোচ’-এর ডাক অমিত শাহর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ জুনঃ মাদক পাচার ও মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আগামী তিন বছরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর বক্তব্য, মাদকমুক্ত ভারতের লক্ষ্যে সরকারের কর্মপরিকল্পনা তৈরি। এবার মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে কোনও রকম আপস নয়, ’রুথলেস অ্যাপ্রোচ’ নিয়েই এগোতে হবে।গত শুক্রবার নয়াদিল্লিতে নার্কো-কোঅর্ডিনেশন সেন্টার (এনসিও আরডি)-এর দশম শীর্ষস্তরের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কেন্দ্রের ৪৪টি মন্ত্রক ও দফতরের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার মোট ১০৮ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।এদিন ’মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে ভিশন ডকুমেন্ট (২০২৬-২০২৯)’ প্রকাশ করেন অমিত শাহ। পাশাপাশি প্রকাশিত হয় এনসিবি-র বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৫। জম্মু ও গুয়াহাটিতে নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)-র নবনির্মিত আঞ্চলিক কার্যালয়েরও উদ্বোধন করেন

তিনি।বৈঠকে অমিত শাহ বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, অর্থনীতি এবং যুবসমাজের ভবিষ্যৎ রক্ষায় মাদক চক্রকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতেই হবে। তিনি মনে করিয়ে দেন, একদিকে মায়ানমার-থাইল্যান্ড-লাওসের ’ডেথ ট্রায়াঙ্গল’ এবং অন্যদিকে আফগানিস্তান-ইরান-পাকিস্তানের ’ডেথ ক্রিসেন্ট’-এর মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে ভারত। ফলে আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের নানা কৌশলের মোকাবিলা করতে হচ্ছে দেশকে।শাহ জানান, ড্রোনের মাধ্যমে মাদক সরবরাহ, সমুদ্রপথে কনটেনারবাহী কার্গো, ডার্ক নেট, ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে লেনদেন এবং ’অর্ডার টু ডেলিভারি’ মডেলের পার্সেল পরিষেবা- এই সব আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করছে পাচারকারীরা। ফলে প্রচলিত পদ্ধতিতে এই লড়াই জেতা সম্ভব নয়।তাঁর কথায়, মাদক পাচার এখন আর বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়। প্রযুক্তিনির্ভর, সুসংগঠিত ও বহুস্তরীয় অপরাধচক্রে পরিণত হয়েছে এই নেটওয়ার্ক। তাই গোটা চক্রকে লক্ষ্য করে আধুনিক গোয়েন্দাতথ্য, প্রযুক্তিনির্ভর কৌশল এবং সমন্বিত অভিযান চালানোর উপর জোর দেন তিনি।’রুথলেস অ্যাপ্রোচ’ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, কঠোরতা দেখাতে হবে মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে, কিন্তু যাঁরা মাদকের শিকার, তাঁদের প্রতি থাকতে হবে সহানুভূতিশীল মনোভাব। তাঁদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বও সরকারের।তিনি জানান, ২০২৬ থেকে ২০২৯ সালের কর্মপরিকল্পনা চারটি মূল স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। এগুলি হল- আইন প্রয়োগ, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও অভিযান প্রিকার্সর কেমিক্যাল ও সিন্থেটিক মাদকের উপর নিয়ন্ত্রণ মাদকের চাহিদা হ্রাস ও ক্ষতি প্রতিরোধ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি, সমন্বয় ও নজরদারি।অমিত শাহ বলেন, এই কর্মপরিকল্পনা ’সমগ্র সরকার’ ও ’সমগ্র সমাজ’-এর ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সব দফতরের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেই মাদকমুক্ত ভারতের লক্ষ্য পূরণ করতে চায় সরকার।

আর ডি বর্মণের জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৭ জুন ঃ প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক, সুরকার ও গায়ক রাহুলদেব বর্মণের জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার নিজের ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট করে তিনি কিংবদন্তি সঙ্গীত ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, খ্যাতনামা সঙ্গীত পরিচালক, সুরকার ও গায়ক রাহুল দেব বর্মণের জন্মদিবসে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।ভারতীয় চলচ্চিত্রের সঙ্গীতজগতে রাহুলদেব বর্মণ, যিনি ‘পঞ্চম’ বা ‘আর ডি বর্মণ’ নামে সমধিক পরিচিত, এক যুগান্তকারী নাম। আধুনিক সুরসৃষ্টির ধারা, অভিনব সংগীতায়োজন এবং পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সঙ্গীতের সার্থক মেলবন্ধনের মাধ্যমে তিনি চলচ্চিত্রের সঙ্গীতকে নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন। কিশোর কুমার, লতা মঙ্গেশকর এবং আশা ভোঁসলের কণ্ঠে তাঁর সুরে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য কালজয়ী গান, যা আজও শ্রোতাদের সমানভাবে মুগ্ধ করে।ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে অন্যতম সেরা সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে বিবেচিত আর ডি বর্মণের জন্মদিনে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহলের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমেও তাঁকে স্মরণ করেন অসংখ্য অনুরাগী। শুভেন্দু অধিকারীর এই শ্রদ্ধাবার্তাও সেই স্মরণপর্বে নতুন সংযোজন হিসেবে উঠে এসেছে। তাঁর সৃষ্টির আবেদন আজও প্রজন্মের পর প্রজন্মকে সমানভাবে আকর্ষণ করে চলেছে বলে জানি।

৫২ লক্ষেরও বেশি শিশুকে পোলিও টিকা দেওয়ার লক্ষ্যে তামিলনাড়ুতে পালস পোলিও অভিযান শুরু রবিবার

চেন্নাই, ২৭ জুন ঃ পোলিওমুক্ত ভারতের স্বীকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রবিবার রাজ্যজুড়ে বার্ষিক পালস পোলিও টিকাকরণ অভিযান শুরু করছে তামিলনাড়ু সরকার। মুখ্যমন্ত্রী সি. জোসেফ বিজয় চেন্নাইয়ের পালাভাক্কমে অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন। এদিন তাঁর হাত দিয়েই কয়েক জন শিশুকে মুখে পোলিও টিকার ডোজ খাইয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হবে।জাতীয় পালস পোলিও কর্মসূচির অংশ হিসেবে আযোজিত এই অভিযানে রাজ্যের ৫২ লক্ষ ৯১ হাজারেরও বেশি শিশুকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। শনিবার স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগে টিকা নেওয়া থাকলেও পাঁচ বছরের কম বয়সি প্রতিটি শিশুকেই এদিন পোলিওর ডোজ খাওয়ানো হবে। কারণ, বারবার টিকা দেওয়ার মাধ্যমেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও শক্তিশালী হয় এবং পোলিও ভাইরাসের পুনঃ প্রবেশের আশঙ্কা কমে।এই কর্মসূচি সফল করতে রাজ্যজুড়ে ৪৩ হাজার ৫১টি টিকাকরণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সরকারি হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্কুল, বাস টার্মিনাস, রেলস্টেশন, টোল প্লাজা, চেকপোস্ট, বিমানবন্দর-সহ বিভিন্ন জনবহুল স্থানে এই বুথগুলি তৈরি করা হয়েছে, যাতে কোনও শিশুই টিকাকরণের বাইরে না থাকে।এ ছাড়া দুর্গম গ্রাম, পাহাড়ি এলাকা এবং যোগাযোগে অসুবিধা রয়েছে এমন অঞ্চলের শিশুদের কাছে পৌঁছতে বিশেষ ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যদলও মোতায়েন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের দাবি, রাজ্যের প্রতিটি যোগ্য শিশুর কাছে পোলিও টিকা পৌঁছে দেওয়াই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য।অভিযান শুরুর আগে শনিবার পালাভাক্কমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন গ্রেটার চেন্নাই কর্পোরেশনের কমিশনার জি. এস. সমীরণ। তিনি স্বাস্থ্য ও পুরসভার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে টিকাকরণ কর্মসূচির প্রস্তুতি এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করেন।উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভারতকে আনুষ্ঠানিকভাবে পোলিওমুক্ত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তবে ভবিষ্যতে যাতে এই ভাইরাসের পুনঃসংক্রমণ না ঘটে এবং জনসমাজে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় থাকে, সে কারণেই প্রতি বছর দেশজুড়ে পালস পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচির আযোজন করা হয়।

ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে রবিবার থেকে অনশনে বসছেন সোনম ওয়াংচুক

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন ঃ নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা এবং ঘটনার পূর্ণ জবাবদিহির দাবিতে রবিবার থেকে নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে অনির্দিষ্টকালের অনশনে বসছেন পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক। শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা এবং সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবিতেই তিনি এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। শনিবার ’ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)-র প্রধান অভিজি দীপকে সামাজিক মাধ্যম ’এক্স’-এ জানিয়েছেন, যন্তর মন্তরে চলতে থাকা দলের প্রতিবাদ কর্মসূচির অংশ হিসেবেই ওয়াংচুকের এই অনশন শুরু হবে।এর আগে একটি ভিডিও বার্তায় সোনম ওয়াংচুক জানিয়েছিলেন, সরকারের প্রতিক্রিয়ার জন্য তিনি ২৭ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। তাঁর দাবি ছিল, শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং লাদাখের পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার বিষয়ে সরকার যদি ইতিবাচক কোনও পদক্ষেপের আশ্বাস না দেয়, তাহলে ২৮ জুন থেকে তিনি অনশনে বসবেন।সিজেপি-র পক্ষ থেকে দেশজুড়ে তরুণ প্রজন্ম এবং সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, রবিবার যন্তর মন্তরে উপস্থিত হয়ে সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করতে। সংগঠনের দাবি, শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই আন্দোলনে মানুষের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমিকম্পে লন্ডভন্ড ভেনেজুয়েলা মৃত্যু ছাড়িয়েছে ৯২০, আহত বহু

কারাকাস, ২৭ জুনঃভেনেজুয়েলায় ভয়াবহ জোড়া ভুমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯২০। প্রায় ৩ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। রাজধানী কারাকাসের কাছে ধ্বংস স্তুপের মধ্যে কেউ জীবিত আটকে আছেন কিনা তার খোঁজে উদ্ধারকারীরা তল্লাশি চালাচ্ছে। কারাকাশ এবং তার নিকতবর্তী লা গুয়াইরা উপকূলবর্তী শহরে এখনও ভেঙে পড়া বাড়িগুলির ধ্বংসস্তুপের নীচ থেকে মানুষের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।এদিকে, এই দুঃসময়ে ভেনেজুয়েলা পাশে পেয়েছে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশকে। ভেনেজুয়েলায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিপর্যস্তদের পাশে

দাঁড়াতে ভারত ‘অপারেশন আমিস্টাড’ শুরু করেছে ভারত। মানবিক সহায়তা এবং বিপর্যয়ের পর উদ্ধারকারীদের সাহায্যে এই অপারেশনের মাধ্যমে ভারত ভেনেজুয়েলার বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। খাবার, ত্রাণ ও ওষুধ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে জানান।

অম্বুবাচির কামাখ্যায় সমাগম বিস্ময়কর বাবাদের, ‘ডলার বাবা’ থেকে পশ্চিমবঙ্গের ‘চকোলেট বাবা’, ‘তাস বাবা’রা

গুয়াহাটি, ২৭ জুন ঃ অম্বুবাচি তিথি তথা অম্বুবাচি উপলক্ষে মেলায় মা কামাখ্যা ধাম ভরে উঠেছে ভিন্নবেশধারী সাধু-সন্ন্যাসী ও বাবায়। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সাধুদের উপস্থিতিতে নীলাচল পাহাড়ে সৃষ্টি হয় এক অনন্য আধ্যাত্মিক পরিবেশ। দুর্গম অঞ্চলে তপস্যারত নাগা বাবা থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন আশ্রম, মঠ ও মন্দিরের সন্ন্যাসীরা সমবেত হয়েছেন কামাখ্যায।ভারতের চারটি প্রধান শক্তিপীঠের অন্যতম জাগ্রত শক্তিপীঠ হিসেবে পরিচিত কামাখ্যা ধাম। প্রচলিত বিশ্বাস, এখানে মা কামাখ্যার আরাধনা করলে যোগী, সাধু ও সন্ন্যাসীরা আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করেন। সে জন্য, বিশেষ করে অম্বুবাচির সময়.তাঁরা এখানে এসে তন্ত্রসাধনা, জপ, ধ্যান ও পূজায়. অংশ নেন।হাজার বছরের ঐতিহ্য ও কিংবদন্তিতে সমৃদ্ধ এই শক্তিপীঠে লক্ষ সক্ষ ভক্তের পাশাপাশি নজর কেড়েছেন বিভিন্ন বেশভূষার বাবারা। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর থেকে এসেছেন শ্রীমহন্ত রঞ্জিতানন্দ গিরি মহারাজ। তিনি ‘টকোলেট বাবা’ নামে পরিচিত। তাঁর কাছে আশীর্বাদ নিতে এলে তিনি ভক্তদের চকোলেট বিতরণ করেন। এছাড়া এসেছেন ‘তাস বাবা’ নামে পরিচিত মণ্ডল শ্রীমহন্ত নির্মলানন্দ গিরি মহারাজ, মণ্ডল শ্রীমহন্ত রবীন্দ্রানন্দ গিরিজি মহারাজ তারাপীঠ থেকে শ্রীমহন্ত উমাশঙ্কর পুরীজি মহারাজ সহ বহুজন।শ্রী পঞ্চদশনাম জুনা আখড়া সহ মোট ১৩টি আখড়ার সাধু-সন্ন্যাসীরা এ বছর কামাখ্যায় সমবেত হযেছেন। নাগা সাধুদের সাতটি আখড়ার প্রতিনিধিরাও এসে তাবু খাটিয়ে বিনিদ্র ধ্যানে মগ্ন হয়েছেন। তাঁদের আগমনে নীলাচলে আরও গাঢ় হয়েছে আধ্যাত্মিক আবহ।এবারের অম্বুবাচিতে আগত সাধুর জীবনযাপন বিশেষভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এক সাধু গত ১৬ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে ডান হাত উঁচু করে রেখেছেন। আরেকজন সাধু ১২ বছরের ব্রত নিয়েছেন মাটিতে পা না রাখার। তিনি একটি কাঠের দোলনায় ঝুলে জীবনযাপন করেন।তবে এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত সাধু হলেন ‘ডলার বাবা’। তাঁর প্রকৃত নাম শ্রীমহন্ত তন্ত্র সম্রাট রজনীশ মুনিজি। তিনি ভক্তদের কাছ থেকে কখনও দান চান না। কেউ তাঁর সেবা করলে আশীর্বাদ দেওয়ার পাশাপাশি প্রত্যেক ভক্তকে একটি করে মার্কিন ডলার উপহার দেন। তবে অজ্ঞাতে কেউ কোনও দান রেখে গেলে তিনি তা গ্রহণ করেন।অম্বুবাচি উপলক্ষ্যে নীলাচল পাহাড় এখন ভক্ত, সাধু-সন্ন্যাসী এবং পূজারীদের পদচারণয় মুখর। ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে তন্ত্র-মন্ত্র, জপ ও ধ্যানের পরিবেশে কামাখ্যা ধাম যেন এক অন্য রূপ ধারণ করেছে। জুনা আখড়া সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদের উপস্থিতিতে অনেকে এই সমাবেশকে ‘দ্বিতীয় কুম্ভমেলা’র সঙ্গেও তুলনা করছেন।বিশ্বাস করা হয়, অম্বুবাচির সময় মা কামাখ্যার আরাধনা করলে ভক্তদের মনোবাসনা পূর্ণ হয় এবং সাধু-সন্ন্যাসীরা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেন। এই বিশ্বাসেই দেশজুড়ে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লাখ লাখ মানুষ কামাখ্যায় সমবেত হযেছেন।এবারের মেলায় নিউজিল্যান্ড থেকেও এক বিদেশি ভক্ত এসেছেন। চার বছর আগে প্রথমবার কামাখ্যায .এসে তিনি যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করেছেন, সেই টানেই আবার ফিরে এসেছেন। তিনি শুধু বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে মতবিনিময়ই করেননি, কিছু মন্ত্রও শিখেছেন, জানান তিনি নিজে।এছাড়া রাজস্থান থেকে আগত সন্ন্যাসিনী ‘মা ভবানী’-ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। অম্বুবাচি উপলক্ষয়ে কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসন ও কামাখ্যা মন্দির পরিচালন সমিতি ভক্তদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মন্দিরের প্রদান দলৈ কবীন্দ্রপ্রসাদ শর্মা মেলায় আগত ভক্তদের শৃঙ্খলা বজায় রেখে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।

রাজ্য সরকার ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,২৭জুনঃরাজ্য সরকার ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করেছে। এই উপলক্ষে আগামী ৬ই জুলাই রাজ্যের সব সরকারি, আধা সরকারি সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে বলে অর্থ দপ্তরের তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে হয়েছে। অন্যদিকে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসক ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজ্য সরকার আগামী পয়লা জুলাই সব সরকারি, আধা সরকারি অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্ধ দিবস ছুটি ঘোষণা করেছে বলে নবান্ন সূত্র থেকে জানি গেছে আজ।

রবিবার ১২ ঘন্টা বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,২৭জুনঃ রবিবার ফের ১২ ঘন্টা বন্ধ রাখা হচ্ছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু। সংস্কার কাজের জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ১২ ঘন্টার জন্য ওই সেতু দিয়ে কোনও গাড়ি যাতায়াত করতে পারবে না। কলকাতা পুলিশের তরফে বিকল্প রাস্তা বলে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হুগলি সেতুকে দীর্ঘ দিন ধরেই সংস্কার ও মেরামতির কাজ চলছে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ একটি নির্দেশিকা জারি করে দ্বিতীয় হুগলি সেতু বন্ধ থাকার বিষয়টি জানিয়েছেন। তার বিকল্প রাস্তাগুলির তালিকাও দিয়েছেন।

উঁচু বাণিজ্যিক বহুতল নির্মাণ বন্ধ রাখতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,২৭জুনঃতারাতলার মতো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা রুখতে ঠিক কত উঁচু বাণিজ্যিক বহুতল নির্মাণ বন্ধ রাখতে হবে তা আজ নির্দিষ্ট করে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেংদু অধিকারী। তিনি বলেছেন, এখন ছয়তলা বা তার বেশি উঁচু যে বহুতলগুলির নির্মাণকাজ চলছে, আগামী একমাস তার নির্মাণ বন্ধ রাখতে হবে। গত শুক্রবার কলকাতা ময়দানে পূর্তদপ্তরের টেন্টে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে তিনি বলেন, কলকাতা পুরসভার সঙ্গে বিধাননগর, রাজারহাট-নিউটাউন এলাকা, এনকেডিএ, পুজালি, বজবজ, মহেশতলা, দক্ষিণ দমদম, বরানগর, কামারহাটি, হাওড়া ও বালি পুরসভার অঞ্চলে যে বাড়িগুলি গঙ্গার ধারে গড়ে উঠছে, সেগুলির ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা বলব হবে। ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের যে অডিট কমিটি গঠন করা হয়েছে, তারা সবকিছু খতিয়ে দেখবে। এই কমিটি যে বাড়িগুলির নকশায় বড় ধরনের গলদ পাবে, তাদের প্ল্যান বাতিল করে দেওয়া হবে। যে বা।গুলির নকশায় সামান্য ত্রুটি থাকবে, তাদের প্ল্যান সংশোধন করতে বলা হবে। যে বাড়িগুলির প্ল্যান ত্রুটিমুক্ত তারা ১ অগাস্ট থেকে ফের কাজ শুরু করতে পারবে। ১১ সদস্যের কমিটি এরপরে আর একটি কাজ করবে। তারা খতিয়ে দেখবে, বহুতল বাড়িগুলিতে যথাযথ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও বৈদ্যুতিক পরিকাঠামো ঠিক আছে কিনা।

২৮ জুন ফের মন কি বাত অনুষ্ঠান, এবারের পর্ব ১৩৫-তম

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ জুন ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার, ২৮ জুন মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন। রবিবার ফের শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক অনুষ্ঠান মন-কি-বাত। এবারের মন-কি-বাত অনুষ্ঠানটি হবে ১৩৫-তম পর্ব।রবিবার বেলা ১১-টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে কী বার্তা দেন, তা শোনার অপেক্ষায় দেশবাসী।

ডাইজেস্টিভ বিস্কুটের বিভ্রান্তিকর দাবিতে সংস্থাকে নোটিস এফএসএসএআই-এর

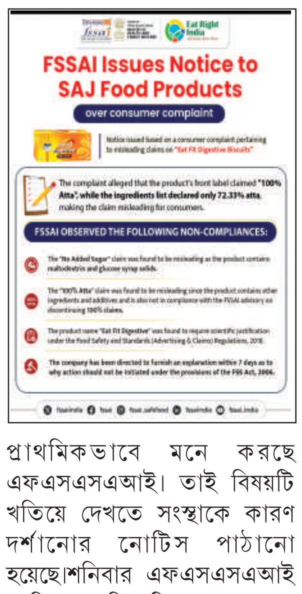

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ জুন ঃ ‘ডাইজেস্টিভ বিস্কুট’ নিয়ে বিভ্রান্তিকর দাবি করার অভিযোগে এসএজে ফুড প্রোডাক্টস-কে নোটিস পাঠাল ভারতীয় খাদ্য সুরক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (এফএসএসএআই)। এক গ্রাহকের অভিযোগের ভিত্তিতে সংস্থাটি এই পদক্ষেপ করেছে। সাত দিনের মধ্যে অভিযোগের জবাব ও ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে কোম্পানিকে। এফএসএসএআই-এর দাবি, সংস্থার ‘ইট ফিট ডাইজেস্টিভ বিস্কুট’-এর মোড়কে উল্লেখ করা হয়েছে যে পণ্যটিতে চিনি নেই। অথচ উৎপাদানের তালিকায় সলিড গ্লুকোজ সিরাপ এবং মাল্টোডেক্সট্রিনের উপস্থিতির উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি বিস্কুটে ‘১০০ শতাংশ আটা’ ব্যবহারের দাবিও করা হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, পণ্যটিতে আটার পরিমাণ ৭২ শতাংশ।এই ধরনের দাবি গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে এফএসএসএআই। তাই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সংস্থাকে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠানো হয়েছে।শনিবার এফএসএসএআই জানিয়েছে, বিষয়টির তদন্ত চলছে। কোম্পানির জবাব পাওয়ার পর তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে, খবর সূত্র জানা গিয়েছে আজকে।

বোমাবাজিতে কেঁপে উঠল ভাটপাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৭ জুন ঃ শনিবার ভোররাতে ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর মন্ডলপাড়া এলাকায় হঠাই বোমাবাজির ঘটনা ঘটল। ভোররাতে আচমকা তীব্র বোমার আওয়াজে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন ভোরে যখন সাধারণ মানুষ ঘুমোচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় আচমকাই বিকট শব্দে বোমা ফাটার আওয়াজ পাওয়া যায়। বোমার আওয়াজ পেয়েই আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা ঘর ছেড়ে তড়িঘড়ি বাইরে বেরিয়ে আসেন। তবে বাইরে এসে বোমাবাজির সঙ্গে যুক্ত কাউকে দেখতে পাওয়া যায়নি। কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে ভোররাতে এই বোমাবাজি চালাল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এমন জনবহুল এলাকায় বোমাবাজির জেরে এলাকায় গভীর আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এফআইএইচ প্রো লিগে পাকিস্তানকে ৭-১ ব্যবধানে বিধ্বস্ত করল ভারত

লন্ডন, ২৭ জুন ঃ শুক্রবার লি ভ্যালি হকি অ্যান্ড টেনিস সেন্টারে অনুষ্ঠিত এফআইএইচ প্রো লিগের লন্ডন পর্বের ফিরতি ম্যাচে ভারতীয় পুরুষ হকি দল দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৭-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে।শুরুতে গোল হজম করার পর, ভারতের হয়ে গোলগুলি করেন সুখজি সিং, হরমনপ্রীত সিং, হার্দিক সিং, যুগরাজ সিং, অভিষেক, রাজ কুমার পাল এবং দিলপ্রীত সিং। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জন্য হার্দিক ম্যাচ সেরা নির্বাচিত হয়েছে আজকের খেলায়।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার জন্য শক্তি ও নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর একটি দিন হতে পারে। আপনি নিজের কাজে উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস অনুভব করবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে
বৃষঃআজ আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন হতে চলেছে। ব্যক্তিগত ও পেশাগত-দুই ক্ষেত্রেই নতুন সুযোগ পেতে পারেন। শুভদিন।
মিথুনঃআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য-সময়ের সাথে সাথে আপনার ধারণার পরিবর্তন করতে হবে।।
কর্কট রাশি ঃআপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে।প্রেম হবে
সিংহঃ আজ আশা ও ইতিবাচকতায় ভরপুর একটি দিন।
কন্যাঃআজ আপনার জন্য আনন্দদায়ক একটি দিন। কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
তুলাঃ আজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। প্রেম আসবে।
বৃশ্চিকঃ আপনার ইচ্ছা শক্তির অভাব আপনাকে আবেগগত ও মানসিক মনোভাবের শিকার করতে পারে। সংসারে শান্তি আসতে পারে।
ধনুঃ আজ অত্যন্ত ইতিবাচক একটি দিন। সামাজিক জীবনে নতুন বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে, যা আপনাকে আনন্দ ও নতুন উদ্দীপনা দেবে। সন্তান হতে পারে।
মকরঃ আজ আপনার জন্য বিশেষভাবে ইতিবাচক দিন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মনোযোগী থাকলে প্রশংসা পাবেন। শুভদিন।
কুম্ভঃ আজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা। আর্থিক উন্নতি।
মীনঃএমন একটি দিন যেখানে হাসি আপনার মুখে সর্বদা লেগে থাকবে এবং অপরিচিতদেরকে পরিচিত বলে মনে হবে। বিবাহের যোগ

আবহাওয়া

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী কয়েক দিন অতি ভারী বৃষ্টির জেরে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টি কম হবে। কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে গরমে অস্বস্তি বজায় থাকবে।দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার- এই পার্বত্য ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে লাগাতার বৃষ্টির জেরে পাহাড়ি এলাকায় ধস নামার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। একই সঙ্গে নদীগুলির জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে নিচু এলাকা প্লাবিত হতে পারে। এ ছাড়া উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির কারণে কমলা সতর্কতা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।এদিকে উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে, যা ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করছে। আবহাওয়াবিদদের অনুমান, আগামী ২ বা ৩ জুলাইয়ের মধ্যে এটি বছরের প্রথম নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এই নিম্নচাপের হাত ধরেই আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণবঙ্গের গাঙ্গেয় ও উপকূলবর্তী জেলা এবং বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে।নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার আগে পর্যন্ত অবশ্য দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দেখা কম। শনিবার ও রবিবার আকাশ আংশিক থেকে সম্পূর্ণ মেঘলা থাকলেও অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টি হবে কেবল বিক্ষিপ্ত ভাবে। বৃষ্টি না হওয়ায় তীব্র গরম ও চরম অস্বস্তি বজায় থাকবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ প্রায় ১০০ শতাংশে পৌঁছতে পারে, যার ফলে অনুভূত তাপমাত্রা কোথাও কোথাও ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছনোর আশঙ্কা রয়েছে।কলকাতায় শনিবার সকাল থেকেই রোদের দাপট বজায় রয়েছে। দুপুরের পর আংশিক মেঘলা আকাশ হলেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। ফলে ঘর্মাক্ত ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া ভোগাবে শহরবাসীকে। রবিবার বিকেলের পর কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে। সোমবার থেকে কলকাতায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়লেও দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় মহানগরে বৃষ্টির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকবে বলেই জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৯ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৮ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪৯মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৪৯মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৪৯মিনিট এবং রাত ১১টা ৪৯ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে।

কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে আবারো আত্মহত্যা, সপ্তাহান্তে ব্যস্ত সকালে দুর্ভোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ জুন ঃ ফের মেট্রোর লাইনে আত্মহত্যার চেষ্টা ঘিরে ব্যাহত হল কলকাতা মেট্রোর পরিষেবা। শনিবার সকালে কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে এক ব্যক্তি আচমকাই মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে উদ্ধারকাজ শুরু করেন মেট্রো কর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে থমকে যায় মেট্রো চলাচল। সকালের ব্যস্ত সময়ে পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রী থেকে অফিসযাত্রীরা। মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে স্টেশনে স্টেশনে ঘোষণা করে জানানো হয়, কালীঘাট স্টেশনে এক যাত্রীর আত্মহত্যার চেষ্টার কারণে সাময়িকভাবে পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মেট্রো চলাচল কিছুক্ষণের জন্য সীমিত করা হয়। আপ এবং ডাউন দুই লাইনেই ভাঙা পথে পরিষেবা চালু রাখা হয়েছিল। জানা যায়, ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত এবং টালিগঞ্জ থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত মেট্রো চলাচল করছিল। কিন্তু ময়দানের পরের স্টেশন রবীন্দ্রসদন থেকে রবীন্দ্র সরোবর পর্যন্ত অংশে পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছিল। কলকাতা মেট্রোর অ্যাপেও এই সংক্রান্ত তথ্য জানানো হয়। যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল। ঘটনার পর দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা শুরু করে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। উদ্ধারকাজ শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে ফের সম্পূর্ণ রুটে মেট্রো পরিষেবা চালু করা হয়। সকাল ৭টা ৫০ মিনিট নাগাদ স্বাভাবিক হয় মেট্রো চলাচল। শনিবার সপ্তাহান্তের কাজের দিনে সকাল থেকেই মেট্রোয় ছিল চেনা ভিড়। আচমকা পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েন বহু যাত্রী।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি, ২৭ জুন ঃ রাজ্যে পালাবদলের পরে আবার বড়সড় সাফল্য পেলো পুলিশ। কুলতলির মেরিগঞ্জে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজসহ গ্রেপ্তার আতিয়ার রহমান মোল্লা নামে এক দুস্কৃতি। পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হলো বেআইনি কিছু আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা কার্তুজ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার মেরিগঞ্জ এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,মেরিগঞ্জের ৫ নম্বর বাড়ির বাসিন্দা আতিয়ার রহমান মোল্লার বাড়িতে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রয়েছে এমন একটি গোপন খ বর আসে পুলিশের কাছে। তথ্য খতিয়ে দেখে নিশ্চিত হওয়ার পর, পুলিশ বাহিনী আচমকাই আতিয়ার রহমানের বাড়িতে হানা দেয়। বাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ একটি পাইপ গান এবং ১০ রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করে। বেআইনিভাবে এই আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ নিজের হেফাজতে রাখার অপরাধে আতিয়ার রহমান মোল্লাকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রটি কী উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল এবং এর পেছনে কোনো বড়সড় চক্র জড়িয়ে রয়েছে কি না, তা জানতে ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতকে শনিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে কুলতলি থানার পুলিশ।

শিশুকে নগ্ন করে উলটিয়ে পাশবিক নির্যাতনের ঘটনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২৭ জুন ঃ জয়নগরে ১১ বছরের এক শিশুকে নগ্ন করে উল্টিয়ে পাশবিক নির্যাতনের ঘটনার মূল অভিযুক্ত সহ তিন জন গ্রেফতার। অমানবিক নিষ্ঠুর নির্যাতনের ছবি উঠে এলো এবার খোদ জয়নগরে। নগ্ন শরীর, পায়ে দড়ি বেঁধে উল্টো করে ঝোলানো, চলে মারধর। ১১ বছরের স্কুল পড়ুয়া ছাত্রকে দেওয়া হল নির্মম 'উচিত শিক্ষা'। সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, একেবারে আইন হাতে তুলে নিয়ে ১১ বছরের স্কুল পড়ুয়া ছাত্রকে নির্মমভাবে মারধর করছেন এক ব্যক্তি। আর তাকে সাহস যোগাচছেন তারই পরিবার পরিজনেরা। পায়ে দড়ি বেঁধে ঘরের মধ্যে থাকা আড় কাঠের সঙ্গে উল্টে ঝুলিয়ে, তাকে নগ্ন করে মারধর করা হয়। আর তার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়তদন্ত। তবে এই ভিডিও সত্যতা যাচাই করা হয় নি। জানা যায়, ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার ধোষা-চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব চন্দনেশ্বর গ্রামের। সম্প্রতি এই ঘটনাটি ঘটেছে। ১১ বছরের এক শিশুর উপর নৃশংস ও অমানবিক অত্যাচারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়।

এবার মমতার শহীদ দিবসকে অর্থহীন বলে কটাক্ষ করলো কংগ্রেস

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ জুন ঃ এই মুহূর্তে মমতা আছেন, অথচ নেই। তার পাশে সামান্য কয়েকজন বিধায়ক ও সাংসদ। এদের নিয়েই তিনি শহীদ দিবস পালন করবে বলে জানিয়েছেন। দলের দীর্ঘ দশকের এই কর্মসূচি যে মমতার জন্যই এই মাত্রা পেয়েছিল সে কথাও মনে করিয়েছে প্রদেশ নেতৃত্ব। শুক্রবার দলের তরফে এই সংক্রান্ত পোস্টার প্রকাশ করে তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী তথা তৎকালীন বাম আমলের স্বরাষ্ট্রসচিব মণীশ গুপ্ত, যাঁর নির্দেশে গুলি চালানো হয়েছিল তাঁর ফাইল প্রকাশের দাবি জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। ৩৩ বছর আগে ১৯৯৩ সালে ভোটার আইডির দাবিতে যুব কংগ্রেস কর্মীদের মহাকরণ অভিযানে নির্বিচারে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় ১৩ জন দলীয় কর্মীর। এত বড় কর্মসূচির জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য বলে জানিয়েছেন দলের ২১ জুলাই উদযাপন কমিটির কো-অর্ডিনেটর প্রদেশ নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী। একটি বিবৃতিতে একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের পরে এই কর্মসূচি আদর্শহীন ইভেন্টে পরিণত হয়েছিল, যা কংগ্রেসের মূল ভিত্তির পরিপন্থী। এবার কংগ্রেস ২৮ বছর পর সদর দপ্তর বিধান ভবনের বাইরে এসে একেবারে শহিদ মিনারে এই কর্মসূচি করছে। রাহুল গান্ধীকে এই শহিদ স্মরণে নিয়ে আসার পরিকল্পনাও রয়েছে।' প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের কথায়, 'এই কর্মসূচি শুধু শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন নয়। একইসঙ্গে এটি সংবিধান রক্ষা, ছাত্র-যুবদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা, শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ধারাবাহিক সংগ্রামেরও অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করবে।'

তারাতলা বিপর্যয়ের পর বেআইনি নির্মাণে কড়া হাই কোর্ট, পুর কমিশনার-সহ তিন শীর্ষ আধিকারিককে তলব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ জুন ঃ তারাতলার মর্মান্তিক বিপর্যয়ের পর রাজ্যজুড়ে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে যখন উদ্বেগ তীব্র হয়েছে, তখনই ইস্ট কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকার অবৈধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাই কোর্ট। জলাভূমি বুজিয়ে এবং পরিবেশ সংক্রান্ত আইনকে উপেক্ষা করে কীভাবে বছরের পর বছর ধরে একের পর এক বেআইনি নির্মাণ গড়ে উঠেছে, তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে আদালত। এই প্রেক্ষিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক, কলকাতা পুরসভার কমিশনার এবং সংশ্লিষ্ট আরও এক শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিককে আগামী ১৪ জুলাই সশরীরে আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। মামলার শুনানিতে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, প্রশাসনের কাছ থেকে শুধুমাত্র রিপোর্ট নয়, সরাসরি জবাবদিহিও প্রয়োজন। ইস্ট কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে বেআইনি নির্মাণের সংখ্যা প্রায় পাঁচশোরও বেশি বলে আদালতের সামনে উঠে এসেছে। এই বিপুল সংখ্যক অবৈধ নির্মাণের ভবিষ্যৎ কী, প্রশাসন সেগুলির বিরুদ্ধে এতদিন কী ব্যবস্থা নিয়েছে এবং আগামী দিনে কী পদক্ষেপ করতে চলেছে, সেই সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর জানতে চেয়েছে হাই কোর্ট। দীর্ঘদিন ধরেই পূর্ব কলকাতার জলাভূমি এলাকায় অবৈধ নির্মাণ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা, পরিবেশপ্রেমী এবং বিভিন্ন সংগঠনের তরফে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, জলাভূমি ভরাট করে এবং সংলগ্ন এলাকায় নিয়ম ভেঙে বহুতল নির্মাণ করা হয়েছে। পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি এই ধরনের নির্মাণ ভবিষ্যতে বড় ধরনের বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু অভিযোগ সত্ত্বেও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গিয়েছে। সম্প্রতি তারাতলার দুর্ঘটনার পর রাজ্য সরকার বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান গ্রহণ করেছে। নিরাপত্তা ও নির্মাণ বিধি খতিয়ে দেখতে কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকায় নতুন নির্মাণকাজ আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই আবহেই হাই কোর্টের এই নির্দেশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। শুনানির সময় বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানতে চান, প্রায় পাঁচশোরও বেশি বেআইনি নির্মাণ যদি সত্যিই আইন ভেঙে তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলির বিরুদ্ধে প্রশাসনের পরিকল্পনা কী। শুধুমাত্র তালিকা তৈরি করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, বরং অবৈধ নির্মাণ চিহ্নিত করার পর সেগুলি অপসারণ বা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, সে বিষয়েও আদালত বিস্তারিত ব্যাখ্যা চেয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে, পরিবেশের মতো সংবেদনশীল এলাকায় অবৈধ নির্মাণ কোনওভাবেই হালকাভাবে নেওয়া যায় না। জলাভূমি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেখানে নিয়ম ভেঙে নির্মাণ হলে শুধু পরিবেশ নয়, শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থা, বন্যা পরিস্থিতি এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সেই কারণেই প্রশাসনের দায়বদ্ধতার বিষয়টিকে আদালত বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আগামী ১৪ জুলাই আদালতে হাজির হয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই সঙ্গে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রশাসন কী পদক্ষেপ নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে কী পরিকল্পনা রয়েছে, তারও বিস্তারিত ব্যাখ্যা আদালতে জমা দিতে হবে। তারাতলা বিপর্যয়ের পর বেআইনি নির্মাণ নিয়ে প্রশাসনিক তৎপরতা যেমন বেড়েছে, তেমনই উচ্চ আদালতের এই কড়া অবস্থান রাজ্যে অবৈধ নির্মাণ রুখতে আরও কঠোর পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তোলাবাজি থেকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, গ্রেপ্তার কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ জুন ঃ কলকাতা পুরসভার আরও এক প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তোলাবাজি, শ্লীলতাহানির চেষ্টা, মারধর, বেআইনিভাবে আটকে রাখা, ভয় দেখানো এবং ভেরি দখল-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত তারকেশ্বর চক্রবর্তীকে গভীর রাতে সার্ভে পার্ক থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। শনিবার তাঁকে আলিপুর আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। ধৃত তারকেশ্বর চক্রবর্তী একসময় কলকাতা পুরসভার ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন। পাশাপাশি তিনি বোরো ১১-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্বও সামলেছেন। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সময় এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে একাধিক বেআইনি কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ জমা পড়ছিল বলে তদন্তকারী সূত্রের দাবি। শেষ পর্যন্ত একাধিক লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সার্ভে পার্ক থানায় মামলা দায়ের হয়। তদন্তে প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের পরই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত নেয়। পুলিশের দাবি, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তোলাবাজির পাশাপাশি ভেরি দখল করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও রয়েছে। অভিযোগকারীদের বক্তব্য, পরিকল্পিতভাবে একটি চক্র তৈরি করে এই বেআইনি কাজ চালানো হতো। শুধু তারকেশ্বর চক্রবর্তী নন, তাঁর সঙ্গে আরও কারা যুক্ত ছিলেন, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখ ছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই তাঁর ঘনিষ্ঠদের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে। তদন্তকারীদের নজর এখন অভিযুক্তের সম্পত্তির দিকেও। পুলিশ খতিয়ে দেখছে, তাঁর নামে বা পরিবারের সদস্যদের নামে কোনও বেআইনি সম্পত্তি রয়েছে কি না। আয় এবং সম্পত্তির উৎসের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি রয়েছে কি না, সেই বিষয়েও অনুসন্ধান চলছে। প্রয়োজন হলে আর্থিক লেনদেনের নথিও পরীক্ষা করা হবে বলে তদন্তকারী মহলের ইঙ্গিত। এই গ্রেপ্তারিকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে দাবি করেছেন, দুর্নীতি এই দলের সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর অভিযোগ, দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন এবং সেই অর্থের ভাগাভাগির রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে চলেছে। তিনি আরও দাবি করেন, আগামী দিনে আরও অনেক তৃণমূল নেতা আইনের জালে ধরা পড়বেন। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর কলকাতা পুরসভার একাধিক প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। এর আগে ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত, ২ নম্বর ওয়ার্ডের মহেশকুমার শর্মা, ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডের অরিজিৎ দাস ঠাকুর, ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুদীপ পোল্লে, ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের শচীন সিংহ, ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিশ্বজিৎ মণ্ডল এবং ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুস্মিতা ভট্টাচার্যও বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল তারকেশ্বর চক্রবর্তীর নামও। এদিকে রাজ্যের অন্য প্রান্তেও দুর্নীতির অভিযোগে পদক্ষেপ করেছে পুলিশ। আবাস যোজনার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ধুলিয়ান পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সারিফ হাড্ডিকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় কয়েকজন মহিলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয় এবং প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। একের পর এক জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে দুর্নীতি, তোলাবাজি ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, প্রতিটি অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করা হচ্ছে এবং তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

শিশুদের পরিবেশ প্রেমী ও পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষাকারী গড়ার অভিনব প্রয়াসে "ডট ফাউন্ডেশন"

দুরন্তবার্তা, অভিজিৎ হাজরা, আমতা, ২৭ জুন ঃ বৃক্ষ, কীটপ্রতঙ্গ, সরিসৃপ, জলজ প্রাণী, বন্যপ্রাণী, পশু-পক্ষীদের ভালোবাসা, সংরক্ষণের আগ্রহ তৈরি এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এদের গুরুত্ব ও ভূমিকা বিষয়ক এক সচেতনেতা শিবির অনুষ্ঠিত হল উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা তথা আমতা ১নং ব্লকের আনুলিয়া মহামায়া বিদ্যামন্দির (প্রাথমিক)-এ প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক-অভিভাবকদের উপস্থিতিতে। এই সচেতনতা শিবিরের উদ্যোক্তা হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চে সাথী সংগঠন 'ডট ফাউন্ডেশন'। এই সচেতনতা শিবিরের মূল দায়িত্বে ও সম্পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন 'ডট ফাউন্ডেশন'-র সদস্যা ডঃ রীমা নস্কর মুখার্জী। পরিবেশের বার্তাকে কেবল আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তা ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে একাধিক কর্মসূচি রূপায়িত হল। সচেতনতা শিবিরের শুরুতেই 'ডট ফাউন্ডেশন'-র পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাদরে বরণ করে নেওয়া হয়। পাল্টা সৌজন্য হিসাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দরাও 'ডট ফাউন্ডেশন'-এর সদস্য-সদস্যাদের আন্তরিক ভাবে বরণ করেন। বিদ্যালয়ের কচিকাঁচা পড়ুয়াদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পরিবেশ বিষয়ক একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ৪৭ জন পড়ুয়া পেন্সিল, প্যাস্টেল রং-এর মাধ্যমে তাদের চিন্তাধারা আর্ট পেপারে সুন্দর ভাবে তুলে ধরে। প্রতিযোগিতার শেষে প্রথম ঈশিতা নস্কর (৫ম শ্রেণী), দ্বিতীয় পৌলমী মাখাল (৫ম শ্রেণী), তৃতীয় সাহানি বাড়ুই (৫ম শ্রেণী) স্থানাধিকারী এবং আরো ৬ জন স্থানাধিকারীকে পুরস্কার, মেডেল দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এর পাশাপাশি পরিবেশকে সবুজায়নের লক্ষ্যে বৃক্ষদান করা হয় ছাত্র-ছাত্রী ও উপস্থিত অভিভাবক-অভিভাবকদের। বর্ষা কালে গ্রামীণ বাংলায় সাপ এর প্রার্দুভাব বেশি হয়। মানুষের অসচেতনতা ও কুসংস্কারের জন্য সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যু হয়। সাপ দেখতে পেলেই মানুষ মেরে ফেলে। সাপ নিয়ে মানুষের অহেতুক ভীতি ও কুসংস্কার দূর করার জন্য আধুনিক প্রজেক্টেট-এর মাধ্যমে সর্প সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। প্রজেক্টট-এর মাধ্যমে প্রকৃতিতে বন্যপ্রাণী ও তাদের গুরুত্ব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। বৃক্ষ, বন্যপ্রাণী, জলজ প্রাণী, সরিসৃপ, পশু-পক্ষী নিধন রোধ, সংরক্ষণ, উদ্ধার, তাদের মুক্ত পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে সচেতনতা শিবিরের শুভ সূচনা করেন পরিবেশ কর্মী তথা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকারী কুন্তল মুখার্জী। তিনি বলেন, মানুষ তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, সরকার নগরোন্নয়নের ধুয়া তুলে বৃক্ষ নিধন করেই চলেছে। জলাজমি বুজিয়ে ফেলছে। বনাঞ্চল সাফ করে ফেলছে। প্রমোটাররা বাড়ি করছে, কল-কারখানা গড়ে তুলছে। ফলে কীটপ্রতঙ্গ, পশু-পক্ষী, জলজ প্রাণী তাদের বাসস্থান হারাচ্ছে। প্রকৃতি, পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে। মানুষ বাড়িতে দেশিয় পাখি, কুকুর, কাছিম পুষছে। দেশিয় পাখি বিক্রি করছে। কাছিম ধরে বিক্রি করছে। যা আইনত দন্ডনীয়। এই সবের বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে প্রতিবাদী হয়ে ওঠার জন্য, ছোটবেলা থেকেই পরিবেশ প্রেমী, বন্যপ্রাণী, জলজ প্রাণী, দেশিয় পাখি সংরক্ষণকারী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এই সচেতনতা শিবিরের আয়োজন। 'ডট ফাউন্ডেশন'-এর সভাপতি ও পরিবেশ কর্মী দীপঙ্কর পোড়েল সমাজে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা, কীটপ্রতঙ্গ, জলজ প্রাণী, সরিসৃপ, বন্যপ্রাণী, পশু-পক্ষীর ভূমিকা ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকাদের উদ্দেশ্যে বলেন, বৃক্ষ নিধন বন্ধের জন্য, জলজ প্রাণী নিধন, পশু-পক্ষী পোষা, জলজ প্রাণী পোষার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। যারা গ্রাম বাংলায় সাপ খেলা দেখাতে আসে তাদের বিরুদ্ধে সরব হন। প্রয়োজনে 'ডট ফাউন্ডেশন'-এর সদস্য-সদস্যা, বন দফতরের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা প্রশাসনের সাহায্য ও সহযোগিতা করবো। আপানাদের বিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবিরের মূল উদ্যোক্তা 'ডট ফাউন্ডেশন'-এর সদস্যা ডঃ রীমা নস্কর মুখার্জী বলেন, বর্তমান সময়ে আমাদের নিজেদের অসেচেতনতা, সরকারি ঔদ্যাসিন্যে, সরকারি ভাবে নগোরান্নয়নের ফলে পরিবেশ আজ নানান ভাবে দূষিত হয়ে উঠেছে। পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে, সমাজ থেকে কীটপ্রতঙ্গ, জলজ প্রাণী, সরিসৃপ, বন্যপ্রাণী, পশু-পক্ষী বাসস্থান হারাচ্ছে। তারা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এ সবের বিরুদ্ধে ছোটবেলা থেকেই প্রতিবাদী হয়ে ওঠার জন্য, পরিবেশ কর্মী, নতুন প্রজন্মের সবুজ মন তৈরির চেষ্টার জন্য এই সচেতনতা শিবিরের আয়োজন। সর্প সচেতনতা শিবিরে সর্প বিশারদ ও বিষ গবেষক শুভেন্দু গাঙ্গুলি প্রজেক্টের শো-এর মাধ্যমে সাপ নিয়ে মানুষের অহেতুক ভীতি, সাপের গতি প্রকৃতি, তাদের চরিত্র, বিভিন্ন ধরনের সাপ কোথায় কোথায় দেখা যায়, সাপের কামড়, আমাদের প্রাথমিক করণীয়, চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতন করেন। এই সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ কর্মী তথা গাজীপুর থাকময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর প্রধান শিক্ষক সায়ন দে সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ববর্গ। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে শিশুদের পরিবেশ প্রেমী, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী করে গড়ে তোলার জন্য, অঙ্কন এবং আধুনিক প্রজেক্টর শো-এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তোলার জন্য 'ডট ফাউন্ডেশন' এই অভিনব প্রয়াস বর্তমান সমাজে এক দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ হয়ে রইলো বলে ওয়াকিমহল, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ববর্গরা মনে করছেন।

বোমা বিস্ফোরণে কাঁপল ভাটপাড়া, এলাকা দখলের লড়াইয়ের অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৭ জুন ঃ শনিবার ভোররাতে ফের বোমার শব্দে কেঁপে উঠল ভাটপাড়া। উত্তর মণ্ডলপাড়া এলাকায় পরপর দুটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় বোমার স্প্লিন্টার ছিটকে গিয়ে পাশের একটি বাড়িতে আঘাত হানে। বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের। বহু মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কী ঘটেছে তা বোঝার চেষ্টা করেন। জনবহুল এবং তুলনা মূলকভাবে শান্ত এলাকা হিসেবে পরিচিত উত্তর মণ্ডলপাড়ায় এমন ঘটনার জেরে বাসিন্দাদের মধ্যে চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, গভীর রাতে মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দুটি বোমা ফাটানো হয়। বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই জোরালো ছিল যে আশপাশের বহু বাড়ির মানুষ ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। যদিও এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি, তবুও বোমার স্প্লিন্টার বাড়িতে গিয়ে পড়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা। ঘটনার পরই রাজনৈতিক অভিযোগও সামনে এসেছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এলাকায় আতঙ্ক ছড়ানোর উদ্দেশ্যে এই বোমাবাজি চালিয়েছে।

ডাকাত সন্দেহে গ্রেফতার এক

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৭ জুন ঃ ভোটের পর থেকে রাজ্য জুড়ে ধারাবাহিকভাবে পুলিশের বিশেষ তৎপরতা বজায় রয়েছে। আবার বড়সড় সাফল্য পেল জয়নগর থানার পুলিশ। জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকারের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের টিমের তৎপরতায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে জয়নগর থানার বাংলার মোড় এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে ডাকাতির আগেই গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃতদের নাম হান্নান সরদার, বাড়ি মগরাহাট থানার উত্তর রাধানগর এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে ডাকাতির একাধিক সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে মহামান্য বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

বাংলায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পথে সরকার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ জুন ঃ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) চালুর সম্ভাবনাকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, সোমবার বিধানসভায় এই সংক্রান্ত বিল পেশ করতে পারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। সেই আবহেই ইউসিসি নিয়ে ছড়িয়ে পড়া নানা বিভ্রান্তির জবাব দিয়ে বিজেপির অবস্থান স্পষ্ট করেছেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, আইনের চোখে দেশের প্রতিটি নাগরিক সমান। সেই সাংবিধানিক নীতিকে আরও শক্তিশালী করতেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োজন রয়েছে। তবে তিনি একই সঙ্গে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই আইনের আওতার বাইরে থাকবেন সংবিধান স্বীকৃত তফসিলি জনজাতির সদস্যরা এবং ইউসিসির সঙ্গে সন্তানসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোনও সম্পর্ক নেই। সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত এক বার্তায় শমীক ভট্টাচার্য জানান, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে একাধিক ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে। সেই বিভ্রান্তি দূর করতেই তিনি বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬৬ (২৫) এবং অনুচ্ছেদ ৩৪২ অনুযায়ী স্বীকৃত তফসিলি জনজাতির সদস্যদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে না। তাঁদের নিজস্ব সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি এবং সংবিধান স্বীকৃত বিশেষ অধিকার আগের মতোই বহাল থাকবে। কারণ আদিবাসী সমাজের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় ও স্বকীয়তাকে সংবিধান বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে এবং সেই কারণেই তাঁদের ইউসিসির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। বিজেপির দাবি, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির মূল উদ্দেশ্য হল ধর্ম, জাতি বা লিঙ্গের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য রয়েছে, তা দূর করা। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ এবং লিভ-ইন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক আইন কার্যকর রয়েছে। ইউসিসি চালু হলে এই সমস্ত বিষয়ে দেশের সব নাগরিকের জন্য একটি অভিন্ন আইনি কাঠামো কার্যকর হবে। বিজেপির মতে, একই দেশের নাগরিকদের জন্য আলাদা আলাদা ব্যক্তিগত আইন দীর্ঘমেয়াদে সাংবিধানিক সমতার পরিপন্থী।

তারাতলা বিপর্যয়ের ধ্বংসস্তূপ সরতেই তদন্তে নামল যাদবপুরের বিশেষজ্ঞ দল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ জুন ঃ নকশা থেকে নির্মাণকাজ, প্রতিটি স্তরেই একের পর এক গাফিলতির অভিযোগ। তারাতলার ভয়াবহ ভবন বিপর্যয় যেন বেআইনি নির্মাণের চরম পরিণতির ছবি সামনে এনে দিয়েছে। বুধবার দুপুরে আচমকাই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে একটি বাণিজ্যিক ভবন। মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় গোটা এলাকা। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ১৭ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকাজে নেমে তদন্তকারীরা নির্মাণের নানা ত্রুটি দেখে বিস্মিত হয়েছেন। কীভাবে এত গলদ থাকা সত্ত্বেও ভবন তৈরির কাজ চলছিল, তা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে পুলিশের অনুরোধে শনিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল। কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার পার্থপ্রতিম বিশ্বাসের নেতৃত্বে এই দল তারাতলার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। তবে এখনও উদ্ধারকাজ সম্পূর্ণ শেষ না হওয়ায় তাঁরা বিস্তারিত পরীক্ষা শুরু করতে পারেননি বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। জানা গেছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ভবনটি মূলত গুদাম এবং হিমঘর তৈরির উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হচ্ছিল। কিন্তু নির্মাণের শুরু থেকেই নকশা ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে একাধিক ত্রুটি ছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন তদন্তকারীরা। সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখতেই কলকাতা পুলিশ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাহায্য চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অনুমোদনের পর কনস্ট্রাকশন বিভাগের বর্ষীয়ান ইঞ্জিনিয়ার পার্থপ্রতিম বিশ্বাসের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল তৈরি করা হয়। এই দলে রয়েছেন আর্কিটেকচার বিভাগের মৈনাক ঘোষ, মেটালার্জি ও মেটিরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক মহম্মদ বশিরউদ্দিন শেখ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দীপঙ্কর চক্রবর্তী এবং সম্রাট সেনগুপ্ত। নির্মাণের গুণগত মান, ব্যবহৃত সামগ্রী, নকশাগত ত্রুটি এবং মাটির পরিস্থিতি;সব দিক খতিয়ে দেখবেন তাঁরা। শনিবার দুর্ঘটনাস্থল ঘুরে দেখার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পার্থপ্রতিম বিশ্বাস জানান, ''আমরা এখানে এসে দেখলাম ঠিকই, কিন্তু উদ্ধারকাজ যতক্ষণ না পুরোপুরি শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ কিছু করা যাচ্ছে না। এখনও এখান থেকে পচা গন্ধ বেরচ্ছে, সম্ভবত কিছু দেহাংশ আটকে আছে। উপচার্যের অনুমতি নিয়ে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৫ জন এসেছি। উদ্ধারকাজ শেষের পর আমরা আবার এখানে এসে সব দেখব। তারপর এখান থেকে কিছু নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করব। মাটি পরীক্ষাও হবে। সেসব দেখে তারপর রিপোর্ট দিতে পারব।'

ভাড়াবাড়ি থেকে গৃহবধূর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, পলাতক স্বামীর খোঁজে মরিয়া পুলিশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২৭ জুন ঃ হুগলির রিষড়ায় এক গৃহবধূর রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভাড়াবাড়ির একটি ঘর থেকে ৩২ বছরের মনিকা সরকারের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ রয়েছেন তাঁর স্বামী দীপঙ্কর সরকার। এই ঘটনায় তাঁকেই খুঁজছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পারিবারিক অশান্তি এবং দাম্পত্য কলহের জেরেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে তদন্তকারীদের অনুমান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রিষড়া তিন নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনি প্রাথমিক স্কুলের পাশের একটি ভাড়াবাড়িতে ছয় বছরের কন্যাকে নিয়ে বসবাস করতেন মনিকা সরকার। তাঁর স্বামী দীপঙ্কর সরকার কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকলেও কয়েক দিন আগে রিষড়ার বাড়িতে এসেছিলেন। প্রতিবেশীদের দাবি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই অশান্তি লেগে থাকত। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, দীপঙ্করের সন্দেহ ছিল, মনিকার বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। সেই সন্দেহ থেকেই তাঁদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাতে মনিকার বাড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন তাঁরা। তবে পরে আর কোনও শব্দ না পাওয়ায় বিষয়টি গুরুত্ব দেননি। শনিবার সকালে দীর্ঘক্ষণ দরজা না খোলা এবং বাড়ির ভিতর থেকে কোনও সাড়া না মেলায় সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। এরপর গেটের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই তাঁরা দেখ তে পান, বিছানার উপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে মনিকার দেহ। পাশে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল তাঁর ছয় বছরের কন্যা। খবর পেয়ে রিষড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তদন্তে নেমে পুলিশ ঘরের ভিতরে একটি শাড়ি ঝুলতে দেখতে পেয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, প্রথমে শ্বাসরোধ করে মনিকাকে খুন করা হয়, তারপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর গলা কেটে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই স্বামী দীপঙ্কর সরকারের কোনও খোঁজ না মেলায় তাঁকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনাটির নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

বিধাননগরের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিলাসবহুল বেডরুম - দেখে চমকে উঠলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, কলকাতা, ২৭ জুন ঃ বিধাননগর পুরনিগমের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড কার্যালয় ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা এই ওয়ার্ড অফিস খুলতেই সামনে আসে এমন কিছু দৃশ্য, যা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী চিকিৎসক শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। সরকারি ওয়ার্ড কার্যালয়ের ভেতরে শয়নকক্ষ, ড্রেসিং টেবিল, খাট, বালিশ, চাদর, শীতের কম্বল থেকে শুরু করে কন্ডোমের প্যাকেট উদ্ধার হওয়ায় উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। সরকারি অফিসের ভিতরে এমন সামগ্রী কীভাবে এল এবং কী উদ্দেশ্যে এই পরিকাঠামো ব্যবহার করা হতো, তা নিয়েই এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জয়দেব নস্করকে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ওয়ার্ডের পরিষেবা কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। বিভিন্ন নাগরিক সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তি তেই ওয়ার্ড অফিসের বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সেখানে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। অফিসে ঢুকেই তিনি দেখেন, সাধারণ সরকারি কার্যালয়ের বদলে ভিতরের পরিবেশ অনেকটাই বিলাসবহুল। বাইরের ঘরে সাজানো রয়েছে একাধিক দামি সোফা। পুরো কার্যালয়ে পাঁচটিরও বেশি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র লাগানো রয়েছে। এরপর কাউন্সিলরের নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করতেই আরও বিস্মিত হন তিনি। সেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ শয়নকক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে। খাট, বালিশ, বিছানার চাদর, শীতের কম্বল এবং আলমারিতে নানা ব্যক্তিগত ব্যবহারের সামগ্রী রাখা ছিল। পাশাপাশি একটি ড্রেসিং টেবিলও দেখতে পাওয়া যায়। সেই ড্রয়ার থেকেই উদ্ধার হয় কন্ডোমের একটি প্যাকেট। এই সমস্ত দৃশ্য দেখে প্রকাশ্যেই বিস্ময় প্রকাশ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, তশয়নকক্ষ, বড় ছোট মিলিয়ে একাধিক ঘর। বালিশ, কলম্ব। মহিলাদের ড্রেসিং টেবিল। প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না এই সব কেন। পরে বুঝলাম।দ তিনি বলেন, এমন দৃশ্য দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত এবং এই ধরনের ঘটনা সরকারি কার্যালয়ের মর্যাদার সঙ্গে কোনওভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ঘটনার পর থেকেই সরকারি সম্পদের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষের করের টাকায় পরিচালিত একটি ওয়ার্ড অফিসে কেন এমন বিলাসবহুল পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছিল এবং সেগুলির প্রকৃত ব্যবহার কী ছিল, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে। পাশাপাশি অফিসের ভিতরে কোনও অনৈতিক কার্যকলাপ চলত কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে বিভিন্ন মহলে। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত এবং সরকারি সম্পদের অপব্যবহার হয়ে থাকলে তার দায় নির্ধারণ করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিধাননগর পুরনিগমের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২০৭ সংখ্যা, রবিবার, ১৩ আষাঢ়, ১৪৩৩

বিপ্লবী শান্তিসুধা ঘোষ

২৭ জুন, ১৯০৭;বরিশালের আলোকান্দা গ্রাম। সেখানেই জন্ম নেন এক অসাধারণ নারী, যিনি একসঙ্গে ছিলেন শিক্ষাবিদ, বিপ্লবী চিন্তক, সমাজসেবী এবং নারীজাগরণের অগ্রদূত; শান্তিসুধা ঘোষ। পিতা ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ছিলেন ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক। জ্ঞান ও সংস্কৃতির আবহেই বড় হয়ে ওঠেন শান্তিসুধা। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল এক অদম্য মেধা আর স্বাধীনচেতা মন। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে বি.এ.-তে ঈশান স্কলার হন; যা সেই সময়ে ছিল বিরল সম্মান। এরপর ১৯৩০ সালে গণিতে এম.এ.-তে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন; নারী শুধু সংসারের চার দেওয়ালে আবদ্ধ নয়, জ্ঞান-বুদ্ধিতেও পুরুষের সমকক্ষ, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগামী। কিন্তু শান্তিসুধার জীবন শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশ তখন পরাধীন। চারদিকে ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার, অপমান, শোষণ। এই বাস্তবতা তাঁকে ভেতর থেকে আলোড়িত করে তুলেছিল। তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে। অরবিন্দের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন এক বিরল সমন্বয়; বিপ্লব আর আত্মশক্তির। মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করলেও তিনি বিশ্বাস করতেন না কেবল অহিংস পথেই স্বাধীনতা আসবে। ১৯৩০ সাল; সতীন সেনের তরুণ সংঘ-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বরিশালে গড়ে তুললেন শক্তিবাহিনী। এটি ছিল এক নারী সংগঠন; যেখানে নারীদের প্রস্তুত করা হতো বিপ্লবী আন্দোলনের সহযোদ্ধা হিসেবে। সেই সময় নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়াই ছিল সমাজের চোখে বিদ্রোহ। আর শান্তিসুধা চাইছিলেন নারীদের শক্তিতে রূপান্তরিত করতে। তাঁর বিশ্বাস ছিল; দেশমাতৃকার মুক্তিযুদ্ধে নারীরাও সমান সৈনিক। তিনি ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, হুগলির মহম্মদ মহসীন কলেজ এবং বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। শ্রেণিকক্ষে তিনি ছিলেন শিক্ষিকা, আর শ্রেণিকক্ষের বাইরে; এক নীরব বিপ্লবী। ব্রিটিশ সরকার খুব দ্রুতই বুঝতে পারে; এই নারী শুধু পড়ান না, মানুষের মনেও আগুন জ্বালিয়ে দেন। ১৯৩৪ সালে তাঁকে কলকাতায় গ্রেপ্তার করা হয়। অন্তরীণ রাখা হয় বরিশালে। নজরদারি, অত্যাচার, মানসিক চাপ; সবই চলতে থাকে। তবুও মাথা নত করেননি তিনি। দীর্ঘ অসুস্থতার পর ১৯৩৭ সালে মুক্তি পান। এরপর কিছু সময় গান্ধীর আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হন। কিন্তু সংগ্রাম তাঁর জীবনে কখনও থামেনি। ১৯৪২-৪৩; ভারত আবার উত্তাল। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের আগুন জ্বলছে চারদিকে। সেই সময় আবারও তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবায়। যখন বাংলার মাটিতে মানুষ অনাহারে মরছে, তখন শান্তিসুধা নিজের জীবন ভুলে কাজ করেছেন অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়ে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ। নিজের জন্মভূমি বরিশাল ছেড়ে চলে আসতে হয় পশ্চিমবঙ্গে। একজন মানুষের কাছে এর চেয়ে বড় যন্ত্রণা আর কী হতে পারে! তবুও তিনি ভেঙে পড়েননি। তিনি শিক্ষা, সমাজচিন্তা, নারীজাগরণ এবং স্বাধীনতার আদর্শকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন শেষ দিন পর্যন্ত। হুগলি মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি অসংখ্য নারীর জীবনে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিয়েছেন।

কলকাতায় প্রথম ধর্মঘট

পালকি থেকে ধর্মঘট। উত্তর কলিকাতার রাজানবকৃষ্ণ দেব উড়িয়া থেকে পালকি -বেহারাদের কলিকাতায় শহরে প্রথম নিয়ে আসেন। সেই সময় পালকি ছিল অন্যতম যানবাহন। ১৭৯৪ সালে প্রথম আইন করে পালকি ভাড়া ঠিক করে দ্যাং সরকার। পাঁচজন ঠিকা বেহারার একদিনের ভাড়া ছিল এক টাকা। অর্ধদিবসে আট আনা। কলকাতার বাইরে পাঁচ মাইল পর্যন্ত যেতে পালকি ভাড়া হতো চার আনা হিসেবে। এক ঘণ্টার কম সময়ের জন্য যাত্রীরা এক আনা হিসেবে ভাড়া দিত। আস্তে আস্তে বেহারারা অতিরিক্ত ভাড়া নিতে থাকে। সাহেবদের প্রায়শই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নানা কাজে যেতে হত। পালকি বেহারারা অত্যাধিক ভাড়া দাবি করায় সাহেবরা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে ৩৩ বছর পর ১৮২৭ সালে কোম্পানি এক নিয়ম চালু করে। জানানো হল ১) পালকি বেহারাদের লাইসেন্স নিতে হবে, মানে পুলিশের খাতায় নাম তুলতে হবে। ২) ভাড়া নির্দিষ্ট করে দেবে সরকার। এক মাইল পর্যন্ত ভাড়া হবে তিন আনা। আরও যেতে হলে মাইল প্রতি তিন আনা করে বেশ ভাড়া দিতে হবে। ৩) পুলিশের দেওয়া ব্যাজ পড়ে কাজ করতে হবে। ৪) আজকের গাড়ির নম্বর প্লেটের মতো পালকির নম্বর থাকবে। কোম্পানির ফতোয়া মানতে রাজি ছিল না তারা। তাদের ধারণা ছিল হাতে ব্যাজ পরা মানে জাত খোয়ানো। এর ফলে তারা সমাজে অপাঙক্তেয় হয়ে যাবে। উপরন্তু ব্যাজের জন্য কোম্পানিকে কোনও অর্থ দিতেও রাজি ছিল না পালকি বেহারারা। এ'ছাড়াও বেহারাদের কাছে ঘড়ি নেই। ঘড়ি দেখতেও পারে না। ঘড়িটা থাকল আরোহীর হাতে, আর আরোহী যদি দেড় ঘণ্টা পালকি চড়ে সময় কমিয়ে এক ঘণ্টার মজুরি দেয়, তাহলে বেহারার আর কিছু বলার থাকবে না। প্রায় ১২০০০ পালকি বেয়ারা এই আইনের বিরুদ্ধে একত্রে জড়ো হয়ে সভা ডাকল। সেই সভায় পালকিবাহক পাঁচু সুর ছিলেন সভাপতি, আর প্রধান বক্তা ছিলেন গঙ্গাহরি। ধর্মের নামে ঘট স্থাপন করে, ঘট ছুঁয়ে তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেন - আইন বাতিল না করলে কেউই পালকি কাঁধে নেবেন না। এটাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'প্রথম ধর্মঘট'। সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে এলো এই ঘটনা। পালকিবাহকদের ধর্মঘট প্রায় ১ মাস স্থায়ী হয়েছিল। একদল মানুষ পালকি বেয়ারাদের পক্ষে জোর সওয়াল করেছিলেন। ধর্মঘটে যে পালকি বেহারারা গিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন ওড়িয়া।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

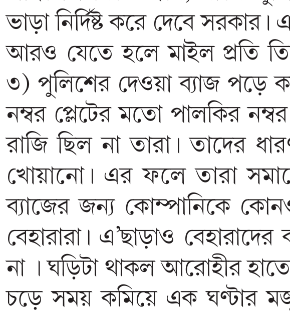

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ।

মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে।

ভগিনী নিবেদিতা

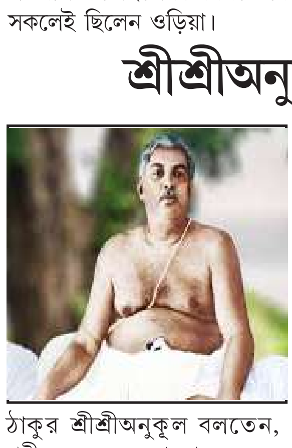

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান। পরম আত্না শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত সেরা। তিনি

আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, জগতমাতাকে পুজো করতে হবে। জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। জগত মাতার সাড়া গ্রহণ করতে হবে। তিনি আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত। তিনি আছেন বলেই মানব জগত নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে।

মাতৃভাষা চর্চায় উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

রাজু পারাল, হাওড়া

মাতৃভাষা চর্চার পথিকৃৎ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি মানুষের কাছেই নিজের মাতৃভাষা পরম আদরের বস্তু। কারণ মাতৃভাষা আত্মপ্রকাশের যথার্থ মাধ্যম। ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বের ইতিহাসে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন। কারণ ঐ দিনটিতে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য সরকারের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে বেশ কিছু ছাত্র প্রতিবাদ মিছিল করে আত্মবলিদান দেন। মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন এবং আত্মবলিদানের বিরল দৃষ্টান্তের কথা মনে রেখে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার কোন বিকল্প নেই। কেবল শিক্ষা নয়, সৃজনধর্মী চিন্তায় গবেষণায় মাতৃভাষার ব্যবহার যেভাবে অনুকূলতা সৃষ্টি করে তার তুলনা মেলা ভার। নিজের ভাবনা, নিজের ভাষায় ব্যক্ত করার মধ্যে যে স্বাচ্ছন্দ্য থাকে, একটি বিজাতীয় ভাষায় তা সম্ভব নয়। মাতৃভাষা মানুষের আত্ম প্রকাশের সবচেয়ে বড় সহায়ক। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ জ্ঞান - বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাঁদের অনুশীলনের মাধ্যম মাতৃভাষা।

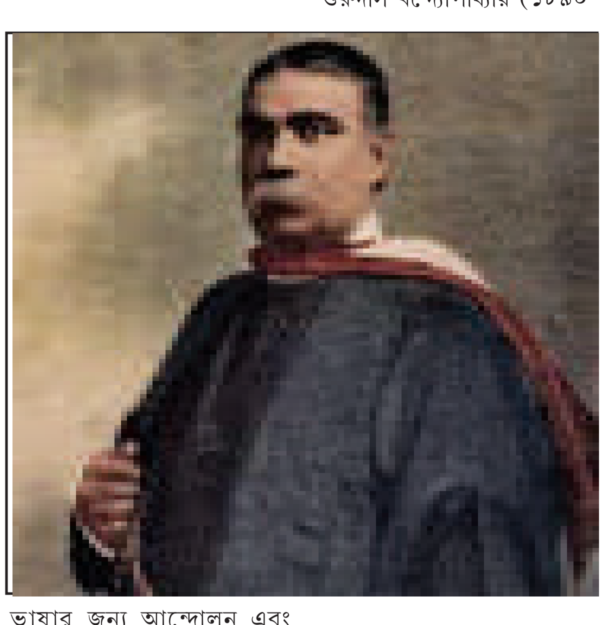

আমাদের দেশের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন মাতৃদুগ্ধ ছাড়া যেমন মানুষের দৈহিক পুষ্টির গোড়াপত্তন হয় না, মাতৃভাষা ছাড়া তেমনি মানসিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ভিত্তিভূমিও রচিত হয় না। উনিশ শতকের পরাধীন ভারতে বেশ কিছু বিজ্ঞানী (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা) তাঁদের বিজ্ঞান চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যান মাতৃভাষার মাধ্যমে । অন্যদিকে মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে বসান স্বদেশপ্রেমী শিক্ষাবিদ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন তিনি ইংরেজি ভাষার একচেটিয়া আধিপত্য ভেঙে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বাংলা ভাষা চালু করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেন। ১৮৯১ সালে জানুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রথম ভারতীয় উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯০-১৮৯২) তাঁর ভাষণে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন ও আবশ্যিক পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। তাঁর পথ অনুসরণ করে সেই বছরের ১ মার্চ আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে একখানি চিঠি দিয়ে প্রস্তাব পাঠান, প্রবেশিকা থেকে এমএ পর্যন্ত সব পরীক্ষাতেই অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষা অন্যতম পরীক্ষার বিষয়রূপে গ্রহণ করার ব্যবস্থা হোক। এই প্রস্তাবের আলোচনার জন্য ১১ জুলাই আলফ্রেড ক্রফটের সভাপতিত্বে ফ্যাকাল্টি অফ আর্টসের এক সভা হয়। সেখানে আশুতোষ প্রস্তাব উত্থাপন করলে মাসিক 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত তাঁকে সমর্থন করেন। সভায় প্রচণ্ড বাগবিতণ্ডা হয়। সাহেবরা ও তাঁদের সমর্থকরা বলেন, 'বাংলা একটা ভাষা নাকি? বাংলা ভাষায় পড়বার বই কোথায়? বাংলার আবার পরীক্ষা?'

মুসলিম সদস্য ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা বাঙলার বিরোধিতা করেন। আশুতোষ তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে এক ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা করেন এবং এই প্রস্তাব দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে, বাংলা ভাষার পক্ষে যে বিশেষ কল্যাণকর ও একান্ত প্রয়োজন, তা বোঝাবার চেষ্টা করলেও তাতে কোন ফল হল না । কর্নেল জ্যারেট আশুতোষের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন বটে কিন্তু তিনি নিজের অভিমত দিলেন আশুতোষের বিপক্ষে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, মহেন্দ্রনাথ রায়, আনন্দমোহন বসু, ডা. ম্যাক ডোনাল্ড এবং পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সহ মাত্র এগারো জন সভ্য আশুতোষের মাতৃভাষা চালুর পক্ষে সমর্থন করলেন। তাতে আশুতোষ অবশ্য উৎসাহ হারাননি । তিনি বুঝেছিলেন, বাংলা ভাষার যে দৈন্যের জন্য তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখান হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের পরীক্ষায় বাংলার স্থান না হলে, সে দৈন্য ঘোচবার সম্ভাবনা নেই। শুধু ইংরেজি জানা বাবু নয়, খাঁটি বাঙালি তৈরিতে মাতৃভাষার ওপর জোর দেন স্যার আশুতোষ। মাতৃভাষার সাহায্য ছাড়া লোক শিক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ, তা তিনি বুঝেছিলেন। বাংলার জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করতে হলে মাতৃভাষার সাহায্যেই করতে হবে, অন্য কোনও পন্থা নেই- এই সত্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন বলেই বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করতে পেরেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও আশুতোষের এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, 'দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে সরকারি কারখানা আছে তার চাকায় সামান্য কিছু বদল করতে হলে অনেক হাতুড়ি পেটাপেটির দরকার হয়, সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। সেই হাতই ছিল আশুতোষ মুখুজ্জে মহাশয়ের। বাঙালির ছেলে ইংরেজ বিদ্যায় যতই পাকা হোক, তবু শিক্ষা পুরো করবার জন্য তাকে বাংলা শিখতেই হবে......।'

মাতৃভাষার শিক্ষা প্রসারে অত্যন্ত আগ্রহী আশুতোষ রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীরভাবে নির্ভর করতেন । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন কর্মবহুল জীবনের বিবিধ কার্যকলাপের মধ্যেও বাংলা সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ অক্ষুন্ন রাখেন স্যার আশুতোষ। সমকালে কবি মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও বিহারীলালের ভাবময়ী কবিতা আশুতোষের কাছে ছিল বড় আদরের বস্তু। তাই কোনও বিষয়ে কিছু বলতে গেলেই ঐ সকল কবির বাণী তাঁর মুখে মুখে আপনা থেকেই এসে জুটত। কবি মধুসূদনের প্রতি ছিল আশুতোষের অকৃত্রিম অনুরাগ। সমকালে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের বাংলা গ্রন্থগুলিও তিনি পড়তেন যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে। সে সময়কার সর্বাপেক্ষা প্রচারিত ও সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন তিনি। এছাড়া রাজনারায়ণ বসু, রামগতি ন্যায়রত্ন, রমেশচন্দ্র দত্ত সর্বোপরি গবেষক দীনেশচন্দ্র সেনের রচিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন স্যার আশুতোষ। কৃত্তিবাস, কাশীরাম, জয়দেব, মুকুন্দরাম প্রমুখ বৈষ্ণব পদকারদের পদা বলী তিনি নীরবে অবগাহন করতেন। ১৯২১ সালে বাংলা ভাষায় শিল্পকলা আলোচনার জন্য আশুতোষ শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাগেশ্বরী অধ্যাপক রূপে নিয়োজিত করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবনীন্দ্রনাথের দেওয়া ভাষণ পরে 'বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলী' নামে আকর গ্রন্থ হয়ে ওঠে। বাগেশ্বরীর প্রথম ভাষণ ইংরেজিতে হোক, এমনিই একটি মানসিক ইচ্ছা আশুতোষের থাকলেও শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ মনস্থির করেন তিনি বাংলাতেই ভাষণ দেবেন। প্রথম ক্লাসে ভাষণ শেষ হবার পর আশুতোষ তাঁকে স্নেহের সঙ্গে কাছে টেনে নেন এবং অনুরোধ করেন যাতে পরবর্তী লেকচারগুলি বাংলায় দেন। বাংলাভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও উৎসাহে নিজের মনের কথাগুলি তিনি বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে সুস্পষ্ট করে গেছেন। 'ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যত' শীর্ষক এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, একদিন বৈদিক সাহিত্য শিক্ষিত ভারতবাসীর আত্মসাহিত্য ছিল, আজ বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ সমগ্র ভারতের আত্ম সাহিত্য।.....মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ওই একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন, সে জাতি তত উন্নত ও অক্ষয়। আমার মাতৃসমা মাতৃভাষাকে যদি কোনও মতে সম্পদশালিনী করতে পারি, তবে আমার জীবন ধন্য হবে। ....আজ ভাবিতেও শরীর কন্টকিত হয়, নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্ভুত হয় যে, সে সুদিন আসিয়াছে, আমার সেই আবাল্যধেয় সুসময় আজ আমার সম্মুখে বর্তমান! বাংলা ভাষাকে গৌরবজনক জায়গায় পৌঁছে দেবার জন্য আশুতোষ স্বীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদকে, যিনি বিএ ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন, তাঁকে নব গঠিত বাংলা বিভাগে যোগ দিতে বলেন। পরবর্তীকালে, শ্যামাপ্রসাদও পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে বাংলা ভাষাকে স্কুলে ও কলেজে শিক্ষার মাধ্যম করেন এবং রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রকে দিয়ে আশুতোষ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, কাব্য সাহিত্য সংকলন ইত্যাদ লেখান। পরে এম এ পরীক্ষার পাঠক্রম হয়ে দাঁড়ায়।

কবিগুরুর আতিথ্যে কথাশিল্পী বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়

দীনেশ গুপ্ত

দুপুরের গুরুভোজনের পর বিকেলে চায়ের টেবিলে রবীন্দ্রনাথের সাথে বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর দেখা হল। সেখানেও চা ছাড়া কেক, বিস্কুট, নানারকম ফল সাজানো। বনফুল বললেন, এখন তিনি চা ছাড়া আর কিছু খেতে পারবেন না, দুপুরে বড্ড বেশী খাওয়া হয়ে গেছে। সেকথা শুনে রবীন্দ্রনাথ খুব একটা প্রসন্ন হলেন না, বললেন,তুমি শুনেছি খাইয়ে লোক কেক খাও একটা। শান্তিনিকেতনের সেই সুন্দর স্মৃতি চিরদিনের জন্য জায়গা পেয়েছে বনফুলের হৃদয়ে একই সঙ্গে কবির পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর উষ্ণ আতিথেয়তা। মুগ্ধ হয়ে বনফুল লিখেছেন,অতিথি সম্বর্ধনার এই অনাড়ম্বর অথচ আভিজাত্যময় চিত্র আজকাল আর দেখতে পাই না।

মধ্যাহ্ন ভোজনে অর্ধ বৃত্তাকারে সজ্জিত নানা বাটিতে রয়েছে নিরামিষ,আমিষ, নানারকম তরকারি। রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী সামনে বসে ছোট্ট হাতপাখাটি নাড়তে লাগলেন যতক্ষণ বনফুল খেলেন । বেশ কয়েকবার বনফুল মানা করলেন বটে তবে প্রতিমা দেবী সেই আপত্তি কানে তুললেন না, বললেন,এখানে বড্ড মাছি। এখনি পাতে বসবে। আক্ষেপ করছিলেন ভাল মাছ পাওয়া যায় নি বলে।

বনফুল সত্যিই খাইয়ে লোক। রাতে মাংস, দিনে দু'রকম মাছ না হলে চলত না, পরিমাণ নেহাত খুব কম নয়,খেতে পারতেন খুব ঝালও,নিজের মুখে বলতেন মাংস খাওয়ার পর মিস্টি খাওয়া ভাল। শুধু বলা নয় ডায়াবেটিসের রোগী হয়েও রাজভোগ খেতেন নিজের হাতে,আবার নিজের হাতে নিজের ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিতেন,ডাক্তার ছিলেন,বিদ্যাটা নিজের উপর চমৎকার ভাবে প্রয়োগ করেছেন। সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকে অসমান্য জনপ্রিয়তার ধাক্কা সামলাতে পারছেন না,কারণ ল্যাবরেটরির কাজের জন্য দিনের বেলা লেখার সময় পেতেন না একদম। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় খেয়ে শুয়ে পড়তেন,ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে উঠতেন ঠিক রাত্রি একটার সময়। টানা তিন ঘন্টা লিখে চারটের সময় আবার ঘুমাতে যেতেন উঠতেন বেলা আটটায়। সাহিত্যচর্চা করে যে অর্থাগম হবে একথা ভাবেন নি। সেই অর্থ যখন নিজে থেকে আসতে লাগল, বনফুলও লেখার বেগ বাড়িয়ে দিলেনগ্ধ ক্রমেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী, তাঁর রচনায় যেমন আছে অতি ক্ষুদ্র গল্প আবার আছে অতি দীর্ঘ উপন্যাস।

একসময়ে কবিতা লিখে শিক্ষকের ভৎর্সনার মুখে পড়েছেন। স্কুলের হেডপণ্ডিত রামচন্দ্র ঝা বলাইচাঁদকে বললেন, আর কবিতা লেখা চলবে না। তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। কালীপ্রসাদ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মালঞ্চ' পত্রিকায় বলাই চাঁদের একটি কবিতা প্রকাশিত হল, কিন্তু কপালে জুটল শিক্ষকের ভৎর্সনা। কারণ ওই কবিতার কারণেই নাকি বলাই সংস্কৃতে একশো পাওয়ার যোগ্য হয়েও পাচ্ছে না মনে করেছিলেন হেড পণ্ডিত। সম্ভবত এরপর তিনি ছদ্মনাম দিয়ে লেখা শুরু করলেন! কিন্তু এত নাম থাকতে কেন তিনি 'বনফুল' হলেন?

সেই উত্তর নিজে দিয়েছেন- 'বন চিরকালই আমার নিকট রহস্য নিকেতন। এই জন্যই বোধহয় ছদ্মনাম নির্বাচন করিবার সময় 'বনফুল' নামটা আমি ঠিক করিলাম। অপরিচিত লোকের সাথে বন্ধুত্ব করার নেশায় বনফুল মাঝে মাঝেই মেতে উঠতেন তেমন অসহায়, অপরিচিত গরীব মানুষের চিকিৎসা করা, তাঁর ওষুধ,পথ্যের সব খরচ সব নিজের পকেট থেকেই দিতেন। একবার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়দের খেয়াল চাপল কলকাতার বাইরে থেকে ঘুরে আসা যাক। তিন বন্ধু বনফুল,শিব মৈত্র, পরিমল গোস্বামী চলে এলেন শিয়ালদহ। সব পয়সা এক জায়গায় করে বনফুলের হাতে তুলে দেওয়া হল। তিনি টিকিট কাউন্টারে গিয়ে বললেন 'দাদা তিন খানা রিটার্ন টিকিট দিন'। কোথাকার? বনফুল বললেন 'তিতোবিরক্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি দাদা,যে কোন স্টেশনে দিন, আটকাবে না কিছু'। কাউন্টার থেকে তিনটি কাঁচরাপাড়ার টিকিট পাওয়া গেল। ট্রেনে এক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ জমে উঠেছে, তিনি কাঁচরাপাড়া যাবেন। বনফুল তাঁর সঙ্গে রীতিমত ভাব জমিয়ে দাদা বলতে লাগলেন, এরপর প্রস্তাব দিলেন তাঁর বাড়িতে গিয়ে বৌদির হাতে রান্না খেয়ে অন্যকথা। ভদ্রলোক বেশ বিপদে পড়ে গিয়েছেন। তিনি যত অন্যপ্রসঙ্গে যেতে চান বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের তত তাঁর ও সহধর্মিণীর কথা বলতে থাকেন। কাঁচরাপাড়ায় নেমে তিন বন্ধু পথ চলতে আরম্ভ করলে ভদ্রলোক নানা ভাবে তাদের নিরুৎসাহ করতে থাকেন। বললেন, 'রাত্রি বেশি হলে ফেরবার আর গাড়ি পাবেন না, আপনাদের ভীষণ কষ্ট হবে,আপনারা সত্যি আসবেন না,আমার বাড়ি এখান থেকে চার মাইল 'ইত্যাদি। সত্যি বলতে নিছক মজা করতেন তিন বন্ধু।

ফিল্মী সঙ্গীতে বিপ্লব নিয়ে এলেন কর্তা শচীন ও পুত্র রাহুল দেববর্মন

রবীন্দ্রকুমার শীল

পিতা শচীন দেববর্মন কোনও দিন হাতে করে রাহুলকে সঙ্গীত শেখাননি। পিতার পথকে অনুসরণ করেই রাহুল সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করেন। পিতা তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন দেশি বিদেশি সঙ্গীত শোনার জন্য এবং কীভাবে সুর তৈরি করতে হয় তার গুপ্ত কৌশল বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। পুত্র রাহুলের পাশে ছিলেন। যেখানে সুরের ভুল হচ্ছে তা ধরিয়ে দিতেন এবং ছেলে রাহুলের ওপরে নজর দিতেন। রাহুল পিতা শচীনকে খুবই ভয় পেতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। পিতা শচীনের সঙ্গীতে ধারাকে অনুসরণ করে রাহুল কোনও দিন চলেননি বটে। কিন্তু পিতার সুর দেওয়ার কৌশলকে রপ্ত করেন। শচীন দেববর্মন ভারতীয় সঙ্গীতের ঘরানার ওপরে নির্ভর করে তিনি সুর দেওয়ার চেষ্টা করতেন। সেখানে কিন্তু রাহুল দেববর্মন পিতার পথকে অনুসরণ না করে একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ধারাকে গ্রহণ করে ভারতীয় আধুনিক সঙ্গীতে শ্রোতকে দেশের মাটিতে প্রবাহিত করলেন। ঠিক সেই সময়ে পাশে পেয়ে গেলেন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী কিশোর কুমারকে। সঙ্গীত শিল্পী কিশোর কুমারকে দিয়ে কীভাবে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সুরের মিশেল দিয়ে আধুনিক নতুন ধারার সঙ্গীত তৈরি করা যেতে পারে তার জাদু দেখাতে শুরু করলেন সুরকার রাহুল আর তাতে ভারতের সঙ্গীত পিপাসুরা আপ্লুত হয়ে পড়ল। আধুনিক সঙ্গীত জগতে একটি নতুন স্রোত ধারাকে প্রবাহিত করে দিলেন রাহুল দেববর্মন। তিনি যেভাবে কিশোর কুমারকে দিয়ে পাশ্চাত্যের রক সঙ্গীত মিশিয়ে বিশ্ববাসীকে মাতিয়ে দিলেন তা অবাক হওয়ার বিষয় নিশ্চয়। সঙ্গীত শিল্পী কিশোর কুমার সঙ্গীত জগতে উঠে আসতেই প্রাচীন ঘরানাপন্থীরা আধুনিক সঙ্গীতের সঙ্গীত জগত থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। যদিও তার মধ্যে মান্না দে, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে মুকেশ টিঁকে ছিলেন। তবে প্রাচীন ঘরানার সঙ্গীত শিল্পীদের প্রতি আস্থা রেখে মুম্বই চলচ্চিত্র জগত চলতে নারাজ ছিল। সঙ্গীত জগতে যে নতুন

স্রোত এসে গিয়েছে তার ওপরে নির্ভর করেই বাংলা এবং মুম্বই চলচিচ্চত্র জগত চলার পথকে খুঁজে নেয়। আসলে কিশোর কুমার এবং রাহুল জুটি মুম্বই চলচ্চিত্র জগতে ফিল্মী সঙ্গীতে বিপ্লবী নিে. এসেছিলেন এবং এই বিপ্লবের গুরু ছিলেন রাহুলের পিতা শচীন দেব বর্মন। বর্মন পরিবার ফিল্মী সঙ্গীত জগতে যেভাবে একচেটিয়া রাজত্ব করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে প্রযোজকেরা আর অন্য কারোর কথা ভাবতে পারতো না। কিশোর রাহুল ছাড়া মুম্বই ছবি হিট হবে না এই রকম একটি ধারনা তৈরি হয়ে গিয়েছিল সেই সময়ে। চলচ্চিত্র জগতে এই নিশব্দ বিপ্লবের নেপথ্য নায়ক ছিলেন রাহুলের পিতা শচীন দেব বর্মন। তিনি নিত্য নতুন সঙ্গীতের সুর নিয়ে চর্চা করতেন। তারই প্রভাব পড়ে ছিল রাহুলের ওপরে। শচীন, রাহুল ছাড়া দ্বিতীয় কোনও সুরকারের কথা ভাবতে পারতো না চলচ্চিত্র জগতে প্রযোজকেরা।

সঙ্গীত পরিচালক এবং সুরকার রাহুল দেববর্মণ জন্ম গ্রহণ করেন ২৭ জুন, ১৯৩৯ সালে। তিনি নাকি সব সময়েই কাঁদতেন পঞ্চম স্বরে। তাই অশোককুমার তার পঞ্চম নামটা দেন। আর ডাক নাম ছিল টুবলু। 'তিসরি মঞ্জিল' (১৯৬৬) ছিল তাঁর সুর করা পঞ্চম ছবি। শাম্মি কপূরের পছন্দের সুরকার শঙ্কর জয়কিষাণ এবং ও পি নায়ার। শাম্মি এলেন শুনে দেখতে 'আর ডি' ব্যাপারটা কী। পঞ্চম সবে একটা নেপালি সুর গেয়েছেন, (যে সুর থেকে পরে তৈরি হবে 'দিওয়ানা মুঝসে নহী') শাম্মি বললেন, 'স্টপ স্টপ'। এটা আমি জয়কিষাণকে দিয়ে করিয়ে নেব, আর একটা কুছ শুনাও। নার্ভাস পঞ্চম বাইরে গিয়ে সিগারেটে দুটো টান দিয়ে এলেন। এসে গাইলেন পর পর তিনটে সুর, 'ও মেরে সোনা...', 'আ যা আ যা...' এবং 'ও হাসিনা জুলফোঁ ওয়ালি...'-র গান তিনটের জন্যে। আবার শাম্মি দুম করে থামিয়ে দিলেন তাঁকে। বললেন, আরে তুম পাস হো গয়ে হো। আহা কী গান 'ও হাসিনা জুলফোঁ ওয়ালি...'! আর এই সব গান তৈরিই তো পঞ্চমের জীবন।

আর ডি'র গানের পেছনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন তাঁর দলের সঙ্গীরা, যেমন কারসি লর্ড, মনোহারি সিংহ, ভানু গুপ্তা আর আরও অনেকে। আর ডি'র সঙ্গীতের মূল ব্যাপারটাই ছিল নিয়ম ভাঙা এক প্রাণের স্পন্দন। 'ও হাসিনা...'র কথা ধরুন, ৮০ জন শিল্পীকে ব্যবহার করা হয়েছিল, তার মধ্যে ৪০ জন বাজান বেহালা। আজকের দিনের মতো ট্র্যাকের কারিগরি ছিল না। একসঙ্গে এতগুলো বাদককে ব্যবহার করা, কী কাণ্ড! শুধু কী বাদ্যযন্ত্র। মোটর গাড়ির ইঞ্জিন, পেডেস্টাল পাখা, কী না চলবে তাঁর গানে। তৈরি হবে জাদু। বীর সাংভি বলেছিলেন যে, দুনিয়া জুড়ে ষাটের দশককে যৌবনের দশক বলে বাড়াবাড়ি করা হয়। ভারতে কিন্তু যৌবনের দশক বলতে সত্তরের দশক। আর সত্তরের দশক মানেই পঞ্চমের দশক। রীতা পটেল-এর সাথে প্রেম এবং মালাবার হিলস-এ এক বন্ধুর বাড়িতে গোপনে বিয়েও হয়ে গেল দু'জনের। বিয়েটা সুখের হয়নি। শচীনকর্তা বউমাকে মেনে নিলেও শোনা যায় শাশুড়ির সঙ্গে জমেনি রীতার। কিন্তু এর খুঁটিনাটি তো আর পাঁচটা জীবনের মতো। 'এ কেয়া হুয়া ক্যায়সে হুয়া, কব হুয়া'? আবার অ্যারেঞ্জমেন্টে পুরে দিতে পারেন আনন্দের সুর; সব ছক ভেঙে।

সত্তর দশক জুড়ে শুধুই যেন পঞ্চম। সেই সময়টা যে কী দারুণ সময় তাঁর সুরের সঙ্গীদের। তাঁর এই সময়কার সুরের এক সঙ্গী এই সময়টার কথা মনে করতে গিয়ে বলেন, তখন আমরা দিন নেই, রাত নেই শুধু সুর নিয়ে আছি। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না ক'টা গান রেকডিং হল, ক'টা বাকি। শুধু একটা পাগলামো থেকে আর একটাতে ছুটে চলা। একটা চ্যালেঞ্জ পার করে আর একটা। সে যে কী সময় গিয়েছে! অনেক দিন পরে, ১৯৮৫-র পর যখন শুকিয়ে আসবে কাজের ধারা, কাছের বন্ধুরাও ছেড়ে চলে যাবেন তাঁকে, তখন অনেক দুঃখে একটা হিসেব করবেন রাহুল। বলবেন, পর পর ২৯টা ফ্লপ গেছে আমার। একটা সময় ছিল, যখন আমার সন্ধ্যা শুরু হত মধ্য রাতে। তিনি আগেই জানতেন, নইলে কী করে সুর দিয়েছিলেন সেই গানে, 'জিন্দেগি কি সফর মে গুজর যাতে হ্যায় জো মকান ও ফির নাহি আতে...'। প্রোডিউসারদের গাড়ি না থাক, আমরা তো থেকে গিয়েছি তাঁর সঙ্গে। এখনও তো ভালবাসায় 'করবটে বদলতে রহে সারে রাত হম। আপ কী কসম। আপ কী কসম।'

১৯৬৭-তে এল 'এক দিন পাখি উড়ে', 'আকাশ কেন ডাকে' আর তার পর 'মনে পড়ে রুবি রায়'। তখনও আর ডি'কে খোলাখুলি গ্রহণ করতে পারেনি বাঙালি।

'মনে পড়ে রুবি রায়' গানটা লিখেছিলেন শচীন ভৌমিক, তিনি নিজের জীবনে ছবি রায় বলে একটি মেয়ের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হন। কাজেই রুবির আসল নাম ছবি। রেকর্ডটার উল্টো পিঠে ছিল 'ফিরে এসো অনুরাধা' গানটি। অনেকেই ভেবেছিলেন দাগ দিয়ে চলে গেল কে এই অনুরাধা? শচীন বলেছেন, অনুরাধা কোনও মেয়ের নাম নয়, তাঁর লেখা প্রথম চিত্রনাট্যটি ছিল 'অনুরাধা' নামের ছবিটির জন্য লেখা। 'কাটি পতঙ্গ' ছবিতে 'আকাশ কেন ডাকে' ফিরে এল 'ইয়ে শাম মস্তানি' হয়ে। তার পাশে থাকল 'ইয়ে জো মহব্বত হ্যায়...'। বনফুলের ভাই পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় বিভূতি ভূষণের 'হিংয়ের কচুরি' গল্প নিয়ে ছবি বানালেন, 'নিশিপদ্ম'। সুর দিলেন নচিকেতা ঘোষ। 'যা খুশি ওরা বলে বলুক' গানের জন্য মান্না দে জিতলেন তাঁর দ্বিতীয় জাতীয় পুরস্কার। শক্তি সামন্ত ছবিটি হিন্দিতে বানাতে চাইলেন; 'অমর প্রেম'। সুরকার কে? রাহুল দেববর্মন। শক্তি সামন্ত বলেছেন, ছবির কাজ করার সময় পঞ্চম মিউজিক রুমে ঢুকত সকাল ন'টায়, বেরোত রাত ন'টায়। বাবার গলায় শোনা 'বেলা বয়ে যায়' গানটি অনুপ্রেরণা জোগালো, 'রায়না বিত জায়ে' গানটির। গান শুনে মদনমোহন ফোন করে অভিনন্দন জানালেন শচীন দেবকে। বাবা সবিনয়ে জানালেন, এই গানটির সুর তাঁর নয়, তাঁর ছেলের। মদনমোহনের ঠিক বিশ্বাস হল বলে মনে হল না। তোড়ি আর খামাজ; এই দুই সুরের মিশাল গানটিতে। খামাজ পঞ্চমের প্রিয় সুর। বার বার তিনি ফিরে ফিরে আসেন এই সুরে। 'রায়না বিত জায়ে' মুগ্ধ করল অনেককেই। আরতি মুখোপাধ্যায় শুনলেন, মাল্লিকার্জুন মনসুর এই সুরটি গুনগুন করছেন। বিস্মিত আরতিকে এই পণ্ডিত জানালেন, কী অনায়াসে নোটগুলোকে মিলিয়েছে বলো তো? আম জনতার কাছে চিঙ্গারি হয়ে উঠল জীবনের সেই মুহূর্তগুলোর গান, যেগুলোকে আমরা বয়ে বেড়াই। এই গান আমাদের একলা ছাদে বা জানলায় দাঁড় করিয়ে সেই বোধগুলোকে একটা ভাষা দেয়, এক ধরনের তর্পনের শক্তি দেয়, যা নইলে এ জীবনভার অসহ হয়ে উঠত।

আশা আর পঞ্চম। গান বেঁধে দিয়েছিল বন্ধনহীন গ্রন্থি। একটি সাক্ষাৎকারে আশা বলেন, ৭ মার্চ ১৯৭৯ সালে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল, সেখানে সাক্ষী ছিলেন লতা, কিশোর, ভারতী মঙ্গেশকর (হৃদয়নাথের স্ত্রী) ও বন্ধু বাবুভাই দেশাই। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য কিশোর নাকি সপন চক্রবর্তীর ক্যামেরা থেকে ফিল্মটা খুলে নেন। শচীন ভৌমিক আবার অন্য কথা বলেন। তিনি বলেন, বিয়ে কোনও দিন হয়নি। আশা পঞ্চমকে দার্জিলিঙের এক মন্দিরে নিয়ে গিয়ে মালা বদল করেন। কোনও রেজিস্ট্রি না, ছবি নেই। পঞ্চমের খুব খারাপ সময়ে আর ডি পাগল বিধু বিনোদ চোপড়া, পঞ্চমকে দেবেন 'পারিন্দা' ছবির সুরের ভার। আমরা আবার পাব অসাধারণ কিছু সুর। বিধু লিখছেন, এক দিন 'পেয়ারকে মোড়পে' গানটার রেকর্ডিংয়ের পর রেনু সালুজা, বিনোদ প্রধান আর আমি রাস্তায় বেরিয়ে এসে গানটা গুনগুন করে গাইছি। হঠাৎ দেখি পঞ্চমদা ওঁর সেই ফিয়েট গাড়িটা করে বেরোচ্ছেন। আমাদের দেখে উনি নামলেন, গান ধরলেন। একটু লোক জন জড়ো হল। তখন পঞ্চমদা বললেন, না রে চল, লোকগুলো ভাববে আমার এমন অবস্থা একেবারে রাস্তায় গাইছি। জানুয়ারি ৩, ১৯৯৪। নতুন একটা ছবির ক্লাইম্যাক্স নিয়ে উত্তেজনায় সন্ধেটা ভরপুর। প্রোডিউসার ডিরেক্টরের সঙ্গে আড়াই ঘণ্টা ধরে সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা।

মিললো সরকারি স্বীকৃতি, লালগোলাতেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন ‘বন্দেমাতরম’

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৭ জুনঃ দেশজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে ‘বন্দেমাতরম’ গানের সার্ধ শতবর্ষ। জাতীয় গানের সার্ধ শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে দেশ জুড়ে বছরভর একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। দিল্লির দ্বারকায় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক দ্বারা আয়োজিত ‘লং লিভ ডেমোক্রেসি’ নামক একটি অনুষ্ঠানে ‘বন্দেমাতরম’ গানের উৎসভূমি হিসাবে মুর্শিদাবাদ লালগোলাকেই একপ্রকার স্বীকৃতি দেওয়া হলো। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফ থেকে জারি করা পোস্টারে জানানো হয়েছে ‘বন্দেমাতরম’ শব্দগুচ্ছ বঙ্কিমচন্দ্র লালগোলাতে বসেই লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮৮২ সালে যা তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে ভারতকে স্বাধীন করার জন্য অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কাছে ‘বন্দেমাতরম’ শব্দ ছিল এক অনুপ্রেরণা। এর অর্থ ‘মা তোমাকে বন্দনা করি’। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত এই গান বহু যুগ ধরে অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীকে দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। বন্দেমাতরম- এর দেড়শ’ বছর পূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বছর পর দেশজুড়ে একাধিক কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছেন। ‘বন্দেমাতরম’ গানটি সঠিক কোন সময়, কোথায় বসে লেখা হয়েছিল এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকার সময় বঙ্কিমচন্দ্র লালগোলার রাজবাড়ির পটভূমিকায় এই গান রাজার অতিথি নিবাসে বসে লিখেছিলেন বলেই বেশিরভাগ লোক মনে করেন। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফ থেকে জারি করা পোস্টারে ‘বন্দেমাতরম’ গানের উৎসভূমি পশ্চিমবঙ্গ মুর্শিদাবাদ শীর্ষক একটি পোস্টারে লেখা হয়েছে- ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বহরমপুরের ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের একটি বড় অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছিল। ওই সময় ব্রিটিশ ক্যান্টনমেন্ট- এর মধ্যে একটি ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন কর্নেল ডাফিন তাঁকে হেনস্থা করেছিলেন। ব্রিটিশ কর্নেলের এই অপমান নীরবে সহ্য করার পরিবর্তে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিরুদ্ধে আইনি লড়াই লড়তে নামেন, যা সেই সময় বহু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেখানে আরও লেখা হয়েছে, ব্রিটিশদের সঙ্গে চলা উত্তেজনায় এবং হুমকির মুখে বঙ্কিমচন্দ্রকে লালগোলার তৎকালীন রাজা রাও যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় লালগোলায় থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এটা মনে করা হয় লালগোলার আধ্যাত্মিক ভক্তিপূর্ণ মন্দির পরিবেষ্টিত পরিবেশে থাকার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ‘বন্দেমাতরম’ শব্দগুচ্ছ রচনা করেন। যা পরবর্তীকালে ১৮৮২ সালে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই ‘বন্দেমাতরম’ শব্দই পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দেশাত্মবোধের প্রতীক হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায়, ১৮৭৩ সালে বহরমপুর শহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কর্নেল ডাফিনের যে গন্ডগোল হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে কোর্টের রায়ে ১৮৭৪ সালের ১৫ জানুয়ারি কর্নেলকে প্রকাশ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের হয়ে এই মামলায় প্রধান সাক্ষী ছিলেন লালগোলার মহারাজ রাও যোগেন্দ্র নারায়ন রায়। ‘বন্দেমাতরম ও আনন্দমঠ-এর উৎসভূমি লালগোলা’ গ্রন্থের লেখক সুমন কুমার মিত্র জানান, এই ঘটনার কিছুদিন আগে থেকে ম্যালেরিয়ার কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছিল। তাই তিনি সরকারের কাছে ছুটির দরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু সেই আবেদন মঞ্জুর না হওয়া সত্ত্বেও লালগোলার মহারাজের আমন্ত্রণের সাড়া দিয়ে জানুয়ারি মাসে তিনি লালগোলায় চলে আসেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই লালগোলার রাজবাড়ী এবং কলকলি নদীর প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত ‘বন্দেমাতরাম’ গানের ‘বন্দে মাতরম্ সুজলাং সুফলাং থেকে রিপুদলবারিণীং মাতরম্’ পর্যন্ত অংশটি লিখেছিলেন।’ বহু ঐতিহাসিক বলেন, লালগোলা রাজবাড়িতে থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র কালীবাড়িতে ঢুকে ডান দিকের দোতলার একটি ছোট ঘরে বসে লেখালিখি করতেন। বর্তমানে ওই ঘরের ভেতরের অংশ ভেঙে পড়েছে। সিঁড়িও ভেঙে পড়েছে। লেখক সুমন কুমার মিত্র ঐতিহাসিক সূত্র হিসাবে গ্রহণ করে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের রচনাস্থল হিসাবে মুর্শিদাবাদের লালগোলাকে উপস্থাপনের জন্য ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত লালগোলায় শৃঙ্খলিত কালীমন্দিরে বসে লেখেন এবং আনন্দমঠ উপন্যাসের পটভূমি এই লালগোলার বিভিন্ন ক্ষেত্র তা আমার গবেষণায় ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র সহ প্রমাণিত। ভারত সরকারের মান্যতা আমাদের দাবী ও গবেষণাকে আরও শক্ত ভীতে স্থাপন করল। দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় ধরে যাঁরা যাঁরা আমার এই গবেষণায় নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করলেন সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের সম্পাদক অরিন্দম রায় বলেন, বিস্তর গবেষণা, অনুসন্ধান এবং সমীক্ষা করে পূর্ণাঙ্গ গবেষণামূলক গ্রন্থ ‘বন্দেমাতরম ও আনন্দমঠ-এর উৎসভূমি লালগোলা’ প্রকাশ করে ‘মুর্শিদাবাদ জেলায় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র’। তারপর থেকেই বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের রচনা স্থান হিসেবে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার বিষয়টি, বাংলা এমনকি সর্বভারতীয় স্তরে গুরুত্ব পেতে শুরু করে বিভিন্ন মহলে। বন্দেমাতরম সঙ্গীতের সঙ্গে লালগোলা জনপদের যোগসূত্র নিয়ে জাতীয় স্তরেও শুরু হয়ে যায় চর্চা। অবশেষে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় তাদের ওয়েবসাইটে এবং দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে বন্দেমাতরম সঙ্গীতের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলা তথা লালগোলার যুগসূত্রের বিষয়টিকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার আমরা সকলেই খুব উৎসাহিত বোধ করছি।

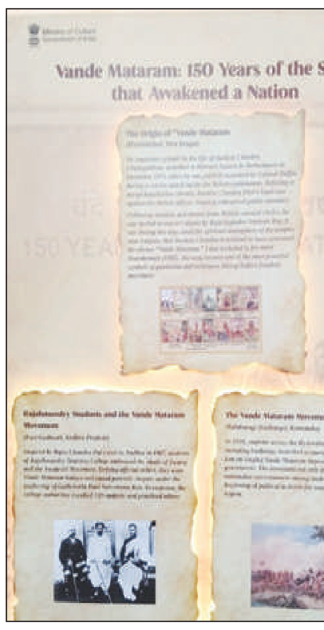

সময়ের পরিবর্তন ও আধুনিকতার চাপে হারিয়ে যেতে বসেছে টেপা পুতুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৭ জুনঃ রাঢ় বাংলার মাটির গন্ধে ভরা ঐতিহ্যের মধ্যে অন্যতম হল টেরাকোটা শিল্প, আর সেই ধারারই এক অনন্য সৃষ্টি টেপা পুতুল।

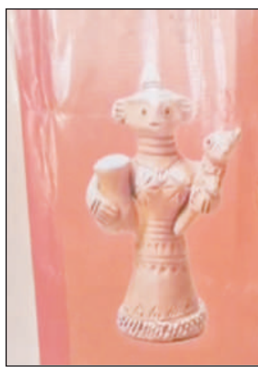

একসময় বাঁকুড়ার গ্রামেগঞ্জে মেলা মানেই ছিল এই পোড়ামাটির পুতুলের রঙিন সম্ভার। হাতি- ঘোড়ার পাশাপাশি টেপা পুতুল ও তার সংসারের নানা উপকরণ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন বহু শিল্পী পরিবার। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন ও আধুনিকতার চাপে আজ এই প্রাচীন শিল্প ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে। টেপা পুতুল মূলত হাত দিয়ে মাটি চেপে তৈরি করা ছোট ছোট পুতুল, যেখানে ফুটে ওঠে গ্রামীণ জীবনের সহজ সরল ছবি। কখনও দেখা যায় মা-বাবা, কখনও রান্নাঘরের দৃশ্য, আবার কখনও গৃহস্থালির নানা উপকরণ। সম্পূর্ণ হাতে গড়া এই পুতুলে নেই কোনও ছাঁচের ব্যবহার, ফলে প্রতিটি সৃষ্টি আলাদা ও স্বতন্ত্র। এই শিল্প শুধু বিনোদনের উপকরণ নয়, বরং গ্রামীণ সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন। এই হারিয়ে যেতে বসা শিল্পকে নতুন করে বাঁচিয়ে তুলতে গোটা বাঁকুড়া জেলা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। করা হয় কর্মশালা। তবে এই টেপা পুতুল নিজের পুরনো গরিমা খুঁজে পায় না। যখন ছিল না কোনও টেকনোলজি, ছিলনা প্লাস্টিকের রমরমা, তখন এই টেপা পুতুল ব্যবহার করেই খেলা করত শিশুরা। বাংলার এই ঐতিহ্য ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে বাঁকুড়ার বুক থেকে। শিল্পী জানান, এই শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হবে! যে কোন মাটি দিয়ে নির্মাণ করা হয়। কি করে খুব অনায়াসে বানিয়ে ফেলা যায়, সেসব শেখাতে হবে। স্থানীয়দের মতে, একমাত্র নতুন প্রজন্মের উদ্যোগেই পারে হারিয়ে যাওয়া লোকশিল্পকে নতুন জীবন দিতে। টেপা পুতুল পুনরুদ্ধার করার কর্মশালার মাধ্যমে শুধু শিল্প রক্ষা নয়, ভবিষ্যতে নতুন কর্মসংস্থানের পথও খুলে যেতে পারে। এই পুতুল সাধারণ দোকান বা অনলাইনে খেলনা বা ঘর সাজানোর সামগ্রী হিসেবে বিক্রি করা যেতে পারে। যা স্বনির্ভর হতে সাহায্য করবে। বাঁকুড়ার মাটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা টেপা পুতুল তাই আবারও নতুন করে ফিরে আসার আশায় বুক বাঁধছে।

সেবকে ধস, এনএইচ-১০-এ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জুনঃ জাতীয় সড়ক তথা এনএইচ-১০-এর সেবক সংলগ্ন শিবমন্দির এলাকায় বড়সড় ধসের জেরে পরিস্থিতি এখনও বিপজ্জনক। পাহাড় থেকে লাগাতার পাথর ও ধ্বংসাবশেষ গড়িয়ে পড়ায় আপাতত ওই পথে স্বাভাবিক যান চলাচল শুরু করা সম্ভব নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে দার্জিলিং জেলা পুলিশ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দার্জিলিং জেলার পুলিশ সুপারের জারি করা এক ট্রাফিক বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, রাস্তা পরিষ্কার করে সাময়িকভাবে যান চলাচল চালু করা হলেও ফের ছোট-বড় পাথর ও ধ্বংসাবশেষ নেমে আসছে। পাহাড়ের ঢাল এখনও অস্থিতিশীল থাকায় যাত্রী ও যানবাহনের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে জাতীয় সড়ক তথা এনএইচ-১০-এর স্বাভাবিক যান চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সিকিম থেকে শিলিগুড়িগামী যানবাহনকে মুনসং- গরুবাথান হয়ে বিকল্প পথে চলাচলের পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। অন্যদিকে, কালিম্পং থেকে আসা গাড়িগুলিকে পরিস্থিতি অনুযায়ী করোনেশন ব্রিজ-মংপং-গজলডোবা রুট ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপারের কাছেও পাঠানো হয়েছে। এনএইচ-১০-এ পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ট্রাফিক ডাইভারশন (ঘুরপথ) দ্রুত কার্যকর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বসিরহাটের আন্দুলপোতায় আজ অবহেলার ছাপ স্পষ্ট, আসছেন না পর্যটকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বসিরহাট, ২৭ জুনঃ অবহেলার ছাপ আন্দুলপোতায়, হারিয়ে যাচ্ছে বসিরহাটের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রের ঔজ্জ্বল্য। একসময় বসিরহাটের অন্যতম জনপ্রিয় ভ্রমণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল আন্দুলপোতা। শহরের কোলাহল থেকে কিছুটা দূরে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় কাটানোর জন্য বহু মানুষ ভিড় জমাতেন এখানে। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পর্যটকদের কাছেও জায়গাটি ছিল বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র। একসময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মনোরম পরিবেশের জন্য

পরিচিত বসিরহাটের আন্দুলপোতা আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। অভিযোগ, পর্যটন কেন্দ্রটির অবকাঠামোগত অবনতির পাশাপাশি নতুন করে যোগ হয়েছে হাইব্রিড মাছের খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত পচা উপকরণ থেকে ছড়ানো তীব্র দুর্গন্ধ। এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের মধ্যে বাড়ছে অসন্তোষ। বর্তমানে পর্যটন কেন্দ্রটির বিভিন্ন অংশে দেখা যাচ্ছে অব্যবস্থাপনার ছাপ। কোথাও ভাঙাচোরা রাস্তা, কোথাও আবার জমে থাকা আবর্জনা ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে আন্দুলপোতার স্বাভাবিক সৌন্দর্য। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই পর্যটন কেন্দ্রটির উন্নয়নমূলক কাজ কার্যত থমকে রয়েছে। পর্যাপ্ত আলো, বসার ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্ন শৌচাগার কিংবা নিরাপত্তা ব্যবস্থার মতো মৌলিক পরিষেবারও ঘাটতি রয়েছে বলে দাবি তাঁদের। ফলে অনেক পর্যটকই এখানে আসতে আগ্রহ হারাচ্ছেন। এলাকার ব্যবসায়ীদের মতে, আগে ছুটির দিনগুলিতে যে ভিড় দেখা যেত, এখন তা অনেকটাই কম। এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বলে মনে করছেন তাঁরা। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আন্দুলপোতার পর্যটন সম্ভাবনা এখনও যথেষ্ট উজ্জ্বল। প্রয়োজন শুধু পরিকল্পিত উন্নয়ন, নিয়মিত পরিচর্যা এবং প্রশাসনিক নজরদারি। স্থানীয়দের আশা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ নিলে আবারও আগের জৌলুস ফিরে পেতে পারে বসিরহাটের এই পরিচিত পর্যটন কেন্দ্র।

পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় ২ ডেলিভারি কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু, আটক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৭ জুনঃ পথ দুর্ঘটনায় দুই ডেলিভারি কর্মীর মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে ঘাতক পিকআপ ভ্যানের চালককে। ঘটনায় প্রকাশ, আসানসোল দক্ষিণ থানার কুমারপুরে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ওই দুই অনলাইন ডেলিভারি কর্মী। পুলিশ জানায়, শনিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে আরও খবর, আসানসোল থেকে কুলটির দিকে যাওয়ার সময় একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরবাইকে থাকা দুই ডেলিভারি কর্মীকে সজোরে ধাক্কা মারে। এদিন ঘটনাস্থলেই এক যুবকের মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় অপর জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অভিযোগ, পিকআপ ভ্যানের চালক মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ঘটনার পর তাঁকে আটক করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনার জেরে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা ঘাতক গাড়িটিতে ভাঙচুর চালান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয়রা কিছু সময়ের জন্য জিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। এই অবরোধের জেরে ওই এলাকায় যান চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান আসানসোল উত্তরের বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত দুই যুবকের পরিচয় জানার পাশাপাশি দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্থাপত্যশৈলীযুক্ত আলোকসজ্জার মাধ্যমে লামডিং রেল স্টেশনের সম্মুখভাগ আলোকিত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ২৭ জুনঃ যাত্রী-সুবিধা বৃদ্ধি এবং রেলওয়ের পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে লামডিং রেলওয়ে স্টেশনে স্থাপত্যশৈলী-ভিত্তিক আলোকসজ্জা চালু করেছে। এর ফলে স্টেশনটি একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় দৃশ্যে পরিণত হয়েছে এবং রাতের দৃশ্যমানতা ও পরিবেশও আরও মনোরম হয়ে উঠেছে। এই প্রকল্পে প্রোগ্রামযোগ্য আলোকসজ্জা প্রভাবসহ শক্তি- সাশ্রয়ী আরজিবি এলইডি ফ্যাসাড লাইটিং ফিক্সচার স্থাপন রয়েছে, যা স্টেশনের সম্মুখভাগ, গম্বুজ, স্তম্ভ এবং অন্যান্য স্থাপত্যিক উচ্চতাকে সুষমভাবে আলোকিত করে। সব ধরনের আবহাওয়ায় নির্ভরযোগ্য কাজকর্ম নিশ্চিত করার জন্য আবহাওয়ারোধী আউটডোর ফিটিং ও ক্যাবলিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। নতুন করে স্থাপিত আলোকসজ্জা ব্যবস্থাটি কেবল স্টেশনের নান্দনিক সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না, বরং দীর্ঘস্থায়ী এলইডি প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে স্থিতিশীল ও পরিবেশবান্ধব পরিকাঠামোকেও উৎসাহিত করে, যা দক্ষ আলোকব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। সুন্দর ও আলোকোজ্জ্বল রূপের পাশাপাশি লামডিং জংশন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এক বিশিষ্ট ল্যান্ডমার্ক হয়ে উঠেছে। এটি বিশ্বমানের পরিকাঠামো প্রদান এবং যাত্রীদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকেই প্রতিফলিত করে। স্থাপত্যশৈলী-ভিত্তিক সম্মুখভাগের আলোকসজ্জা প্রকল্প, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই একটি অংশ, যার লক্ষ্য হলো সুবিধা ও নান্দনিকতার মধ্যে

নিখুঁত ভারসাম্য প্রদান করা, যাতে এমন রেল স্টেশন নির্মাণ করা যায় যা আধুনিক, দীর্ঘস্থায়ী এবং দেখতে আকর্ষণীয় হয়। আলোকিত স্টেশনটি লামডিং জংশনকে এক স্বতন্ত্র পরিচিতি প্রদান করেছে, যা পরিবেশ-বান্ধব ও যাত্রী-কেন্দ্রিক পরিকাঠামোকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি যাত্রীদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকেও সমৃদ্ধ করেছে। এই ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমগ্র অঞ্চলে বিশ্বমানের রেল পরিষেবা গড়ে তুলতে এবং যাত্রী সুযোগ-সুবিধা উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নিরবচ্ছিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ ও উৎপাদন কার্যক্রম নিশ্চিত করতে সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদার করল পূর্ব রেল

কলকাতা, ২৭ জুনঃ যাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি, উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও সুগম করার লক্ষ্যে আজ পূর্ব রেলের সদর দপ্তরে একটি উচ্চ-পর্যায়ের স্টোরস কো- অর্ডিনেশন মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল । পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় যাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পরমানন্দ শর্মা, প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার সন্দীপ শুক্লা এবং স্টোরস, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর তাঁর মূল ভাষণে জোর দিয়ে বলেন যে, প্রতিটি পরিচালনাগত সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত যাত্রীদের নিরাপদ ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে হতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, গুরুত্বপূর্ণ উপকরণের নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য আগাম পরিকল্পনা, আন্তঃ বিভাগীয় সমন্বয় এবং সরবরাহ ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা দ্রুত দূর করা অপরিহার্য। তিনি আরও বলেন, এই সক্রিয় পদক্ষেপ ট্রেনের যান্ত্রিক নির্ভরযোগ্যতা সরাসরি বৃদ্ধি করে, বিলম্ব কমায় এবং পূর্ব রেলের নেটওয়ার্ক জুড়ে ট্রেন পরিচালনার নিরাপত্তা ও সামগ্রিক দক্ষতা জোরদার করে। আলোচনা মূলত ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন এবং ইএমইউ (EMU) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রাংশের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যা প্রতিদিনের যাত্রীদের জন্য পরিষ্কার, নিরাপদ এবং সুষ্টভাবে চলমান কোচ বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব দল মূল কর্মক্ষম ক্ষেত্রগুলো বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে-ভবিষ্যতের উপকরণের চাহিদা নির্ভুলভাবে অনুমান করা, সংগ্রহ, স্টকের পরিমাণ অপ্টিমাইজ করা এবং যাত্রী-সুবিধার জিনিসের ঘাটতি এড়ানো, রক্ষণাবেক্ষণের বিলম্ব কমাতে উপকরণের সময়মতো সরবরাহ এবং ঘনিষ্ঠ আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়। সমস্ত বিভাগ নিখুঁত সমন্বয়ের সাথে কাজ করার অঙ্গীকার নিয়ে বৈঠকটি শেষ হয়, যাতে উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এবং আপসহীন, নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করা যায়। এই বৈঠক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান যে, জেনারেল ম্যানেজারের নেতৃত্বে এই বৈঠকটি রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগগুলোকে যাত্রী নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য সময়মতো প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ নিশ্চিত করবে। তিনি যোগ করেন যে, আজ সরবরাহ ব্যবস্থাকে সুগম করা মানেই আগামী দিনে যাত্রীদের জন্য আরও নির্ভরযোগ্য, সময়ানুবর্তী এবং আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করা।

শহরের প্রধান সড়কগুলিকে দখলমুক্ত করতে এবার তৎপর পুরাতন মালদা পৌরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৭ জুনঃ শহরের প্রধান সড়কগুলিকে দখলমুক্ত করতে এবার তৎপর পুরাতন মালদা পৌরসভা। সুপ্রিম কোর্টের রোড সেফটি সংক্রান্ত নির্দেশ এবং রাজ্য পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতরের চিঠির ভিত্তিতে রাস্তার ধারে থাকা বেআইনি নির্মাণ ও জবরদখল চিহ্নিত করে উচ্ছেদের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সম্ভাব্য এই অভিযানের খবরে উদ্বেগ ছড়িয়েছে বহু দোকানদার ও দখলদারদের মধ্যে। পৌরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ জানান, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী প্রথমে সংশ্লিষ্টদের ১৫ দিনের নোটিশ দেওয়া হবে। এই সময়ের মধ্যে অবৈধ নির্মাণ না সরানো হলে পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে। অভিযানের সম্পূর্ণ রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে। প্রাথমিকভাবে মহানন্দা সেতু থেকে মঙ্গলবাড়ি রেলগেট, বুলবুলচণ্ডী মোড় থেকে সদরঘাট মোড় এবং মঙ্গলবাড়ি নেতাজি মোড় হয়ে মির্জাপুর, মৌলপুর হাসপাতাল থেকে রাঙামাটিয়া বেহুলা ব্রিজ পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কের ধারে বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করা হবে। বোর্ড অব কাউন্সিলর্সের বৈঠকে অনুমোদনের পরই অভিযান শুরু হবে।বিজেপির পুরাতন মালদা পৌরসভার বিরোধী দলনেত্রী বাসন্তী রায় বলেন, আদালতের নির্দেশ মেনেই এই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তাঁর অভিযোগ, প্রধান সড়কের দুই পাশে গড়ে ওঠা অসংখ্য অবৈধ দোকান ও স্থায়ী নির্মাণের কারণে যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে। তাই জনস্বার্থে এই উচ্ছেদ অভিযান প্রয়োজন। এদিকে, সম্ভাব্য বুলডোজার অভিযানের আশঙ্কায় শহরের বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন গুনছেন।

বহরমপুরে যুব তৃণমূল সভাপতির বাগানবাড়িতে চলল বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ২৭ জুনঃ বহরমপুর শহর তৃণমূলের যুব সভাপতি পাপাই ঘোষের একটি বিলাসবহুল বাগানবাড়ি বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন। শনিবার সকালে বহরমপুর পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সৈয়দাবাদের সুড়সুড়ি মাঠ লাগোয়া এলাকায় এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই বাগানবাড়িটি ঘিরেই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে নানা চর্চা চলত। যুব তৃণমূল সভাপতি পাপাই ঘোষ এই বাগানবা।তিতে বসেই এলাকার মানুষের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করতেন বলে অনুগামীদের দাবি। তবে এর উল্টো পিঠে গুরুতর কিছু অভিযোগও রয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, এলাকায় কাউকে হুমকি দেওয়া বা রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর প্রয়োজন হলেও এই বাগানবাড়িতেই ডেকে পাঠানো হতো। শনিবার সকালে আচমকাই বিশাল পুলিশবাহিনী ও প্রশাসনের কর্তারা বুলডোজার নিয়ে ওই এলাকায় হাজির হন। এরপর চোখের পলকে ভেঙে ফেলা হয় সম্পূর্ণ কাঠামোটি। এই উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই সৈয়দাবাদ এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রশাসনের এই পদক্ষেপের পর রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর গুঞ্জন।

বীমা, বিনামূল্যে বীজ ও শিল্প গড়ার আশ্বাস মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৭ জুনঃ রাজ্যের আলুচাষিদের সমস্যা সমাধানে একাধিক পদক্ষেপের ঘোষণা করলেন রাজ্যের শিল্প প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। শনিবার বর্ধমান টাউন হলে আলু বীজ ব্যবসায়ী সমিতির এক সভায় যোগ দিয়ে তিনি দাবি করেন, পূর্বতন সরকারের আমলে আলুচাষিরা দীর্ঘদিন ধরে লোকসানের মুখে পড়লেও তাদের স্বার্থে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, কৃষকরাই দেশের অন্নদাতা এবং তাঁদের প্রাপ্য সম্মান ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বর্তমান রাজ্য সরকার নতুন বাজেটে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তার বক্তব্য অনুযায়ী, প্রকৃতির অনিশ্চয়তা ও বাজারদরের ওঠানামার কারণে আলুচাষে যে ঝুঁকি থাকে, তা কমাতে কেন্দ্র- সহায়তাপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা রাজ্যে চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে কৃষকদের বীমার প্রিমিয়ামের বড় অংশ সরকার বহন করবে। তিনি আরও জানান, ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের (আইসিএআর) সহযোগিতায় রাজ্যেই উন্নত ও রোগমুক্ত আলুবীজ উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। সেই ব্যবস্থা কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত কৃষকদের বিনামূল্যে আলুবীজ দেওয়া হবে। এ জন্য রাজ্য বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রের মতে, আলু উৎপাদনের পাশাপাশি আলু-ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তুলতে পারলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং রাজ্যের অর্থনীতিও আরও শক্তিশালী হবে। সভায় উপস্থিত আলু বীজ ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সভাপতি দেবেশ ঘোষও পূর্বতন সরকারের সমালোচনা করে বলেন, ২০১১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত আলুচাষিদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। তাঁর দাবি, ২০২৪ সালে ভিনরাজ্যে আলু পাঠানো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চাষিদের ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, চলতি বছরে প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি বস্তা আলু উৎপাদিত হলেও তার সব বিক্রি নাও হতে পারে। এর ফলে চাষি থেকে শুরু করে হিমঘর মালিক- সকলেই আর্থিক সংকটে পড়তে পারেন। পাশাপাশি তিনি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে আলুবীজ সরবরাহের দাবিও জানান।

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ গাজোল পঞ্চায়েত সভাপতির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৭ জুনঃ রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হতেই এবার চাকরি দেওয়ার নাম করে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ তৃণমূল পরিচালিত গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ২০১৭ সালে মালদা জেলার হবিবপুরের বাসিন্দা সুপ্রিম সিনহার কাছ থেকে তাঁর স্ত্রীকে হাইস্কুলে শিক্ষিকার চাকরি দেওয়ার নামে ১০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা নিয়েছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন। এমনকি সেই টাকা নেওয়ার ঘটনা জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এরপর চাকরি দিতে না পারায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে সেই টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি জানালে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে এমনটাই অভিযোগ জানিয়েছেন ওই ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় আসল মার্কশিট ও শংসাপত্র সবটাই ওই তৃণমূল নেতা নিজের হেফাজতে রেখে দিয়েছেন বলেও অভিযোগ। পুরো ঘটনা নিয়ে গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন হবিবপুর এলাকার ওই ব্যক্তি। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এমনটাই দাবি তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেনের। তবে, অভিযোগ প্রমাণ হলে উপযুক্ত ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছেন গাজোল বিধানসভার বিধায়ক চিন্ময় দেববর্মনের।

সাফাইকর্মীদের তুমুল বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৭ জুনঃ রাজ্য বাজেটে চুক্তিভিত্তিক সাফাইকর্মীদের স্থায়ীকরণ নিয়ে কোনও ঘোষণা না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মীরা। শনিবার সকালে হাসপাতালের মূল গেটের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন সাফাইকর্মীদের একাংশ। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে তাঁরা অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে হাসপাতালের সাফাইয়ের কাজ করে আসছেন। আশা ছিল, এবারের রাজ্য বাজেটে তাঁদের স্থায়ীকরণের বিষয়ে সরকার কোনও সদর্থক পদক্ষেপ বা ঘোষণা করবে। কিন্তু বাজেটে তাঁদের এই দাবি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থাকায় তাঁরা চরম হতাশ এবং ক্ষুব্ধ। শনিবার সকাল থেকেই মালদা মেডিক্যালের সামনে প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগান দিতে থাকেন বিক্ষোভকারী কর্মীরা। এই বিক্ষোভের জেরে হাসপাতাল চত্বরে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা ছড়ায়। সাফাইকর্মীদের একাংশের দাবি, অবিলম্বে তাঁদের স্থায়ীকরণের দাবি মানা না হলে আগামী দিনে তাঁরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হাসপাতাল চত্বরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 02/EE/ED-VIII/E-M/KMDA/ eT-02 of 2026-27
e-Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division- VIII, EM Sector, KMDA, 2nd floor, Block-L, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata- 700091, from the eligible tenderer, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Repairing works and spare supply & fixing for VT pump motor set No-1 of the sewage water pumping station at East Kolkata (Anandapur)., Rs.4,32,814/-, Rs.8,656/-, 10 days from the date of work order, **Last date & time of Online Tender submission:** 06.07.2026, 12.30 Hrs., for details contact the above office or visit both websites. **www.kmda.wb.gov.in (KMDA-182)**
ICA- T11232(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
Corrigendum Notice of
e-NIT No.: KMDA/HOUSING/SE/ CIR-II (KIT Wing)/NIT-02/2026-2027
With reference to above NIT the following change has been made. Please read last date & time of Online Bid submission is 07.07.2026, Time: 12:00 hrs. in place of 23.06.2026 Time: 14:00 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-192)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T11236(1)/2026

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT
Vill-CHANDITALA PO-CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal
E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work. **SL. NO 1:-NIT no- 197/CGP dt 25.06.2026 Tenderid- 2026_ZPHD_1029873_1** Publish Date-27.06.2026 10.00 AM Name of The Work: Construction of new tubewell near Mantu Polen House at Sansad XVI ; Estimated Amount- Rs. 46949.00 **SL. NO 2:-NIT no- 198/CGP dt 25.06.2026 Tenderid- 2026_ZPHD_1029874_1** Publish Date-27.06.2026 10.00 AM Name of The Work: Construction of Concrete Road from Kashinath Ghosh house to Umapada Ghosh house at Sansad III ; Estimated Amount- Rs. 199221.00 Completion Time- **30 days** Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- **04.07.2026, 11.00 AM**, DATE of opening technical & Financial BID **07.07.2026 11.30 AM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

BIRGRAM GRAM PANCHAYAT
VILL. + P.O.- BIRGRAM, P.S.- BAGHMUNDI, DIST.- PURULIA, (W.B)
NOTICE
Urgently required a Collecting Sarkar (Tax Collector) having fluency in Bengali with good inter-personal skills and good behavior under the jurisdiction of Birgram Gram Panchayat. Applications are invited only from citizen of Birgram Gram Panchayat area within 12/07/2026 and apply to The Pradhan, Birgram Gram Panchayat, At + P.O.-Birgram, P.S.- Baghmundi, Dist.- Purulia, Pin-723152. Date of Counselling: 13/07/2026, from 11:30 am. onwards, Counselling please be present intime). General Criteria for engagment of a Collecting Sarkar (Tax Collection) and more details intending May Contact GP Office of the Birgram Gram Panchayat.
Sd/-
Pradhan
Birgram Gram Panchayat

দেশ-বিদেশ

‘২৭ লক্ষ ভোটারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত’, এসআইআর ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে অধীরের মামলা, সরব কংগ্রেস নেতা

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া ঘিরে নতুন করে আইনি লড়াই শুরু করলেন কংগ্রেস নেতা তথা বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ যাওয়া এবং সেই সংক্রান্ত আপিল নিষ্পত্তির ধীর গতির অভিযোগ তুলে তিনি সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন। অধীরের অভিযোগ, বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় খামখেয়ালিপূর্ণভাবে বাংলার প্রায় ২৭ লক্ষ ভোটারের নাম নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে বহু মানুষের নাম সামান্য ভুল বা প্রশাসনিক ত্রুটির কারণে তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তাঁর দাবি, শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলাতেই প্রায় ৫ লক্ষ ভোটারের নাম সাধারণ ভুলের কারণে বাদ গিয়েছে, যা গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলছে।

সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা আবেদনে অধীররঞ্জন ট্রাইব্যুনালের বর্তমান পরিকাঠামো নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বর্তমানে মুর্শিদাবাদে মাত্র দুটি আপিল ট্রাইব্যুনাল কাজ করছে। প্রতিদিন গড়ে ৩০ থেকে ৫০টি আবেদন নিষ্পত্তি হচ্ছে। এই গতিতে ২৭ লক্ষ আবেদন শেষ করতে চার থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। ফলে ভোটারদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাওয়ার প্রক্রিয়া অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। মামলায় তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, ট্রাইব্যুনালের কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টি. এস. শিবজ্ঞানম ইতিমধ্যেই ট্রাইব্যুনাল থেকে পদত্যাগ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যমান ব্যবস্থার উপর চাপ আরও বেড়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। অধীররঞ্জনের মতে, বিষয়টি শুধু ভোটাধিকারেই সীমাবদ্ধ নয়। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার ফলে বহু সাধারণ মানুষ সরকারি প্রকল্প, সামাজিক সুরক্ষা এবং বিভিন্ন সরকারি সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যার মুখে পড়ছেন। তাই দ্রুত ও কার্যকর সমাধান অত্যন্ত জরুরি। এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের কাছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা। তাঁর প্রথম দাবি, মুর্শিদাবাদ ও মালদহের মতো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে ব্লকভিত্তিক আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হোক, যাতে দ্রুত শুনানি ও নিষ্পত্তি সম্ভব হয়। পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক আবেদন নিষ্পত্তির জন্য আরও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়োগের আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া ট্রাইব্যুনালের রায় ও মামলার অগ্রগতি জানার জন্য একটি স্বচ্ছ অনলাইন পোর্টাল তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন অধীর। তাঁর মতে, আবেদনকারীরা যাতে সহজেই নিজেদের মামলার বর্তমান অবস্থা ও রায়ের কপি দেখতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে তিনি আদালতের কাছে আবেদন করেছেন, যাঁদের মামলা ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন রয়েছে, তাঁরা যেন এই সময়ে কোনও সরকারি বা নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন। উল্লেখযোগ্যভাবে, বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা মিলিয়ে রাজ্যে প্রায় ৯০ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও এই সংখ্যার মধ্যে মৃত, স্থানান্তরিত ও ডুপ্লিকেট ভোটারদের নামও রয়েছে। তবে সেই তালিকার মধ্যেই প্রায় ২৭ লক্ষ আবেদন বর্তমানে ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন। এই বিপুল সংখ্যক আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি না হওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকেই দীর্ঘদিন ধরে অসন্তোষ প্রকাশ করা হচ্ছিল। এই আবহেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে অধীররঞ্জন চৌধুরী বিষয়টিকে জাতীয় স্তরে নিয়ে গেলেন। এখন আদালত এই মামলায় কী নির্দেশ দেয় এবং ট্রাইব্যুনালের কাজের গতি বাড়াতে কোনও নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কি না, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহল ও লক্ষ লক্ষ আবেদনকারীর।

পরমাণু কেন্দ্রে রাষ্ট্রসংঘের প্রবেশে ‘না’ ইরানের! তেহরানের পাল্টা বার্তা

তেহরান, ২৭ জুন ঃ ইরানের পরমাণু কর্মসূচি ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স দাবি করেছিলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত পরমাণু কেন্দ্রগুলিতে রাষ্ট্রসংঘের পরিদর্শকদের প্রবেশের বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মতি দিয়েছে তেহরান। কিন্তু মাত্র একদিনের মধ্যেই সেই দাবি সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছে ইরান। স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রসংঘের অধীনস্থ আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা -কে ক্ষতিগ্রস্ত পরমাণু স্থাপনাগুলিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। এই অবস্থানকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে নতুন করে কূটনৈতিক টানাপো।নে শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মহলেও প্রশ্ন উঠছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত পরমাণু কেন্দ্রগুলিতে এমন কী রয়েছে, যা আন্তর্জাতিক পরিদর্শকদের চোখের আড়ালে রাখতে চাইছে ইরান? দীর্ঘদিন ধরেই আমেরিকা ও ইজরায়েলের অভিযোগ, ইরান শান্তিপূর্ণ জ্বালানি প্রকল্পের আ।ালে গোপনে পরমাণু অস্ত্র তৈরির কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও তেহরান বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে। তবে সাম্প্রতিক সংঘাত পরিস্থিতিতে সেই বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। যুদ্ধ চলাকালীন ইরানের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরমাণু স্থাপনা-ফোরদো, নাতাঞ্জ এবং ইস্পাহান-লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছিল। হামলার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ইরানের পরমাণু অবকাঠামো কার্যত ধ্বংস হয়ে গেছে। যদিও প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বা সেখানে কী ধরনের কার্যক্রম চলছিল, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও আন্তর্জাতিক তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। এরই মধ্যে বিভিন্ন মহলে জল্পনা শুরু হয় যে, উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের একটি বড় অংশ হামলার আগেই অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। ফলে ইরানের পরমাণু সক্ষমতা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত

হয়েছে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। সেই কারণেই আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনের দাবি জোরালো হতে থাকে। সোমবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স সাংবাদিকদের জানান, পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে ইরান রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিদের পরিদর্শনের অনুমতি দিতে সম্মত হয়েছে। তাঁর এই বক্তব্য আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে আশার সঞ্চার করেছিল। মনে করা হচ্ছিল, দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটিয়ে আলোচনার নতুন পথ খুলতে পারে। কিন্তু মঙ্গলবার ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাকাই সেই দাবি সরাসরি অস্বীকার করেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, IAEA-র সঙ্গে এ ধরনের কোনও বৈঠক হয়নি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরমাণু কেন্দ্রগুলিতে কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার পরিকল্পনাও নেই। াকাইয়ের বক্তব্যে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ভ্যান্সের দাবি ও ইরানের সরকারি অবস্থানের মধ্যে ব। ধরনের ফারাক রয়েছে। তাঁর মন্তব্যের পরই কূটনৈতিক মহলে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। ইরানের এই অবস্থানে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও। তিনি সতর্ক করে বলেন, যদি তেহরান আন্তর্জাতিক পরিদর্শকদের প্রবেশাধিকার না দেয়, তাহলে চলমান আলোচনা ও সম্ভাব্য চুক্তি গুরুতর সংকটে পড়তে পারে। ট্রাম্পের বক্তব্য, পরমাণু চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের প্রয়োজনীয় সময়ে সংশ্লিষ্ট স্থাপনাগুলিতে প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে। তা না হলে আলোচনার ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়বে। উল্লেখ্য, এর আগেও নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে ইরান একাধিকবার ত্রক্ষক-র পরিদর্শনের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। পাশাপাশি মার্কিন হামলার ঘটনায় সংস্থাটির অবস্থান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে ইরানের সংসদে একটি বিল পাশ করা হয়। সেই বিলে IAEA-র সঙ্গে সহযোগিতা সীমিত বা স্থগিত করার পথও তৈরি করা হয়েছে। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি, আন্তর্জাতিক নজরদারি এবং সম্ভাব্য কূটনৈতিক সমঝোতা-সবকিছুই নতুন করে অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে। তেহরান শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে, নাকি আরও কঠোর অবস্থান নেবে, এখন সেদিকেই নজর বিশ্বরাজনীতির।

রেলের সবুজ বিপ্লবের কাউন্ট ডাউন! ভারতের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন

২৭ জুন ঃ ভারতীয় রেলের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় শুরু হওয়ার আর বেশি দেরি নেই। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির পথে বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেশের প্রথম হাইড্রোজেনচালিত ট্রেন সফলভাবে হাই-স্পিড ট্রায়াল সম্পন্ন করেছে। হরিয়ানার ঝিন্দ-শোনিপত রুটে পরীক্ষামূলকভাবে চালানো এই ট্রেন ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১২০ কিলোমিটার বেগে ছুটেছে। ট্রায়ালের ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা ঘিরে উৎসাহ তুঙ্গে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সফল ট্রায়ালের পর যাত্রী পরিষেবা চালুর পথে আর ব। কোনও প্রযুক্তিগত বাধা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক অনুমোদনের পরই দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন সাধারণ যাত্রীদের জন্য চালু হতে পারে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই ট্রেন বিশ্বের দীর্ঘতম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী হাইড্রোজেনচালিত ব্রডগেজ ট্রেন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। প্রথম পর্যায়ে এটি হরিয়ানার ঝিঃদ-শোনিপত রুটেই চলবে। নতুন প্রযুক্তির কার্যকারিতা বাস্তব পরিবেশে যাচাই করার জন্য এই রুটকে বেছে নেওয়া হয়েছে। হাইড্রোজেন ট্রেনের মূল আকর্ষণ তার পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি। এই ট্রেনে ব্যবহৃত হয়েছে অত্যাধুনিক হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ব্যবস্থা। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, যা ট্রেন চালানোর শক্তি জোগায়। এই পুরো প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড বা ক্ষতিকর গ্যাস নির্গত হয় না। একমাত্র উপজাত হিসেবে তৈরি হয় জলীয় বাষ্প। ফলে ডিজেলচালিত ট্রেনের তুলনায় এটি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন এবং পরিবেশবান্ধব। শুধু বায়ুদূষণই নয়, শব্দদূষণ কমাতেও হাইড্রোজেন ট্রেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর যে লক্ষ্য ভারত নিয়েছে, এই প্রকল্প সেই দিকেও ব। পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দেশের এই অত্যাধুনিক ট্রেনটি তৈরি হয়েছে চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে। সেখানেই প্রাথমিক প্রযুক্তিগত পরীক্ষা ও ট্রায়াল সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। এরপর বাস্তব রেলপথে উচ্চগতির পরীক্ষাও সফল হওয়ায় প্রকল্পটি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। হাইড্রোজেন ট্রেন চালুর মাধ্যমে ভারত বিশ্বের পঞ্চম দেশ হিসেবে এই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারকারী দেশের তালিকায় নাম লেখাতে চলেছে। ইতিমধ্যেই জার্মানি, চীন, ফ্রান্স ও ইতালির মতো কয়েকটি দেশ এই প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করেছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হবে ভারতও। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আগেই জানিয়েছিলেন, ‘ ফর হেরিটেজ’ প্রকল্পের আওতায় দেশজুড়ে মোট ৩৫টি হাইড্রোজেন ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। প্রথমে হরিয়ানার ঝিন্দ-শোনিপত রুটে পাইলট প্রকল্প হিসেবে পরিষেবা শুরু হবে। পরে পর্যায়ক্রমে দেশের আরও বিভিন্ন হেরিটেজ ও গুরুত্বপূর্ণ রুটে এই ট্রেন চালানো হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু পরিবেশ সংরক্ষণ নয়, পর্যটন শিল্পেও নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে এই উদ্যোগ। পাহাড়ি ও ঐতিহ্যবাহী রেলপথে দূষণমুক্ত ট্রেন চালু হলে পর্যটকদের অভিজ্ঞতা যেমন উন্নত হবে, তেমনই পরিবেশের উপর চাপও কমবে। এখন সব নজর ভারতীয় রেলের পরবর্তী ঘোষণার দিকে। সফল হাই-স্পিড ট্রায়ালের পর সাধারণ যাত্রীরা কবে দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনে চা।র সুযোগ পাবেন, সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে খুব শিগগিরই ভারতীয় রেলের বহরে যুক্ত হবে এই অত্যাধুনিক, দূষণমুক্ত ও ভবিষ্যতমুখী ট্রেন। আর তার সঙ্গে শুরু হবে দেশের রেল পরিবহণে এক নতুন সবুজ যুগ।

যাত্রী নিরাপত্তা এবং নিরবচ্ছিন্ন ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে হাওড়া ডিভিশনের ব্যাপক বর্ষা প্রস্তুতি অভিযান

কলকাতা, ২৭ জুন ঃ ২০২৬ সালের মূল বর্ষা মরসুম শুরুর আগেই পূর্ব রেলওয়ে তার পরিকাঠামো সুরক্ষিত রাখতে এবং নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে ব্যাপক প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওস্করের নির্দেশনায়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন শুরু করেছে এবং চব্বিশ ঘণ্টা টহলদারির ব্যবস্থা করেছে। এই আগাম পদক্ষেপগুলি জল জমার ঝুঁকি দূর করবে, ট্র্যাক বা রেললাইনের ক্ষতি রোধ করবে এবং ভারী বৃষ্টির সময় এই অঞ্চলে যাতায়াতকারী যাত্রীদের পরম নিরাপত্তা ও সুবিধা নিশ্চিত করবে। হাওড়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) শ্রী বিশাল কাপুর নিজে মাঠপর্যায়ের কাজ তদারকি করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল নিরাপত্তা এলাকাগুলিতে নিয়মতান্ত্রিক পরিদর্শন অভিযানের ওপর জোর দিয়েছেন। রেললাইন থেকে জল দূরে রাখার জন্য চিহ্নিত সমস্ত ১৬,৭৬১.৮ মিটার ড্রেন পরিষ্কার করে এই ডিভিশন ড্রেন সাফাইয়ের কাজে ১০০ সাফল্য অর্জন করেছে। এ ছাড়া, ট্র্যাক এবং ওভারহেড ইকুইপমেন্টে র (ওএইচই) জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ৭,৬৪৭টি গাছের মধ্যে ৭,৬২৩টি ছাঁটাই করা হয়েছে এবং বাকি ২৪টি গাছ ২০২৬ সালের ৩০ জুনের মধ্যে ছাঁটাই করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ১৯৫টি স্টেশন জুড়ে ১,৪৯৩টি প্ল্যাটফর্ম শেড ইউনিটে নিরাপত্তা পরিদর্শন চালানো হয়েছে এবং যাত্রীদের বৃষ্টি থেকে সুরক্ষিত রাখতে ৩৯৭টি ত্রুটি সফলভাবে সংশোধন করা হয়েছে (৮২ অগ্রগতি), বাকি কাজ ২০২৬ সালের ৩০ জুনের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। পাশাপাশি, ৫১টি ঝুঁকিপূর্ণ কম উচ্চতার কাঠামো (এলএইচএস), রেল আন্ডার ব্রিজ (আরইউবি) এবং সাবওয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে ১০টি স্থানে ইতিপূর্বেই কাজ শেষ হয়েছে এবং বাকিগুলিতে কাজ চলছে, যেখানে জল জমার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা নিরবিচ্ছিন্নভাবে পেট্রলম্যানরা নিয়োজিত রয়েছেন। ট্রেন চলাচলের নিরাপত্তা বজায় রাখতে, প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও সামনের সারির পেট্রলম্যানদের কাজের কার্যকারিতা ধরে রাখতে তাদের জন্য স্থায়ী শেল্টার হাট (আশ্রয় কুটির) তৈরি করা হচ্ছে। নিরাপত্তা বিধি এবং আইআরপিডব্লিউএম নির্দেশিকা মেনে কম ঝুঁকিপূর্ণ অংশ, সতর্কতামূলক এলাকা (কশন লোকেশন), ধসপ্রবণ বা দুর্বল বাঁধ (ব্যাড ব্যাংক) এবং দুর্বল ফর্মেশনগুলিতে ২৪স৭ নিবি। টহলদারি চালানো হচ্ছে। ২৫ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, টহলদারির বিন্যাস নিম্নরূপঃ বর্ষার অভিজ্ঞতা না থাকা ১১টি নতুন এলএইচএস সেকশন (১০টি চব্বিশ ঘণ্টার টহল, ৯টি জিপিএস-সংবলিত), গত বর্ষা দেখা ২টি এলএইচএস সেকশন (২টি চব্বিশ ঘণ্টার টহল, ২টি জিপিএস-সংবলিত), এবং জল জমার প্রবণতা থাকা ৪টি এলএইচএস এলাকা (৩টি চব্বিশ ঘণ্টার টহল, ৩টি জিপিএস-সংবলিত)। তা ছাড়া, ৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিসীমা থাকা ৫৪টি সতর্কতামূলক এলাকা (৫৩টি চব্বিশ ঘণ্টার টহল, ৫৩টি জিপিএস-সংবলিত), ৪৮টি ধসপ্রবণ বাঁধদুর্বল ফর্মেশন (২৮টি চব্বিশ ঘণ্টার টহল, ২৭টি জিপিএস-সংবলিত), এবং অন্য ২৪টি সতর্কতামূলক এলাকা (১৪টি চব্বিশ ঘণ্টার টহল, ১৩টি জিপিএস-সংবলিত) পর্যবেক্ষণ করছে এই ডিভিশন। নতুন চিহ্নিত এলএইচএস, জলমগ্ন এলাকা এবং দুর্বল ফর্মেশনগুলির ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে, যেখানে জিপিএস-সংবলিত পেট্রলম্যানরা রিয়েল-টাইম (তাৎক্ষণিক) পর্যবেক্ষণ এবং দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করছেন। পাশাপাশি, সমস্ত পিকিউআরএস ব্রিজ এবং ব্লক মেইনটেন্যান্স (বিসিএম) সাইটগুলিতে অবিচ্ছিন্ন ২৪ ঘণ্টা টহলদারি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা সংবেদনশীল পয়েন্টগুলিতে কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করছে।এইসব পরিকাঠামোগত ব্যবস্থার পাশাপাশি, যাত্রীদের সর্বোচ্চ সুবিধার জন্য একটি শক্তিশালী জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা ব্যবস্থা (এমার্জেন্সি রেসপন্স ফ্রেমওয়ার্ক) গড়ে তোলা হয়েছে। জল জমার প্রবণতা রয়েছে এমন নির্দিষ্ট রেললাইন এলাকাগুলিতে আগে থেকেই জরুরি পাম্প মজুত রাখা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ এলএইচএস এবং সতর্কতামূলক এলাকাগুলিতে বিশেষ নজরদারি স্কোয়াড সক্রিয় রয়েছে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়েযের প্রধান কারখানা ব্যবস্থাপক ডঃ সুনীল কুমার শর্মা, পুরস্কার বিজয়ী শিশু এবং অন্যান্যদের সাথে।

‘ধর্মান্তরিত হলেই আর অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়া যাবে না’

২৭ জুন ঃ ধর্মান্তরিত হলেই আর অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়া যাবে না-এই মর্মে গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল মাদ্রাজ হাই কোর্ট। তামিলনাড়ু সরকারের একটি বিতর্কিত নির্দেশিকা বাতিল করে আদালত জানিয়ে দিয়েছে, শুধুমাত্র ধর্ম পরিবর্তনের ভিত্তিতে কোনও ব্যক্তিকে অনগ্রসর মুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করা অসাংবিধানিক। এই রায় সংরক্ষণ নীতি এবং ধর্মান্তরকরণ-দুই ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ নজির হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।বিচারপতি জি. আর. স্বামীনাথন এবং বিচারপতি পি. বি. বালাজির ডিভিশন বেঞ্চ তামিলনাড়ু সরকারের সেই নির্দেশিকাকে খারিজ করে দেয়, যেখানে বলা হয়েছিল, তফসিলি জাতি, দলিত, মহাদলিত কিংবা অন্যান্য পিছিয়ে পড়া হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাঁদের রাজ্যের অনগ্রসর মুসলিমদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং OBC সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হবে।আদালত এই নীতিকে সংবিধানের মূল চেতনার পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেছে। ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, কোনও ব্যক্তি যদি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে তিনি মুসলিম হিসেবে গণ্য হবেন। কিন্তু শুধুমাত্র ধর্ম পরিবর্তনের কারণে তাঁকে ‘ মুসলিম’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না। আদালতের পর্যবেক্ষণ, সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়ার প্রশ্নটি ধর্মান্তরের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই ধর্ম পরিবর্তনের ভিত্তিতে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া সংবিধানসম্মত নয়।এই মামলার সূত্রপাত তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকারের আমলে জারি হওয়া একটি সরকারি নির্দেশিকাকে ঘিরে।

মোদি মন্ত্রিসভায় বড় রদবদলের জল্পনা!

১-র পাতার পর -

মহলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের দায়িত্ব পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন সর্বভারতীয় পরীক্ষাকে ঘিরে বিতর্কের জেরে তাঁর মন্ত্রিত্বে পরিবর্তন হতে পারে বলে জল্পনা রয়েছে। একইভাবে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর ভবিষ্যৎ নিয়েও নানা মহলে আলোচনা চলছে। তবে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এবারের সম্ভাব্য মন্ত্রিসভা রদবদলে শুধু আঞ্চলিক বা সামাজিক ভারসাম্য নয়, দক্ষতা, জনগ্রহণযোগ্যতা, বয়স এবং আগামী দিনের নেতৃত্ব তৈরির বিষয়গুলিও গুরুত্ব পেতে পারে। বিশেষ করে ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি এমন একটি টিম গঠন করতে চাইবে, যারা আগামী কয়েক বছর সরকারের মুখ হয়ে কাজ করতে পারবে। তবে আপাতত এই সমস্তই রাজনৈতিক জল্পনা এবং দলীয় সূত্রের দাবি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কবে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ বা রদবদল করবেন এবং শেষ পর্যন্ত কারা নতুন দায়িত্ব পাবেন, সেই উত্তর মিলবে সরকারি ঘোষণার পরেই। ততদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক মহলে সম্ভাব্য নতুন মুখদের নিয়ে আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

জোনাথনের সঙ্গে সাক্ষাৎ মোদির

১-র পাতার পর -

ভারতের সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ কুচকাওয়াজ দল এবং ভারতীয় নৌসেনার দুটি যুদ্ধজাহাজ অংশগ্রহণ করবে, যা দুই দেশের দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা সহযোগিতার প্রতীক হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার সেশেলস সফরে গিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় .পর তাঁর এই প্রত্যাবর্তনকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা। তাঁদের মতে, ভারত ও সেশেলসের মধ্যে কৌশলগত, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত সহযোগিতাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতেই এই সফর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর সেই সফরের সবচেয়ে আলোচিত মুহূর্ত হয়ে উঠতে চলেছে প্রায় দুই শতাব্দীর সাক্ষী ‘মজবুড়ো জোনাথনের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ।

নেতার নামে থানায় অভিযোগ

১-র পাতার পর -

আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তবে অনুমোদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত অন্যদের ভূমিকাও অবশ্যই তদন্তের আওতায় আসা উচিত। এদিকে, তারাতলা বিপর্যয়ের তদন্ত এখনও চলছে। পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থাগুলি নির্মাণের অনুমোদন, ব্যবহৃত নির্মাণসামগ্রী, প্রকৌশলগত ত্রুটি এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত-সব দিকই খতিয়ে দেখছে। ঠিক কী কারণে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল এবং এর জন্য কারা প্রকৃতপক্ষে দায়ী, তা নির্ধারণ করবে তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট। তবে তার আগেই অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ এবং রাজনৈতিক চাপানউতোরে তারাতলার এই দুর্ঘটনা এখন রাজ্যের অন্যতম আলোচিত ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।

তামান্না, কথা রেখেছি

১-র পাতার পর - মোড় এসেছে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। এখন নজর আদালতের পরবর্তী প্রক্রিয়ার দিকে। তদন্তে সংগৃহীত প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার প্রক্রিয়া কত দ্রুত এগোয় এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেটাই আগামী দিনে এই বহুচর্চিত মামলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে চলেছে।

ডিএমকের জোটে আরও বড় ধাক্কা

১-র পাতার পর - স্ট্যালিনের জোটের সাংগঠনিক শক্তিতে প্রভাব পড়তে পারে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হযেছে যে, এমডিএমকে ভবিষ্যতে অভিনেতা-রাজনীতিক বিজয়ের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক শিবিরের সঙ্গে সমঝোতার পথে হাঁটতে পারে। যদিও এ বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। এদিকে, স্ট্যালিনের ভবিষ্য রাজনৈতিক কৌশল নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, জাতীয় .রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সেই সূত্রেই ডিএমকে এবং বিজেপির সম্ভাব্য সমঝোতা নিয়ে নানা জল্পনা ছড়িয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই ধরনের জল্পনার পক্ষে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য বা নিশ্চিত তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি। ডিএমকে এবং বিজেপির রাজনৈতিক আদর্শ দীর্ঘদিন ধরেই একেবারে বিপরীত মেরুর।

উত্তর-পূর্ব রেলপথে ক্রমাগত পরিকাঠামোগত সম্প্রসারণ চলছে

গোরখপুর, ২৭ জুনঃ উত্তর-পূর্ব রেলপথে ক্রমাগত পরিকাঠামোগত সম্প্রসারণ চলছে। এই প্রসঙ্গে, ট্রেনের গতি বৃদ্ধি, যাত্রার সময় কমানো এবং অতিরিক্ত ট্রেন চলাচলের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য গোন্ডা-বুড়ওয়াল রেলপথে গোন্ডা এবং গোন্ডা কাচারি স্টেশনের মধ্যে তৃতীয় লাইন স্থাপনের লক্ষ্যে প্রি-নন-ইন্টারলক এবং নন-ইন্টারলক কাজ চলার কারণে, ট্রেন বাতিল, পথ পরিবর্তন, সময়সূচী পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণ নিম্নরূপভাবে কার্যকর করা হবে। বাতিলকরণ -- ২০২৬ সালের ৬ থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত নাকাহা জঙ্গল থেকে চলাচলকারী ৫৫০৬১ নাকাহা জঙ্গল-আইশবাগ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি বাতিল করা হবে।- ২০২৬ সালের ৭ থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত আইশবাগ থেকে চলাচলকারী ৫৫০৬২ আইশবাগ-নাকাহা জঙ্গল প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি বাতিল করা হবে।- ২০২৬ সালের ২ এবং ৯ জুলাই গোরখপুর থেকে চলাচলকারী ০৫০৫৭ গোরখপুর-দিল্লি স্পেশাল ট্রেনটি বাতিল করা হবে।- ২০২৬ সালের ৩ এবং ১০ জুলাই দিল্লি থেকে চলাচলকারী ০৫০৫৮ দিল্লি-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনটি বাতিল করা হবে।পথ পরিবর্তন -২০২৬ সালের ৬, ৭ এবং ৮ জুলাই পানভেল থেকে চলাচলকারী ১৫০৬৬ পানভেল-গোরখপুর এক্সপ্রেস ট্রেনটি বারাবাঁকি-অযোধ্যা ক্যান্ট নমেন্ট-মানকাপুর-বস্তি-গোরখপুর হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। পথ পরিবর্তনের ফলে মানকাপুর, বস্তি এবং খলিলাবাদ স্টেশনে অতিরিক্ত বিরতি দেওয়া হবে।- ২০২৬ সালের ৮ এবং ৯ জুলাই পুনে থেকে চলাচলকারী ০১৪১৫ পুনে-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনটি বারাবাঁকি-অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট-মানকাপুর হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। পথ পরিবর্তনের ফলে মানকাপুর স্টেশনে অতিরিক্ত বিরতি দেওয়া হবে।- ০১৪১৬ গোরখপুর-পুনে স্পেশাল ট্রেনটি, যা ০৯ এবং ১০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর থেকে ছাড়বে, সেটি পরিবর্তিত পথ মানকাপুর-অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট-বারাবাঁকি হয়ে .চলবে। পথ পরিবর্তনের ফলে এই ট্রেনটি মানকাপুর স্টেশনে অতিরিক্ত বিরতি দেবে।- ০৫৫৭৬ আনন্দবিহার টার্মিনাস-সহর্ষা স্পেশাল ট্রেনটি, যা ০৯ জুলাই, ২০২৬ তারিখে আনন্টবিহার টার্মিনাস থেকে ছাড়বে, সেটি পরিবর্তিত পথ রোজা-আলমনগর-লখনউ জংশন-মালহৌর-বারাবাঁকি-অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট-মানকাপুর হয়ে চলবে। পথ পরিবর্তনের ফলে এই ট্রেনটি মানকাপুর স্টেশনে অতিরিক্ত বিরতি দেবে।- ০১০৮২ গোরখপুর-ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস স্পেশাল ট্রেন ০৯ ই জুলাই, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর থেকে ছেড়ে যাওয়া রুট মানকাপুর-অযোধ্যা ক্যান্ট-আইশবাগ-মানক নগর হয়ে যাবে। রুট পরিবর্তনের ফলে, এই ট্রেনটির মানকাপুর এবং আইশবাগ স্টেশনে অতিরিক্ত থামানো হবে। - ১৫২৭৯ সহরসা-আনন্দবিহার টার্মিনাস এক্সপ্রেস ০৯ জুলাই, ২০২৬-এ সহরসা থেকে ছেড়ে যাওয়া মানকাপুর-অযোধ্যা ক্যান্ট-বরাবাঙ্কি হয়ে ডাইভার্ট করা হবে।- ১৫৭০৫ কাটিহার-দিল্লি এক্সপ্রেস কাটিহার থেকে ০৯ জুলাই, ২০২৬-এ মানকাপুর-অযোধ্যা ক্যান্ট-বরাবাঙ্কি-মালহৌর-আইশবাগ-মানক নগর হয়ে ডাইভার্ট করা হবে।- ১২২০৩ সহরসা-আনন্দবিহার টার্মিনাস এক্সপ্রেস ০৯ জুলাই, ২০২৬ তারিখে সহরসা থেকে ছেড়ে যাওয়া মানকাপুর-অযোধ্যা ক্যান্ট - বরাবাঙ্কি হয়ে ডাইভার্ট করা হবে।- ১৪৬৬৪ অমৃতসর-নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস ০৯ জুলাই, ২০২৬ তারিখে অমৃতসর থেকে ছেড়ে যাওয়া রোজা-আলম নগর-লখনউ জং-মালহৌর-বরাবাঙ্কি-অযোধ্যা ক্যান্ট-মানকাপুর হয়ে ডাইভার্ট করা হবে।- ১৫২৭৩ রক্সাউল-আনন্দ বিহার টার্মিনাস এক্সপ্রেস, যা ০৭ থেকে ১০ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত রক্সাউল থেকে চলাচল করবে, সেটি পরিবর্তিত পথ মানকাপুর-অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট-বারাবাঁকি-লখনউ (নর্দার্ন রেলওয়ে), রোজা হয়ে যাবে। লখনউ (নর্দার্ন রেলওয়ে) স্টেশনে কনকোর্স নির্মাণের কারণে, এই ট্রেনটি এখন মানকাপুর-অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট-বারাবাঁকি-মালহৌর-লখনউ জংশন-আলম নগর হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

৬৪ বিঘায় তৃণমূল নেতা সুবিদ আলির খোঁজে পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোসাবা, ২৭ জুন ঃ এবার উঠে এলো সুন্দরবনের আর এক শাজাহানের কাহিনী। বিঘার পর জমিতে রাজপ্রাসাদ, ভেড়ি গোসাবার তৃনমূল নেতার। ৬৪ বিঘা জমি। ২৪ বিঘার উপর বাগানবাড়ি। ৪০ বিঘার উপর জমিতে মাছের ভেড়ি। গোসাবায় আরও কয়েকটি বাড়ি। পার্টি অফিসও রাজপ্রাসাদের কম নয়। শুধু গ্রামীণ এলাকা না, কলকাতা সহ শহরতলিতে ও রয়েছে একাধিক বিলাসবহুল বাড়ি। এই বিপুল সম্পত্তির মালিক সুন্দরবনের গোসাবার পাঠানখালির তৃণমূল নেতা সুবিদ আলি ঢালি ওরফে ঝড়োর। তিনি গোসাবা ব্লক তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি। তৃণমূল করেই এত বিপুল সম্পত্তির মালিক তিনি। রয়েছে একাধিক অভিযোগ। দুর্নীতি, তোলাবাজি, জোর করে ভেড়ি দখল, ১০০ দিনের টাকায় কাটমানি তোলা। তালিকাটি লম্বা।এছাড়াও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কর্মীদের উপর অত্যাচারেরও অভিযোগ রয়েছে এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে।প্রথম জীবনে ছাগল ও মুরগী অর্থাৎ গৃহপালিত পশু বিক্রি করে কোনওরকমে সংসার চালাতেন। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর ঘুরে যায় ভাগ্যের চাকা। একাধিক দুর্নীতি ও প্রভাব খাটিয়ে গড়ে তোলেন বিশাল রাজপ্রসাদ। হন একাধিক জমির মালিক। গোসাবার বেতাজ বাদশা হয়ে ওঠেন তিনি। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের।

NAME CHANGE

I, SAHAMMAD HOSSAIN SK S/O-AH KALAM SEKH, resident of Vill-Gobindapur, P.O.-Kalibele, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, Pin-713146, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SAHAMMAD HOSSAIN SEKH in all purposes, vide affidavit No- 87, dated 25.06.2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That SAHAMMAD HOSSAIN SK and SAHAMMAD HOSSAIN SEKH both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Khaleda Begam, D/O Alauddin Shaikh, WO Sarukh Khan, গ্রামঃপোঃ কসবাগোলা, পূর্ব মেদিনীপুর, বর্তমানে গ্রামঃ সানফুয়া, পোঃ রূপরামপুর, থানাঃ মুরারই, বীরভূমের বাসিন্দা। আগে আমি হিন্দু হয়েছিলাম, নাম ছিল Riya Mondal. ০৫.০৪.২০১৯ তারিখ আমি পুণঃরায় মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করি। বর্তমানে আমার নাম Khaleda Begam. ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট নোটারি পাবলিক কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Khaleda Begam and Riya Mondal এক এবং অভিন্ন।

NAME CHANGE

I, Nayanika Datta W/O- Amit Kumar Goswami residing at 5L/Tower 26, Nakshatra Heights, Reneissance Township, NawabHat, P.S.- Burdwan Sadar, District – Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713102, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as NAYANIKA GOSWAMI DATTA vide affidavit No-85, Dated -25/06/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Nayanika Datta and Nayanika Goswami Datta both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Saddam Hossain Mondal S/O-Abdul Rejak Mandal @ Abdul Rejak Mondal residing at Vill- Tatarpur, P.O.- Memari, P.S.- Memari, District – Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713146, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SADDAM HOSSAIN MANDAL vide affidavit No-86, Dated -25/06/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Saddam Hossain Mondal and Saddam Hossain Mandal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, DIPALI DEBNATH (old name) W/O-Goutam Debnath residing at Vill-Chandigarh, P.O.-Gaighata, P.S.-Gaighata, Dist-North 24 Parganas, Pin-743249 do here by declare that I have changed my name from DIPALI DEBNATH (old name) to DEEPALI DEBNATH (new name) and henceforth. I shall be known as DEEPALI DEBNATH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon court on 19/06/2026. DEEPALI DEBNATH (new name) and DIPALI DEBNATH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, BAMA PADA MAGHI (old name) S/O-Late Bhakta Pada Majhi residing at 8/1 B/2, Rustamji Parsi Road, Cossipore, Kolkata-700002 do here by declare that I have changed my name from BAMA PADA MAGHI (old name) to BAMA PADA MAJHI (new name) and henceforth. I shall be known as BAMA PADA MAJHI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Calcutta on 01/07/2025. BAMA PADA MAJHI (new name) and BAMA PADA MAGHI (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, YASER ALI SHEIKH alias SEIKH YASER ALI (old name) S/O-Sk Sarwar Ali residing at 32/4, Sharif Lane, Park Street, Kolkata-700016 WB do here by declare that I have changed my name from YASER ALI SHEIKH, SEIKH YASER ALI (old name) to SK YASER ALI (new name) and henceforth. I shall be known as SK YASER ALI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah on 24/06/2026. SK YASER ALI (new name), YASER ALI SHEIKH and SEIKH YASER ALI (old name) all name are same and one identical person.

শান্তিনিকেতনী একতারা পেলো জিআই স্বীকৃতি, গর্বিত বীরভূম

দেবর্ষি মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ২৭ জুনঃ একতারা তুই দেশের কথা বলরে এবার বল একতারা হাতে নিয়ে বাউলের কণ্ঠে এই মরমী সঙ্গীত অনেকেই শুনেছেন। এবার সেই

শান্তিনিকেতনী একতারা পেলো জিআই স্বীকৃতি। একইভাবে চন্দননগরের জলভরা সন্দেশ সহ আরও কিছু ঐতিহ্যশালী ঘরানা এই জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, আবেদনকারী করে Santiniketan Handicrafts and Textiles Chamber of Commerce and Industry নামে একটি সংস্থা। তারাই ভারত সরকারে IPR (প্রপার্টি আইডেন্টিফিকেশন রেজিস্ট্রেশন) দফতরে আবেদন করেন। এরফলে এই শান্তিনিকেতনী একতারার শান্তিনিকেতন ছাড়া অন্য কোন জায়গার ট্যাগ লাগাতে পারবে না। তাহলে আইনী শাস্তি মুখে পড়তে হবে। এর ফলে যে সুরক্ষিত হলো, শান্তিনিকেতনে যারা এই একতারা তৈরি করেন, তারা বিশ্ব বাজার পাবেন। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, আগে শিল্প সদনে একতারা তৈরি হতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক সঙ্গীতে এই একতারা বাদ্যযন্ত্রের সুর ও ধ্বনি ব্যবহার হয়ে থাকে। মূলতঃ মাটির কাছাকাছি এই যন্ত্র সঙ্গীত সর্বত্র পাওয়া গেলেও শান্তিনিকেতনের একতারা একটি আলাদা সাংস্কৃতিক সংযোগ বলে মনে করেন, শান্তিনিকেতনের শ্যামবাটির সহজিয়া বাউল আশ্রমের বাউল শিল্পী বাসুদেব দাস বাউল। তিনি জানান, এই সংবাদ খুব আনন্দের। এই বাদ্যযন্ত্র মাথায় ঠেকিয়ে গুরু স্মরণ করে আমরা সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকি। বিশ্বভারতীর জন সংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ বলেন, অতীতে শিল্প সদনে একতারা তৈরি হতো কিনা আমার জানা নেই। তবে এটুকু বলতে পারি শিল্প সদনে বাদ্যযন্ত্র তৈরির জন্য আলাদা কোনো ডিপার্টমেন্ট নেই। আউল বাউলের জায়গা শান্তিনিকেতন। শুধু শান্তিনিকেতন নয়, জয়দেব কেন্দুলীতেও আছে বাউলের আখড়া। পৌষ মেলার পরই, মকর সংক্রান্তিতে জয়দেব কেন্দুলীতে হয় বাউল মেলা। দেশ-বিদেশের বাউলের সমাগম সেখানে হয়। একতারা বাজাইয়ো না, দোতারা বাজাইয়ো না, শুনতে শুনতে সবাই মোহিত হয়ে যায়। 'শান্তিনিকেতন একতারা' (GI) এখন ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) স্বীকৃতি অর্জন করায় বীরভূম খুশি। এই স্বীকৃতি শুধু একটি বাদ্যযন্ত্রের নয়, বরং বাংলার বাউল-ফকির সংস্কৃতি, লোক ঐতিহ্য এবং গ্রামীণ শিল্পীদের সৃজনশীলতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, বলে মনে করছেন আপামর বীরভূমবাসী। একতারা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন লোকবাদ্য। এর আদিরূপ বহু শতাব্দী আগে উত্তর ভারত ও বাংলার সাধক-সংস্কৃতিতে প্রচলিত হয়। বিশেষ করে বাংলার বাউল, ফকির, বৈষ্ণব কীর্তনীয়া এবং সুফি সাধকদের হাতে একতারা আত্মিক সাধনা ও সংগীতের প্রতীক হয়ে ওঠে। একটি মাত্র তার থাকলেও এর সুর মানুষের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। তাই একতারাকে শুধু বাদ্যযন্ত্র নয়, সাধনার সঙ্গী ও বলা হয়। লালন ফকির তাঁর অসংখ্য গানে একতারার সুরকে জীবনের দর্শনের সঙ্গে মিলিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাউলগান ও একতারার সুরে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর বহু গানে সেই প্রভাব স্পষ্ট। কাজী নজরুল ইসলাম-ও লোকসংগীতের সুর ও বাউলধারাকে তাঁর সৃষ্টিতে গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও বাংলার পূর্ণদাস বাউল, গোষ্ঠ গোপাল, নবনীদাস বাউল-সহ অসংখ্য বাউল শিল্পী একতারাকে বিশ্বদরবারে পরিচিত করে তুলেছেন। শান্তিনিকেতনের একতারা বিশেষভাবে পরিচিত এর নিপুণ কারিগরি, প্রাকৃতিক উপকরণ এবং ঐতিহ্যবাহী নির্মাণশৈলীর জন্য। এই জিআই স্বীকৃতির ফলে নকল পণ্যের বিরুদ্ধে আইনি সুরক্ষা মিলবে, স্থানীয় কারিগরদের মর্যাদা ও আয় বাড়বে এবং বিশ্ববাজারে শান্তিনিকেতন একতারা-র স্বকীয় পরিচয় আরও সুদৃঢ় হবে। একতারা শুধু একটি বাদ্যযন্ত্র নয়- এটি বাংলার মাটি, মানুষের জীবনদর্শন এবং বাউল আত্মার চিরন্তন প্রতীক। শান্তিনিকেতনের একতারা জিআই স্বীকৃতি পাওয়ায় গর্বিত বাংলা, গর্বিত বীরভূম। বীরভূম জেলাশাসক ধবল জৈন জানালেন, এম এস এমই শান্তিনিকেতনের একতারাকে জিআই স্বীকৃতি দেওয়ায়, আমরা সবাই খুব খুশি।

ঘোড়াধরা নিউ টাউনশিপে উচ্ছেদ-আশঙ্কা, এসডিওর সঙ্গে বৈঠকের পর আপাতত স্বস্তি

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৭ জুনঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে গড়ে ওঠা ঝাড়গ্রামের ঘোড়াধরা নিউ টাউনশিপকে ঘিরে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা আপাতত কিছুটা কাটল। শুক্রবার সরকারিভাবে মাইকে

প্রচার করে বর্তমানে কর্মরত সরকারি কর্মচারী ছাড়া অন্য বাসিন্দাদের ১৫ দিনের মধ্যে কোয়ার্টার খালি করে চাবি বিডিওর কাছে জমা দিতে বলা হয়। সেই ঘোষণায় উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে প্রায় ৯০ -৯৫ টি পরিবারের মধ্যে। তবে শনিবার মহকুমা শাসকের সঙ্গে বৈঠকের পর আপাতত দীর্ঘদিনের বাসিন্দাদের চাবি জমা দিতে হবে না বলে দাবি নিউ টাউনশিপ আবাসিক কল্যাণ সমিতির। প্রশাসনের উদ্যোগে আগে প্রতিটি কোয়ার্টারের ভাড়া পুনর্নির্ধারণ করা হবে বলেও বৈঠকে জানানো হয়েছে বলে দাবি সমিতির। শনিবার সমিতির সম্পাদক শঙ্করপ্রসাদ পাল-সহ আবাসিকদের একটি প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করেন। বৈঠকের পর শঙ্করপ্রসাদ পালের দাবি, মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, অতিরিক্ত জেলাশাসকের মাধ্যমে প্রতিটি কোয়ার্টারের ভাড়া নিরূপণ করা হবে। পরে আবাসিক কল্যাণ সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে সেই ভাড়া চূড়ান্ত করা হবে। সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘদিনের কোনও বাসিন্দাকে কোয়ার্টার ছেড়ে চাবি জমা দিতে হবে না বলেও তাঁদের আশ্বস্ত করা হয়েছে। সেই কারণেই রবিবার ঘোড়াধরা পার্কে ডাকা আবাসিক কল্যাণ সমিতির সাধারণ সভা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। ঘোড়াধরা নিউ টাউনশিপের ইতিহাস প্রায় সাত দশকের। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে প্রায় ৮৫ একর এলাকা জুড়ে ১২৭ টি কোয়ার্টার নিয়ে এই পরিকল্পিত আবাসন গড়ে ওঠে। সেই সময় বাজার, প্রাথমিক বিদ্যালয়, পার্ক, কমিউনিটি হল-সহ একাধিক পরিকাঠামো নির্মিত হয়। পরবর্তী সময়ে ব্লক অফিস-সহ বিভিন্ন সরকারি দফতরও ওই এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে কয়েকটি কোয়ার্টার বিভিন্ন সরকারি দফতরের দখলে, কয়েকটি পরিত্যক্ত এবং বাকি প্রায় ৯০ - ৯৫ টি কোয়ার্টারে বসবাস করছেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী, তাঁদের পরিবার এবং অন্যান্য বাসিন্দারা। আবাসিকদের দাবি, সরকারি নিয়ম মেনেই তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ওই আবাসনে বসবাস করছেন। ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রশাসন তাঁদের কাছ থেকে ভাড়া নিলেও পরে তা বন্ধ করে দেয়। তারপর থেকে নিজেদের উদ্যোগেই আবাসনের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে আসছেন তাঁরা। আবাসনগুলির মালিকানা হস্তান্তরের দাবিতে ১৯৯৯ সালে আবাসিকরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সমিতির দাবি, সেই সময় আদালত আবাসনের সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। একই বছরে গঠিত হয় নিউ টাউনশিপ আবাসিক কল্যাণ সমিতি। আবাসনগুলির মালিকানা বা দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্তের দাবিতে সরকারের কাছে আবেদনও করা হয়। আবাসিকদের দাবি, বিভিন্ন স্তরে তদন্ত ও রিপোর্ট জমা পড়লেও বিষয়টি এখনও পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে। অন্যদিকে, প্রশাসনিক সূত্রের খবর, সরকারি জমি, আবাসনের নথিপত্র, বর্তমান দখলদারির অবস্থান এবং ভাড়া পুনর্নির্ধারণ-সব বিষয়ই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ বলেন, 'বিষয়টি প্রশাসনিক স্তরে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সব দিক বিবেচনা করেই পদক্ষেপ করা হবে।''

সকেট বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৭ জুনঃ মাছ ধরতে গিয়ে জালে উঠে এল একাধিক সকেট বোমা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের শ্রীবাটি অঞ্চলের বাকশা গ্রামের বন পুকুর এলাকায়। শনিবার দুপুরে কয়েকজন মাছ ধরতে জাল ফেললে মাছের বদলে ভারী লোহার বস্তু উঠে আসে। জাল টেনে তুলতেই দেখা যায় সেগুলি সকেট বোমা। আতঙ্কিত হয়ে জেলেরা জাল ফেলে ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যান। কাটোয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলে। পরে বোম স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, পুকুরে একাধিক সকেট বোমা ফেলে রাখা হয়েছিল। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিজেপি নেতা সুর্যদেব ঘোষের দাবি, ভোট-পরবর্তী হিংসার জন্য মজুত রাখা বোমা সরকার পরিবর্তনের পর পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

তৃণমূলের চিঠি পুলিশকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ জুনঃ রাজ্যে সরকারের পালাবদল হয়েছে, এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দলও ভেঙে গিয়েছে। এমতাবস্থায় ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই একুশে জুলাইয়ের সভা করতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি চেয়ে কলকাতা পুলিশকে চিঠি দিল তৃণমূল কংগ্রেস। বরাবরই ধর্মতলার ওই জায়গায় দলের এই কর্মসূচির আয়োজন করেছে তৃণমূল। কিন্তু, ওই সমাবেশ ঘিরে রাজনৈতিক ও আইনি স্তরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশ্ন উঠেছে। এই অবস্থায় স্থান বদলে রাজি নয় তৃণমূল। গত কয়েক দিন ধরে সভার প্রাথমিক প্রস্তুতি সেরে অবশেষে দলের তরফে পুলিশে অনুমতির জন্য চিঠি দেওয়া হল।

পানিহাটির ঐতিহ্যকে স্মরণ করে মায়াপুর ইস্কনে চিঁড়া-দধি মহোৎসব, ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ২৭ জুন ঃ পানিহাটির ঐতিহাসিক দণ্ডমহোৎসবের ধারাকে অনুসরণ করে শনিবার মায়াপুর ইস্কনে সহ বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রে ধর্মীয় মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল চিঁড়া-দধি মহোৎসব। সকাল থেকে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ভক্ত মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় জমান। দিনভর হরিনাম সংকীর্তন, বিশেষ পূজা, ধর্মীয় আলোচনা এবং প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে উৎসবের আয়োজন সম্পন্ন হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব

ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, পানিহাটিতে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু-র নির্দেশে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী উপস্থিত ভক্তদের চিঁড়া-দধি ভোজন করিয়েছিলেন। সেই ঘটনাকেই স্মরণ করে প্রতিবছর এই মহোৎসব পালিত হয়। বর্তমানে পানিহাটির পাশাপাশি মায়াপুর ইস্কনেও এই ঐতিহ্য মেনে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। ইস্কন সূত্রে জানা গেছে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য এই উৎসব উন্মুক্ত। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভক্তরা এদিন একসঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ ও নামসংকীর্তনে অংশ নেন। আয়োজকদের দাবি, ভক্তি, সেবা, সাম্য এবং মানবতার বার্তা সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়াই এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, এদিনই উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে ঐতিহ্যবাহী ৫১০তম দণ্ডমহোৎসব পালিত হচ্ছে। সকাল থেকেই মহোৎসবতলা ঘাট ও রাঘব ভবন এলাকায় ভক্তদের ঢল নামে। সেই ঐতিহাসিক দণ্ডমহোৎসবের স্মরণেই মায়াপুর ইস্কনের এই আয়োজন প্রতি বছর বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে।

বুলডোজারের গর্জনে গুঁড়িয়ে গেল ১০ লক্ষ টাকার পার্ক, শিলিগুড়িতে উন্নয়ন বনাম উচ্ছেদ বিতর্কে নতুন উত্তাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ জুনঃ শিলিগুড়িতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত একটি পার্ক বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের অবসর যাপন, শিশুদের খেলাধুলা এবং এলাকার সৌন্দর্যবর্ধনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এই পার্ক মুহূর্তের মধ্যেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ায় এলাকাজুড়ে ক্ষোভ ও হতাশার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে একদিকে প্রশাসনের পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, অন্যদিকে সরকারি জমি দখল এবং নির্মাণের বৈধতা নিয়েও শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক বছর আগে এলাকার মানুষের উদ্যোগ এবং সরকারি অর্থের সহায়তায় পার্কটি গড়ে তোলা হয়েছিল। সেখানে শিশুদের জন্য দোলনা, স্লাইড, বসার বেঞ্চ, হাঁটার পথ, শোভাবর্ধনের জন্য গাছপালা এবং আলোর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। প্রতিদিন সকাল-বিকেল বহু মানুষ সেখানে হাঁটতে যেতেন। বয়স্কদের আড্ডা থেকে শুরু করে শিশুদের খেলাধুলা- সব মিলিয়ে এলাকাবাসীর কাছে পার্কটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিসর। সম্প্রতি প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই জমিকে সরকারি সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে থাকা সমস্ত স্থাপনা সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতেই নির্দিষ্ট দিনে বুলডোজার নিয়ে পৌঁছায় প্রশাসনের দল। নিরাপত্তার স্বার্থে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় পুলিশ বাহিনী। এরপর একের পর এক যন্ত্রের আঘাতে ভেঙে ফেলা হয় পার্কের বিভিন্ন অবকাঠামো। অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, জনস্বার্থে তৈরি একটি পার্ক ভেঙে দেওয়ার আগে প্রশাসনের উচিত ছিল বিকল্প ব্যবস্থা করা অথবা বিষয়টি নিয়ে মানুষের সঙ্গে আলোচনা করা। তাঁদের দাবি, সরকারি অর্থ ব্যয় করে তৈরি হওয়া একটি পরিকাঠামো এভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হলে তা জনসাধারণের অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। বহু বাসিন্দা জানান, পার্কটি শুধু বিনোদনের জায়গা ছিল না, বরং এলাকার সামাজিক জীবনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। ফলে এর ধ্বংসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সাধারণ মানুষই। অন্যদিকে প্রশাসনের বক্তব্য, সরকারি জমিতে কোনও ধরনের অবৈধ নির্মাণ বা দখলদারি বরদাস্ত করা হবে না। আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দাবি, জমির প্রকৃত ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং ভবিষ্যতের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের স্বার্থেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের মতে, সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা এবং তা নির্ধারিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার নিশ্চিত করা তাদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে তীব্র তরজা। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, মানুষের প্রয়োজন ও জনমতকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রশাসন একতরফাভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে। তাঁদের মতে, যদি নির্মাণে কোনও অনিয়ম থেকেও থাকে, তাহলে সেই অনিয়মের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল, সাধারণ মানুষের ব্যবহারের একটি পরিকাঠামো ধ্বংস করা নয়। অন্যদিকে শাসকপক্ষের দাবি, আইন সবার জন্য সমান এবং সরকারি জমিতে বেআইনি নির্মাণ থাকলে তা অপসারণ করতেই হবে। উন্নয়নের নামে কিংবা জনস্বার্থের অজুহাতে সরকারি জমি দখলের কোনও সুযোগ নেই বলেও তারা জানিয়েছেন। ঘটনার পর এলাকায় কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায়। অনেকেই মোবাইল ফোনে উচ্ছেদের ভিডিও ধারণ করেন, যা দ্রুত সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই নানা মহলে শুরু হয় তর্ক-বিতর্ক। কেউ প্রশাসনের পদক্ষেপকে আইনসম্মত বলে সমর্থন করেছেন, আবার কেউ জনস্বার্থে তৈরি অবকাঠামো ধ্বংসের ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করেছেন। নগর পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, শহরের দ্রুত বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি জমি সংরক্ষণ যেমন জরুরি, তেমনই জনসাধারণের জন্য তৈরি পরিকাঠামো রক্ষা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে এই ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে জমির মালিকানা, নির্মাণের অনুমোদন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে আরও স্বচ্ছতা বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। এতে সরকারি অর্থের অপচয় যেমন কমবে, তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিভ্রান্তি তৈরি হবে না। শিলিগুড়ির এই ঘটনা আবারও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে উন্নয়ন, জমির বৈধতা এবং জনস্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টি নিয়ে। একদিকে আইনের প্রয়োগ, অন্যদিকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি পার্কের বিলুপ্তি- দুইয়ের সংঘাতে তৈরি হওয়া এই বিতর্ক আগামী দিনে আরও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব পেতে পারে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া পার্কের ভবিষ্যত কী হবে এবং ওই জমিতে প্রশাসন কী ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে, সেদিকেই এখন নজর এলাকাবাসীর।

লঞ্চে করে কালনা-শান্তিপুর সেতুর জমি ও অবস্থান পরিদর্শন, নদীপথে বিধায়ক

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৭ জুনঃ প্রস্তাবিত কালনা-শান্তিপুর সেতু নির্মাণকে ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা আরও একধাপ এগোল। শনিবার ভাগীরথী নদীপথে লঞ্চে চড়ে প্রস্তাবিত সেতুর অবস্থান, জমি এবং নদীর গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখলেন কালনার বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কালনা মহকুমার মহকুমা শাসক অহিংসা জৈন, প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং

সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রতিনিধিরা। কালনা মিলিটারি ঘাট সংলগ্ন এলাকা থেকে নদীপথে এই পরিদর্শন শুরু হয়। লঞ্চে করে সেতুর সম্ভাব্য অবস্থান, সংযোগকারী এলাকার ভৌগোলিক পরিস্থিতি এবং ভাগীরথীর নদীভাঙনের বর্তমান অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন তাঁরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নদীর স্রোতের গতিপ্রকৃতি, তীরভাঙনের সম্ভাবনা এবং সেতু নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ও পর্যালোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের নতুন বাজেটে কালনা-শান্তিপুর সেতু নির্মাণের জন্য প্রায় ১,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেই ঘোষণার পর থেকেই প্রকল্পকে দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একাধিক পর্যায়ে প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর আগে বহুবার সড়কপথে সম্ভাব্য সেতু এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার। তবে এবারই প্রথম নদীপথে লঞ্চে করে সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করে প্রকল্পের বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হল। পরিদর্শন শেষে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক। সেতু নির্মাণের কাজ দ্রুত শুরু হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁর বক্তব্য, এই সেতু নির্মিত হলে পূর্ব বর্ধমানের কালনা এবং নদীয়ার শান্তিপুরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে। পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পর্যটনের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে। দীর্ঘদিনের দাবির এই সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে আরও একধাপ অগ্রগতি হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যেও উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হয়েছে।

E-Auction Notice

e- Auctions are invited for Ferry Ghats under Hariharpara Panchayat Samity in N.I.e.A. No.-01/HPS/FG/2026-27, 02/HPS/FG/2026-27, 03/HPS/FG/2026-27, 04/HPS/FG/2026-27, 05/HPS/FG/2026-27, 06/HPS/FG/2026-27, 07/HPS/FG/2026-27, 08/HPS/FG/2026-27, 09/HPS/FG/2026-27, 10/HPS/FG/2026-27, 11/HPS/FG/2026-27, 12/HPS/FG/2026-27 & 13/HPS/FG/2026-27. Documents and other details is available in the website **eauction.gov.in.** The last date of submission for all the auctions are up to 17.30 hours on dated 07/07/2026, 08/07/2026, 09/07/2026, 14/07/2026, 15/07/2026 & 17/07/2026 respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any queries in the office hours.

Sd/-Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

কোলাঘাটে একটি বিশ্বমানের ফুলের হাব ও প্লাস্টার তৈরীর জন্য রাজ্য সরকার ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৭ জুনঃ পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ও পাঁশকুড়ার ফুল চাষের আন্তর্জাতিক খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও এতদিন আধুনিক ফ্লাওয়ার হাব বা সংরক্ষণের পরিকাঠামো ছিলনা। এর ফলে চাষীদের ফুল চাষে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছিল। প্রতিদিন অনেক ফুল নষ্ট হতো। অবশেষে চাষীদের সেই দুঃখ দূর করতে এগিয়ে এলো রাজ্য সরকার। স্থানীয় চাষী ও ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে কোলাঘাটে একটি বিশ্বমানের ফুলের হাব এবং ক্লাস্টার তৈরির জন্য রাজ্য সরকার ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এখানকার ফুলের বাজার থেকে প্রতিদিন ফুল পাড়ি দিচ্ছে দেশ ও বিদেশের বাজারে। তারপরেও এই এলাকা চাষী ও ব্যবসায়ীদের ফুল নিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে অত্যাধুনিক মানের ফুলের হাব ও ক্লাস্টার তৈরীর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই খবরে খুশির হাওয়া এলাকার ফুল চাষীদের। এই ফুলের হাব ও ক্লাস্টারে থাকবে গ্রেডিং, প্যাকিং ও কোল্ড স্টোরেজের সুবিধা। আন্তর্জাতিক মানের প্যাকেজিং সুবিধা যা ফুলকে দীর্ঘদিন তাজা রাখবে। ফুলের সংরক্ষণের জন্য অত্যাধুনিক হিমঘর থাকবে যাতে উদ্বৃত্ত ফুল নষ্ট না হয়। সামগ্রিকভাবে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ফুল চাষিও ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়েক বলেছেন, ফুল চাষী ও ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ফুল চাষ সংশ্লিষ্ট অবিভক্ত জেলার একটি ফুলের হাব গড়ে তোলা হোক। রাজ্যের নবগঠিত সরকার সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে কোলাঘাটে সেই হাব গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছে। ব্যবসায়ীদের মতে, এই হাব চালু হলে ফুলের অপচয় যেমন কমবে, তেমনি ফুলের আন্তর্জাতিক রপ্তানির পথ আরো সুগম হবে।

বিশ্বমঞ্চে মাথা উঁচু করল মল্লভুমের লোকসংস্কৃতি, জুটল জিআই তকমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৭ জুনঃ আবারও গর্বের মুহূর্ত পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর তথা বাঁকুড়ার জন্য। ঐতিহ্যবাহী বিষ্ণুপুরের 'দশাবতার তাস' অবশেষে পেল জিআই স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতির ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও পরিচিতি

পাবে বহু শতাব্দী প্রাচীন বাংলার এই অনন্য লোকশিল্প। একসময় মল্ল রাজাদের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম ছিল এই দশাবতার তাস। ভগবান বিষ্ণুর দশটি অবতারের ছবি নিয়ে তৈরি হত বিশেষ এই তাস, যার নাম থেকেই পরে পরিচিতি পায় 'দশাবতার তাস' নামে। বর্তমানে এই শিল্প প্রায় বিলুপ্তির পথে হলেও এখনও তা বাঁচিয়ে রেখেছে বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবার। এই তাস তৈরির পদ্ধতি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং নিখুঁত কারুশিল্পের উদাহরণ। প্রথমে তিন স্তরের সুতির কাপড় তেঁতুলের বীজের আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো হয়। এরপর খড়িমাটি ও আঠার প্রলেপ দিয়ে রোদে শুকিয়ে মসৃণ করা হয়। তারপর চার ইঞ্চি ব্যাসে গোলাকার আকারে কেটে প্রস্তুত করা হয় তাসের কাঠামো। এরপর শুরু হয় শিল্পের আসল পর্ব। সূক্ষ্ম তুলির আঁচড়ে শিল্পীরা হাতে এঁকে দেন বিষ্ণুর দশ অবতারের চিত্র। পুরো প্রক্রিয়াতেই ব্যবহার করা হয় প্রাকৃতিক রং ও প্রাকৃতিক আঠা। একসময় পাঁচ জনের এই খেলার নিয়মও সময়ভেদে বদলাত- দিনের বেলায় রাম, সন্ধ্যায় নৃসিংহ, রাতে মৎস্য অবতারের তাসে খেলা চলত। বংশপরম্পরায় এই শিল্পকে ধরে রেখেছেন বিষ্ণুপুরের শিল্পী শীতল ফৌজদার। তিনি জানান, এই জিআই স্বীকৃতি পাওয়ায় তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত। এর ফলে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে যাবে বাঁকুড়ার এই হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্য, জানবে আরও বেশি মানুষ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই জিআই স্বীকৃতি শুধু একটি শিল্পের সম্মান নয়, বরং বাঁকুড়ার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও লোকশিল্পের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ফের একবার দেশের মানচিত্রে উজ্জ্বল হল বাঁকুড়া জেলা, আর নতুন করে আলোচনায় এল বিষ্ণুপুরের শতাব্দীপ্রাচীন দশাবতার তাস।

আবার বিতর্কের কেন্দ্রে হুমায়ুন কবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৭ জুনঃ আবারও একবার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান তথা মুর্শিদাবাদের নওদা কেন্দ্রের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। শুক্রবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা-২ নম্বর ব্লকের কাশিপুর এলাকায় একটি জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হুমায়ুন কবীর বলে বসলেন, ভোটে জেতার পর বিজেপি খুব বেশি আস্ফালন দেখাচ্ছে। আমি যেদিন ময়দানে মুসলমানদের নিয়ে নেমে যাব সেদিন এমন স্যাটা ভাঙা মার শুরু হবে যে আপনাদের পতাকা বহন করার মতো লোক থাকবে না। শুক্রবারে জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, রাজ্যের বিরোধী দলগুলো মোট ৩.৩৫ কোটি মানুষের ভোট পেয়েছে। অন্যদিকে বিজেপি ২০৮ টি আসনে জয়ী হলেও তাদের প্রাপ্ত ভোট মাত্র ২.৯৩ কোটি। ভোটে জয়ী হয়ে তারা এমন লাফাচ্ছে যে কিছুই বলার নেই। এতদিন প্রশাসন মমতা ব্যানার্জীর কথা শুনতো এখন বিজেপির কথা শুনছে। ভরতপুর কেন্দ্রে বিজেপির পরাজিত প্রার্থী অনামিকা ঘোষের নাম নিয়ে এবং রেজিনগরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে হুমায়ুন কবীর বলেন, ভোটে হেরেও এরা মনে করছে যেন এমএলএ হয়ে গিয়েছে। তারা এমন আস্ফালন শুরু করেছে ...আমি শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে বলেছি আপনি এবং আপনার দল জিতেছেন খুব ভালো কথা কিন্তু মুর্শিদাবাদে তাঁদেরকে আস্ফালনটা একটু কম করতে বলুন। আমি যেদিন ময়দানে মুসলমানদের দিয়ে নেমে যাব সেদিন এমন স্যাটা ভাঙা মার শুরু করবো যে আপনাদের পতাকা বহন করার লোক থাকবে না। এই ধরনের উস্কানিমূলক মন্তব্য করার জন্য বা এই কাজ করলে গ্রেপ্তার হতে পারেন জেনেও হুমায়ুন কবীর বলেন, এরকম কেস বহুবার আমার বিরুদ্ধে হয়েছে এবং জেল খাটাও হয়েছে। কত হাজার লোককে আপনারা বহরমপুর জেলে রাখবেন ? ওখানকার যা আয়তন তাতে ৪৭০০ জায়গায় যদি ৪৮০০ লোক আনেন তাহলে ধরবে না। বেশি আস্ফালন করলে লাখ লাখ লোককে রাস্তায় নামাবো, স্যাটা ভাঙা মার দেবো আর জেলে যাব। ক'দিন জেলে রাখতে পারবেন আর খাওয়াবেন ?ভ্ভ্হুমায়ুন কবীর বলেন, আমার দল গত বছর ৩১ ডিসেম্বর তৈরি হয়েছে। তাই আমার হারানোর কিছু নেই। বাবরি মসজিদের কাছে কিছু ছেলেকে টাকা দিয়ে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করতে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমার মাথা যেদিন গরম হয়ে যাবে সেদিন পুলিশ সুপার, মুখ্যমন্ত্রী আর কে কোথায় থাকলো না থাকলেও আমি কিছুই বুঝব না। আমি নিজেই রাস্তায় নেমে যাবো। ২০২৪ সালের ১৭ এপ্রিল শক্তিপুর দাঙ্গার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে হুমায়ুন কবীর বলেন,ওই দিন এমন হুঁক দিয়েছিলাম যে পুলিশ প্রশাসন আমার কাছে আসতে বাধ্য হয়েছিল। তবে আমি রাজশক্তির সঙ্গে লড়াই করতে চাই না। হুমায়ুনের এই বিতর্কিত মন্তব্য প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, হুমায়ুন কবীরকে নিয়ে বেশি কথা বলা মানে তাঁকে বেশি প্রচার দেওয়া। বিজেপির 'রেজিস্টার্ড এজেন্ট' হিসেবে হুমায়ুন কবীর ইতিমধ্যেই নাগপুরের সার্টিফিকেট পেয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেন, রেজিনগরে খুব শীঘ্রই উপনির্বাচন আসছে। সেখানে হুমায়ুন কবীরের ছেলের প্রার্থী হওয়ার কথা। তাই আবার হিন্দু- মুসলমান কথা বলে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করছেন। ভোট এলেই হুমায়ুন কবীরের মতো লোকেদের এইসব হিন্দু- মুসলমান কথা বলার প্রয়োজন হয়। হুমায়ুন কবীর আসল মুখ হলে তারপেছনের ব্যাটারি শক্তি বিজেপি।' শুক্রবারের জনসভায় হুমায়ুন আবারও জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ছেড়ে আসা রেজিনগর কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন পুত্র গোলাম নবী আজাদ রবিন।

নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টায় গ্রেফতার দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৭ জুনঃ নাবালিকাকে ধর্ষনের চেষ্টা অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করল গলসি থানার পুলিশ। শনিবার তাদের বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়েছে। জানা গেছে, অভিযুক্তরা নাবালিকার পূর্ব পরিচিত। ওই নাবালিকাকে স্থানীয় একটি মেলা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারে গাছের তলায় অন্ধকারে নিয়ে যায় দুই যুবক। তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে স্থানীয় লোকজনের নজরে আসে বিষয়টি। তারাই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। পরে ওই নাবালিকার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। পক্সো ধারায় মামলা দায়ের করে তাদের বর্ধমান আদালতে পেশ করলে বিচারক ধৃতদের তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

আম-কাঁঠালের টানে দু'মাস ধরে গ্রামেই ডেরা হাতির, নষ্ট ধানখেত!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৭ জুনঃ আম-কাঁঠালের মরসুম শেষের মুখেও জঙ্গল ছেড়ে গ্রাম ছাড়তে চাইছে না হাতির দল। ফলের লোভে প্রায় দু'মাস ধরে একই বিট এলাকায় ঘোরাফেরা করছে তারা। কখনও ধানখেত তছনছ করছে, কখনও গভীর রাতে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করছে। ফলে ঝাড়গ্রামের একাধিক গ্রামে চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বনদফতরের বিরুদ্ধে হাতি তাড়ানো ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শনিবার বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের পুকুরিয়া বিট এলাকার শিমূলডাঙা গ্রামে দুই থেকে তিনটি হাতির একটি দল ঢুকে চারা ধানের জমিতে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। ধান খাওয়ার পাশাপাশি পায়ে মাড়িয়ে বিস্তীর্ণ ধানতলা নষ্ট করে দেয় তারা। এতে একাধিক কৃষকের বড়সড় ক্ষতি হয়েছে। বনদফতরের দাবি, পুকুরিয়া বিটের শিমূলডাঙা, আঁধারিশোল, পুকুরিয়া, কুণ্ডলডিহি-সহ সংলগ্ন গ্রামগুলিতে প্রচুর আম ও কাঁঠাল গাছ রয়েছে। সেই ফলের গন্ধেই হাতির দল দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় অবস্থান করছে এবং জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছে না। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে একই এলাকায় হাতির দল ঘুরে বেড়ালেও বনদফতর কার্যকরভাবে হাতি তাড়ানোর কোনও উদ্যোগ নেয়নি। শুধু রাতেই নয়, দিনের বেলাতেও গ্রামের বাঁশঝাড়, কাজুবাগান এবং বসতবাড়ির আশপাশে হাতিগুলিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। ফলে চাষের কাজ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনযাপন-সব ক্ষেত্রেই আতঙ্কে রয়েছেন গ্রামের মানুষ। কৃষকদের আশঙ্কা, এভাবে হাতির আনাগোনা চলতে থাকলে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ, বারবার বনদফতরকে জানানো হলেও পুকুরিয়া বিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত বন আধিকারিকদের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের এখনও সরকারি ক্ষতিপূরণও মেলেনি বলেও অভিযোগ উঠেছে। এদিকে একই রাতে সাঁকরাইল ব্লকের বরডাঙা বিট এলাকার বড় গহিরা গ্রামেও খাবারের সন্ধানে একটি হাতি ঢুকে পড়ে। একটি মাটির বাড়ির দেওয়াল ভেঙে খাবারের খোঁজ করার চেষ্টা করে হাতিটি। সেই সময় বাড়ির সদস্যরা অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান। ঘটনায় গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ঝন্টু মণ্ডল, শিবতলা পাড়া, সাকিম, থানা, পোঃ -রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। তিনি নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সকল মালিকদের নিকট হইতে যথাযোগ্য মূল্যে ক্রয় করিবেন বলিয়া স্থির করেছেন। মনোজ কুমার দাস এবং সুপ্রিয় দাস এই সম্পত্তির শরিক আছেন। এব্যাপারে যদি আপনাদের আপত্তি বা বক্তব্য থাকে তবে এক সপ্তাহের মধ্যে আমার সহিত যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় ধরা হবে কাহারও কোন আপত্তি নেই।

তপশীলঃ থানা -রামপুরহাট, জে এল ৭৮, মৌজা শ্রীফলা, খতিয়ান ৪৪৪, দাগ ৪৬২ / ১১৭৬, পরিমান ৬ শতক ২x৩/৪ শতক।

প্রদোস সিনহা।
আইনজীবী
রামপুরহাট
৯৭৩২০৩০৭২২

মিউটেশন আবেদনকারী আবেদনকারী রায়তের নাম
১) পুষ্পিতা মৈত্র নস্কর স্বামী- অনুপম নস্কর
২) অখিল কুমার মন্ডল, পিতা- মেঘলাল মণ্ডল
৩) দেবযানী চৌধুরি স্যানাল স্বামী -গৌতম স্যানাল
মানব কুমার দাস পিতা- পরমাতা নাথ দাস
দেবাশিষ ঘোষ- পিতা- মৃত হীরালাল ঘোষ
সোমা আগারওয়াল, পিতা- নারায়ন আগারওয়াল
ঠিকানাঃ
গ্রহীতাঃ
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ নং বহি নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ I-1234. Dt-20.09.79 I- 3792 Dt-13.12.14 I-I-322 Dt-27.01.2010
নামজারি কেস নংঃ MN/2026/ 0702/ 5119, 5265, 5170, 5164, 5167
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমান এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ ঃ মৌজা- খড়িয়া সিট নং- 14 LR দাগ নং 157 LR খতিয়ান নং 751 মৌজা- খড়িয়া সিট নং. 120 LR দাগ নং 195 LR খতিয়ান নং 687 মৌজা- খড়িয়া- সিট নং- 121 LR দাগ নং 102 LR খতিয়ান নং 594 (আদেশ নং-১০০০-I.S/22/2028 তারিখ ২৯।০২।২০২৮ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ ১) দেবযানী চৌধুরি স্যানাল স্বামী-গৌতম স্যানাল
২) অখিল কুমার স্যানাল, পিতা- মেঘলাল মন্ডল
৩) রতন কুমার মিত্র, পিতা-বিজয় কৃষ্ণ মিত্র
ঠিকানাঃ রায়কত পাড়া, জলপাইগুড়ি

বিজ্ঞপ্তি

আমরা শ্রী বুল্টু মন্ডল এবং শ্রী প্রবীর মন্ডল, পিতা -শ্রী পশুপতি মন্ডল ও শ্রীমতি টুয়া মন্ডল স্বামী- শ্রী প্রবীর মন্ডল, শ্রীমতি সুমিত্রা মন্ডল স্বামী- শ্রী বুল্টু মন্ডল, ঠিকানা ৫২ / ২ কৈলাস ব্যানার্জি লেন, বালি হাওড়া, যৌথভাবে বালি মৌজায় অবস্থিত (এল আর দাগ ৪১২০৩, এল আর খতিয়ান ২৬২৪৩) রেকর্ড হোল্ডার শ্রী দেবীপ্রসাদ জালাল এর জমি দুই দলিল বলে সাড়ে সতেরো কাঠা খরিদ করিয়াছি। কিন্তু আমাদের দলিলে ভুলবশত শ্রীদেবীপ্রসাদ জালাল এর পরিবর্তে শ্রী দেবী দত্ত জালাল উল্লেখ করা হয়েছে। যদি এ ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে উপযুক্ত প্রমাণ সহকারে বালি জগাছা B.L & L.R.O অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

‘ভিন্সেলোত্তি’ ম্যাজিক বিশ্বকাপে!

২৭ জুন ঃ বিশ্বকাপের মঞ্চে ব্রাজিলের নতুন নায়কের নাম এখন ভিনিসিয়াস জুনিয়র। একসময় যাঁকে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, যাঁর প্রতিভা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন সতীর্থরাই, সেই ভিনিই আজ ব্রাজিলের আক্রমণের প্রাণভোমরা। তিন ম্যাচে চার গোল করে তিনি শুধু গোল্ডেন বুটের লড়াইয়েই নিজের নাম তুলে দেননি, বরং প্রমাণ করেছেন-নেইমারের পর ব্রাজিলের ভবিষ্যৎ এখন নিরাপদ হাতে। ফুটবল কখনও কখনও কঠিন শিক্ষক। ২০২০ সালে রিয়াল মাদ্রিদের ড্রেসিংরুমে করিম বেঞ্জেমার একটি মন্তব্য ভিনিসিয়াস জুনিয়রের কেরিয়ারের অন্যতম বড় মোড় হয়ে ওঠে। ম্যাচ চলাকালীন ফেরলান মেন্ডিকে বেঞ্জেমা বলেছিলেন, ভিনিকে এত পাস দিও না, মনে হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধেই খেলছে। সেই কথোপকথন টেলিভিশনের সম্প্রচারে ধরা পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে আলোড়ন ফেলে দেয় স্পেনের ফুটবলমহলে। অনেকেই হয়তো সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়তেন। কিন্তু ভিনিসিয়াস অন্য ধাতুতে গড়া। তিনি কোনও বিতর্কে জড়াননি, পাল্টা মন্তব্যও করেননি। নিজের জবাব দিয়েছেন মাঠে। ঠিক পরের মরশুমেই বেঞ্জেমা-ভিনিসিয়াস জুটি ইউরোপের অন্যতম সেরা আক্রমণভাগে পরিণত হয়। রিয়াল মাদ্রিদ জেতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, আর সেই বেঞ্জেমাই প্রকাশ্যে ভিনিসিয়াসকে বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার বলে প্রশংসা করেন। জাতীয় দলেও একই গল্প। ২০১৯ সালে ব্রাজিলের জার্সিতে অভিষেকের পর ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভিনি। আর এবার বিশ্বকাপে সেই উত্থান যেন

পূর্ণতা পেল। স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করার পর নেইমার নিজেই সাংবাদিকদের সামনে বলেন, এই মুহূর্তে আমাদের দলের সেরা ফুটবলার ভিনিসিয়াস। এই মন্তব্য শুধু সৌজন্য ছিল না। হার্ড রক স্টেডিয়ামের গ্যালারিতেও তার প্রমাণ মিলেছে। ম্যাচ শেষে অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য ভিড় করা সমর্থকদের অনেকেই নেইমারের বদলে ভিনিসিয়াসের দিকে ছুটে যান। এক তারকার যুগ শেষ হওয়ার আগে আরেক তারকার উত্থান-ফুটবলের ইতিহাসে এমন দৃশ্য নতুন নয়। তবে আশ্চর্যের বিষয়, নেইমার ও ভিনিসিয়াসের সম্পর্কে কোনও অহংকার বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। বরং তাঁদের সম্পর্ক বড় ভাই-ছোট ভাইয়ের মতো। ব্রাজিলের বেস ক্যাম্পে অবসর পেলেই দু’জনের প্রিয় বিনোদন ভিডিও গেম। বিশেষ করে ফুটবল গেম খেলতে দু’জনেই ভীষণ ভালোবাসেন। মাঠের বাইরের সেই বন্ধুত্বই মাঠে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। চোট কাটিয়ে নেইমারের প্রত্যাবর্তনের পর ভিনিসিয়াস বলেন, নেইমারের ফিরে আসা আমাদের দলের জন্য অক্সিজেনের মতো। ওর মতো কিংবদন্তির পাশে খেলতে পারা আমার কাছে গর্বের। বিশ্বকাপে ভিনিসিয়াসের পরিসংখ্যানও ঈর্ষণীয়। তিন ম্যাচে চার গোল করে তিনি এখন গোল্ডেন বুটের অন্যতম দাবিদার। শুধু তাই নয়, এক বিশ্বকাপে টানা তিন ম্যাচে গোল করার নজির এতদিন ছিল শুধু রোনাল্ডো নাজারিও ও রিভাল্ডোর। এবার সেই তালিকায় যোগ হয়েছে ভিনিসিয়াসের নামও। ব্রাজিল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির অবশ্য এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তিনি আগেই জানতেন, তাঁর প্রিয় ছাত্র বিশ্বকাপে আলো ছড়াবেন। ম্যাচ শেষে সাংবাদিক বৈঠকে ইতালীয় কোচ বলেন, ভিনিসিয়াস এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার। ওর বিশ্বকাপে সফল হওয়া নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না।

শেফালির ঝড়, স্মৃতিদের স্বস্তি বাংলাদেশকে হারিয়ে সেমিফাইনালের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখল ভারত

২৭ জুন ঃ টানা দুই জয়ের পর হঠাই হারের ধাক্কায় কিছুটা চাপে পড়েছিল ভারতীয় মহিলা দল। সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয় ছিল কার্যত বাধ্যতামূলক। সেই কঠিন পরীক্ষায় সফল হলেন হরমনপ্রীত কৌররা। ব্যাট ও বল- দুই বিভাগেই দাপট দেখিয়ে বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়ে টুর্নামেন্টের শেষ চারের লড়াইয়ে নিজেদের আশা জিইয়ে রাখল ভারত। প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশ নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে তোলে ১৩৬ রান। জবাবে ১৯ বল হাতে রেখেই ৫ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত। দলের জয়ে সবচেয়ে বড় অবদান রাখেন ওপেনার শেফালি বর্মা, যাঁর আক্রমণাত্মক অর্ধশতরান ভারতের রান তাড়াকে অনেকটাই সহজ করে দেয়। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। তবে শুরু থেকেই ভারতীয় বোলাররা প্রতিপক্ষকে চাপে রাখেন। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই দিলারা আখতারকে ফিরিয়ে দিয়ে প্রথম সাফল্য এনে দেন রেনুকা সিং। যদিও প্রাথমিক ধাক্কা সামলে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন জৌরিয়া ফিরদৌস এবং শোভনা মোস্তারি। দু’জনেই গুরুত্বপূর্ণ রান যোগ করে দলের ইনিংসকে স্থিতিশীল করার চেষ্টা করেন। জৌরিয়া ফিরদৌস ৩৩ এবং শোভনা ২২ রান করেন। এরপর অধিনায়ক নিগার সুলতানাও ৩২ রানের কার্যকর ইনিংস খেলেন। একসময় বাংলাদেশের স্কোর ছিল ১০৬ / ৪। সেখান থেকে শেষ কয়েক ওভারে দ্রুত উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় তারা। ভারতীয় বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং এবং ধারাবাহিক আক্রমণের সামনে শেষ পর্যন্ত বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হয় বাংলাদেশ। ভারতের হয়ে সবচেয়ে সফল বোলার ছিলেন রাধা যাদব। তাঁর ঘূর্ণিতে বারবার বিপাকে পড়েন বাংলাদেশি ব্যাটাররা। ৪ ওভারে ২৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের গতিপথ অনেকটাই বদলে দেন তিনি। পাশাপাশি রেনুকা সিং ও অন্য বোলাররাও নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। ১৩৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে

দেখা যায় ভারতকে। যদিও স্মৃতি মন্ধানা বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। মাত্র ৮ রান করে ফিরে যান তিনি। তবে অন্য প্রান্তে ঝড় তোলেন শেফালি বর্মা। পাওয়ারপ্লের মধ্যেই বাংলাদেশের বোলারদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন তিনি। মাত্র ৬ বলে ৮ রান করে স্মৃতি ফিরে গেলেও রান তোলার গতি কমেনি। প্রথম তিন ওভারেই ৩১ রান তুলে নেয় ভারত। ইয়াস্তিকা ভাটিয়াকে সঙ্গে নিয়ে শেফালি রান তাড়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৫৩ রানের ঝকঝকে ইনিংস, যা সাজানো ছিল ৮টি চার এবং একটি ছক্কায়। বাংলাদেশি বোলারদের বিরুদ্ধে তাঁর আত্মবিশ্বাসী শট নির্বাচন ভারতকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ এনে দেয়। তবে শেফালি স্টাম্পড হয়ে ফিরতেই ম্যাচে সামান্য উত্তেজনা তৈরি হয়। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে শুরু করে ভারত। রিচা ঘোষও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। একসময় মনে হচ্ছিল, বাংলাদেশ হয়তো ম্যাচে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ খুঁজে পাচ্ছে। রান তোলার গতি কিছুটা কমে যায় এবং চাপ বাড়তে থাকে ভারতীয় ব্যাটারদের উপর। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে ঠান্ডা মাথায় দায়িত্ব নেন জেমাইমা রডরিগেজ। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর কয়েকটি আক্রমণাত্মক শট ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বিশেষ করে সঞ্জিদা আক্তারের এক ওভারে একটি ছক্কা ও একটি চার মেরে চাপ সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের কোর্টে ঠেলে দেন তিনি। জেমাইমা ২৬ রান করে আউট হলেও ততক্ষণে জয়ের রাস্তা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। শেষদিকে অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরও সংযত ব্যাটিং করে দলকে লক্ষ্যের কাছে পৌঁছে দেন। বাংলাদেশের বোলাররা লড়াই করার চেষ্টা করলেও ভারতের ব্যাটিং গভীরতার সামনে তা যথেষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত ১৯ বল বাকি থাকতেই জয় নিশ্চিত করে ভারত। এই জয়ের ফলে শুধু দু’টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টই নয়, সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়েও নিজেদের শক্ত অবস্থানে রাখল হরমনপ্রীতের দল। টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দলের এই পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। এখন ভারতের লক্ষ্য একটাই- বাকি ম্যাচগুলোতেও একই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করা। আর সেই পথে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই জয় নিঃসন্দেহে বড় প্রেরণা হয়ে থাকবে।

ভারতীয় ফুটবলকে বদলাতে পারে একমাত্র বাইচুং’ঃ মাইক ওকোরো

২৭ জুন ঃ সময় অনেক কিছু বদলে দেয়। একসময় যাঁর চোখের দৃষ্টিতেই প্রতিপক্ষের রক্ষণ কেঁপে উঠত, যাঁর বিস্ফোরক গতি আর ড্রিবলিংয়ে মুগ্ধ হত ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা, আজ তিনি টেক্সাসের ডালাসে এক সাধারণ কর্মজীবী মানুষ। অফিস, পরিবার আর ব্যস্ত জীবনের ফাঁকেও যার হৃদয়ের এক কোণে এখনও লাল-হলুদের জন্য অমলিন ভালোবাসা। তিনি মাইক ওকোরো-ইস্টবেঙ্গলের এশিয়ান কাপজয়ী দলের অন্যতম সেরা বিদেশি ফুটবলার। বিশ্বকাপ কভার করতে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার খবর সামাজিক মাধ্যমে দেখেই নিজে থেকে যোগাযোগ করেছিলেন ওকোরো। ডালাসে পৌঁছনোর পর ব্যস্ততার মধ্যেও বন্ধুকে নিয়ে দেখা করতে চলে আসেন। বহু বছর পর সেই সাক্ষাতে কথার শুরুই হয়েছিল কলকাতা আর ইস্টবেঙ্গলকে ঘিরে। হাসতে হাসতেই ফিরে যাচ্ছিলেন স্মৃতির পাতায়। সেই সুভাষ ভৌমিকের দল, যেখানে ছিলেন বাইচুং ভুটিয়া, ডগলাস, সুলে মুসা, আলভিটো, দেবজিত ঘোষদের মতো তারকারা। একসময় নিজেও স্ট্রাইকার হিসেবে খেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুভাষ ভৌমিক তাঁকে উইংয়ে খেলানোর সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে আপত্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত কোচের কথাই মেনে নিয়েছিলেন। আজ সেই ঘটনা মনে করে বলেন, সুভাষদা আমাকে বুঝিয়েছিলেন দলের প্রয়োজনটাই সবচেয়ে বড়। এখন বুঝি, উনি ঠিকই ছিলেন। ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও স্পষ্ট মত ওকোরোর। তাঁর বিশ্বাস, দেশের ফুটবলকে নতুন দিশা দেখাতে পারেন একমাত্র বাইচুং ভুটিয়া। তাঁর কথায়, বাইচুংয়ের মতো ভারতীয় ফুটবলকে আর কেউ এত ভালো বোঝে না। ও যদি দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসে, ভারতীয় ফুটবল আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে। ডালাসে একটি এয়ারলাইন্সে চাকরি করলেও ফুটবল এখনও তাঁর সবচেয়ে বড় আবেগ।

সিএবিতে নতুন বিতর্কের ঝড়! নৈতিকতার প্রশ্নে ইস্তফা আশিস চক্রবর্তীর, এবার চাপে সহ-সভাপতি নীতীশরঞ্জন দত্ত

নিজস্ব সংবদদাতা, কলকাতা, ২৭ জুনঃ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)-কে ঘিরে বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। প্রশাসনিক টানাপোড়েন, লোধা কমিশনের নিয়ম নিয়ে জটিলতা এবং পদাধিকারীদের বয়স সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যেই বৃহস্পতিবার নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন অ্যাপেক্স কাউন্সিল সদস্য আশিস চক্রবর্তী। আচমকাই তিনি নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বসেন। আর সেই সিদ্ধান্তের পরই নতুন করে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন সিএবির সহ-সভাপতি নীতীশরঞ্জন দত্ত। বৃহস্পতিবার সিএবি সভাপতি ক্ষাত্মগুজ্জত ক্সজ্বঞ্জত্মডত্র-র কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে আশিস চক্রবর্তী জানান, ব্যক্তিগত কারণেই তিনি অ্যাপেক্স কাউন্সিল সদস্য হিসেবে আর দায়িত্ব পালন করতে চান না। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, সিএবির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালনের জন্য যে সময় ও মনোযোগ প্রয়োজন, বর্তমান পরিস্থিতিতে তা তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সেই কারণেই তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করার আবেদন জানান তিনি। তবে কেবল ব্যক্তিগত কারণেই কি এই সিদ্ধান্ত? সিএবি মহলের একাংশের মতে, এর নেপথ্যে রয়েছে আরও বড় একটি কারণ- নৈতিকতা। ইস্তফার পর আশিস চক্রবর্তী নিজেই জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভাবছিলেন। তাঁর বক্তব্য, সরকারি নথি অনুযায়ী আগামী জানুয়ারিতে তাঁর বয়স ৭০ বছর পূর্ণ হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি গত ১৩ জুনই ৭০ বছরে পা দিয়েছেন এবং সেই জন্মদিনও পালন করেছেন। আশিস বলেন, নথি অনুযায়ী আমি এখনও পদে থাকতে পারতাম। কিন্তু আমার বিবেক তা মেনে নেয়নি। জন্মদিনের পর বিষয়টি নিয়ে অনেক ভেবেছি। শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে, নৈতিকতার প্রশ্নে আমার সরে দাঁড়ানোই উচিত। তাই আমি ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই মন্তব্যের পরই সিএবির অন্দরে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। কারণ লোধা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, কোনও ক্রিকেট প্রশাসকের বয়স ৭০ বছর অতিক্রম করলে তিনি আর প্রশাসনিক পদে থাকতে পারবেন না। সম্প্রতি এই একই নিয়মের জেরে সিএবির যুগ্ম সচিব মদন ঘোষকে পদ ছাড়তে হয়েছে। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে ওই পদে নতুন নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে সিএবি।আশিস চক্রবর্তীর পদত্যাগ সেই প্রেক্ষাপটেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ তিনি কোনও আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে নয়, বরং নৈতিকতার প্রশ্নে নিজের পদ ছেড়ে দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন।

বিশ্বকাপের মাঝেই ফিফার কড়া শাস্তি! ফুটবল প্রশাসনে সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগে নিষিদ্ধ নেপাল

কাঠমান্ডু,, ২৭ জুন ঃ একদিকে বিশ্ব ফুটবলের মহারণ। বিশ্বের সেরা দলগুলো যখন বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই আন্তর্জাতিক ফুটবল মহলে বড়সড় বিতর্কের জন্ম দিল ফিফা। বিশ্বকাপ চলাকালীনই একটি দেশের ফুটবল ফেডারেশনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিল বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। প্রশাসনিক অনিয়ম এবং তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের অভিযোগে নেপালের ফুটবল ফেডারেশনকে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ফিফা। এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। ফিফা স্পষ্ট জানিয়েছে, নেপালের ফুটবল প্রশাসনের কার্যক্রমে এমন কিছু অসঙ্গতি এবং অনিয়ম ধরা পড়েছে যা তাদের সংবিধান ও নীতিমালার পরিপন্থী। বিশেষ করে ফুটবল ফেডারেশনের স্বাধীন কার্যক্রমে সরকারি এবং বহিরাগত হস্তক্ষেপের অভিযোগকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়েছে। সেই কারণেই অবিলম্বে কার্যকর করা হয়েছে এই নিষেধাজ্ঞা। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, কোনও দেশের ফুটবল ফেডারেশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পরিচালিত হতে হবে। রাজনৈতিক বা সরকারি প্রভাব, আদালতের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ কিংবা অন্য কোনও তৃতীয় পক্ষের নিয়ন্ত্রণ ফুটবলের প্রশাসনিক কাঠামোর জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। এই নীতি লঙ্ঘিত হলে সংশ্লিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ফিফার। নেপালের ক্ষেত্রে ঠিক সেই কারণেই কঠোর অবস্থান নিয়েছে সংস্থাটি। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে নেপালের ফুটবল কার্যক্রমে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। আপাতত দেশের কোনও ক্লাব বা জাতীয় দল ফিফা কিংবা এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)-এর অধীন কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না। পাশাপাশি ফিফার উন্নয়নমূলক প্রকল্প, আর্থিক সহায়তা এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হবে নেপালের ফুটবল প্রশাসন। তবে ফিফা জানিয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা স্থায়ী নয়। পরিস্থিতির উন্নতি হলে এবং ফিফার নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে পারলে ভবিষ্যতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য নেপাল ফুটবল ফেডারেশনকে প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং সাংগঠনিক পরিবর্তনের প্রমাণ দিতে হবে। পরবর্তী ফিফা কংগ্রেসের আগে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হতে পারে। ফুটবল প্রশাসনে হস্তক্ষেপের অভিযোগে ফিফার নিষেধাজ্ঞা নতুন ঘটনা নয়। অতীতেও একাধিক দেশ এই ধরনের শাস্তির মুখে পড়েছে। রাশিয়া, পাকিস্তান, কঙ্গোসহ বিভিন্ন দেশের ফুটবল সংস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ব্যবস্থা নিয়েছে ফিফা। ফলে আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রশাসনিক স্বাধীনতার প্রশ্নে ফিফা যে কোনও ধরনের আপস করতে রাজি নয়, তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল। ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের কাছেও এই ঘটনা বিশেষভাবে পরিচিত। কারণ ২০২২ সালে একই ধরনের অভিযোগে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন বা এআইএফএফ-এর উপরও সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ফিফা। সেই সময় ফেডারেশনের নির্বাচিত এক্সিকিউটিভ কমিটিকে বাতিল করে দিয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্স বা সিওএ-র হাতে। ফিফার দৃষ্টিতে সেটি ছিল ফুটবল প্রশাসনে তৃতীয় পক্ষের সরাসরি হস্তক্ষেপ। ফলে ভারতকে সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল।

রেকর্ড গড়েও বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল তুরস্ক

বে অ্যারেনা, ২৭জুন ঃ ফিফা বিশ্বকাপের ‘ডি গ্রুপের শেষ ম্যাচ নাটকে ভরা। একদিকে আগেই বিদায় নিশ্চিত হওয়া তুরস্ক দুর্দান্ত ফুটবল খেলে শেষ মুহূর্তের গোলে ৩-২ এ হারিয়ে আমেরিকাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ শেষ করল। অন্যদিকে গোলশূন্য ড্র করে নকআউট পর্বে জায়গা নিশ্চিত করল অস্ট্রেলিয়া। তবে অপেক্ষা বাড়ল প্যারাগুয়ের। সান ফ্রান্সিসকো বে অ্যারেনায় শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটায় শুরু হওয়া ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ও প্যারাগুয়ে ০-০ গোলে ড্র করে। ম্যাচের আগে দুই দলের সামনেই শেষ ৩২-এ ওঠার সুযোগ ছিল। শেষ পর্যন্ত ড্রয়ের ফলে অস্ট্রেলিয়া সরাসরি নকআউট পর্ব নিশ্চিত করলেও প্যারাগুয়েকে এখন সেরা তৃতীয় দলগুলোর তালিকার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। ম্যাচে আক্রমণে কিছুটা এগিয়ে ছিল অস্ট্রেলিয়া। ৫৭ শতাংশ বলের দখল রেখেছিল তারা। গোলে শট নেয় পাঁচটি। যেখানে প্যারাগুয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ছিল মাত্র দুটি। শেষ ১৫ মিনিটে ম্যাচে কিছুটা উত্তেজনা ফিরে আসে। ৮১তম মিনিটে জর্ডান বোস বাম দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে শট নিলেও তা ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে গোলরক্ষক সহজেই ধরে ফেলেন। পরের মিনিটেই প্যারাগুয়ের গোলের চেষ্টা করলেও পোস্টের বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যায় বল। এর পর একাধিক গোলের সুযোগ তৈরি হলেও আর গোল আসেনি।

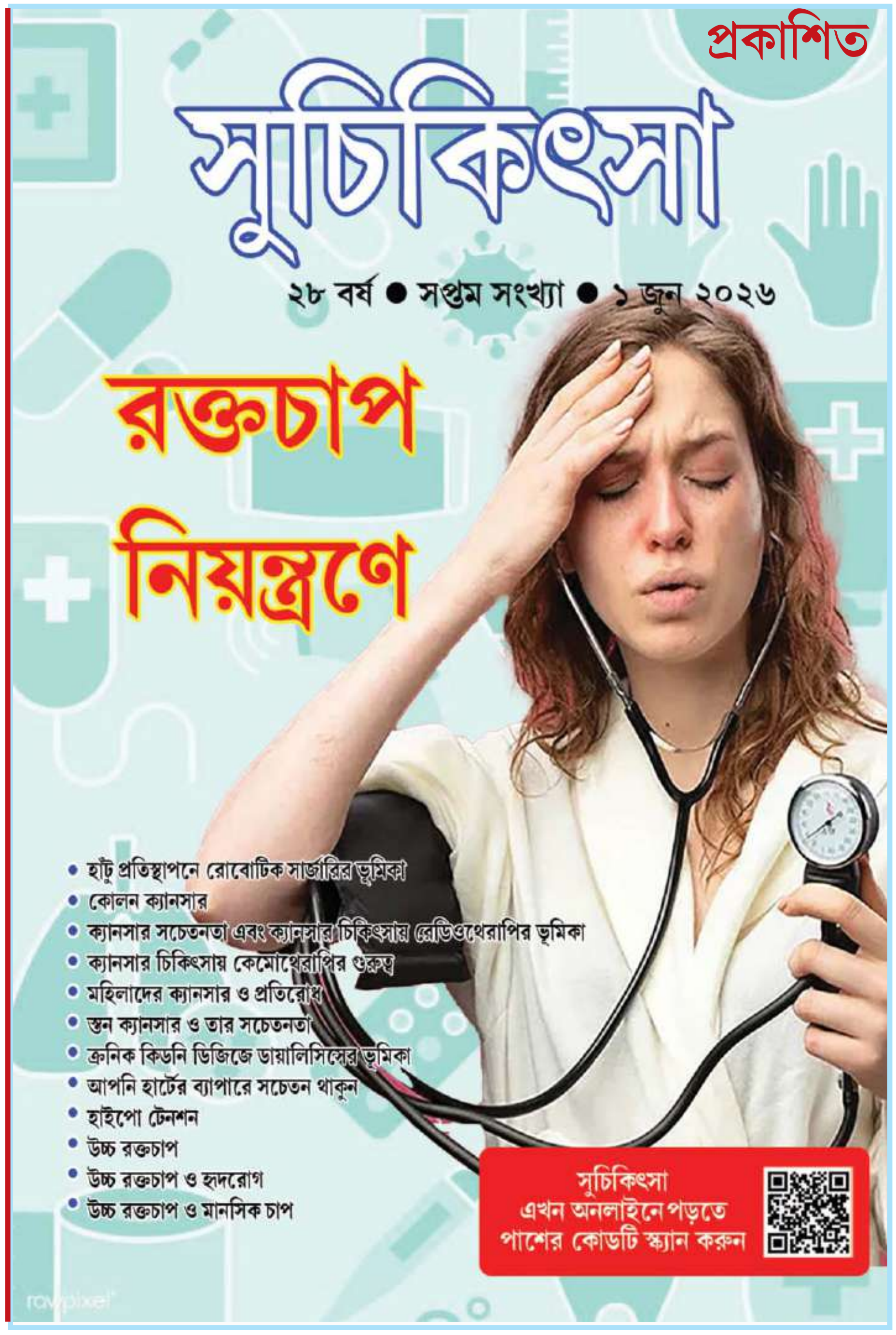

বিশ্বকাপে কঙ্গোর ‘লিভিং স্ট্যাচু’ মিশেল এখন ফুটবলের নতুন বিস্ময়

২৭ জুন ঃ ফুটবল মাঠে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস নতুন কিছু নয়। গোল হলেই গর্জে ওঠে গ্যালারি, পতাকা উড়ে, ঢাকের তালে নাচে হাজারো মানুষ। কিন্তু সেই চেনা ছবির সম্পূর্ণ বিপরীত এক দৃশ্য আজ বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম আকর্ষণ। মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন এক ব্যক্তি- না কোনও স্লোগান, না উল্লাস, না হাততালি। টানা ৯০ মিনিট প্রায় মূর্তির মতো স্থির। অথচ তিনিই এখন কঙ্গো ফুটবলের সবচেয়ে পরিচিত মুখগুলোর একজন। তাঁর নাম মিশেল কুকা এম্বোলাদিঙ্গা। কঙ্গোর জাতীয় দলের একনিষ্ঠ সমর্থক। তবে সাধারণ সমর্থকদের মতো তাঁর সমর্থনের ধরন নয়। ম্যাচ চলাকালীন তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন সম্পূর্ণ স্থির হয়ে। চোখে চশমা, পরিপাটি পোশাক, মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন কোনও ভাস্কর্যের মূর্তি। এই অদ্ভুত অথচ ব্যতিক্রমী উপস্থিতির কারণেই বিশ্বজুড়ে তিনি পরিচিত হয়েছেন ‘লিভিং স্ট্যাচু’ নামে।মিশেলের বিশ্বাস, সমর্থন মানেই চিকার নয়। তাঁর মতে, মানসিক শক্তি এবং আবেগের স্থির প্রকাশও খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করতে পারে। তিনি এই পদ্ধতিকে বলেন ‘ স্ট্যামিনা’। মাঠে তাঁর নিথর উপস্থিতি যেন ফুটবলারদের মনে সাহস জোগায়, লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শক্তি দেয়। তবে তিনি নিজেও স্বীকার করেন, দল হারলে তাঁর চোখে জল আসে। কারণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেও তিনি তো শেষ পর্যন্ত একজন আবেগপ্রবণ সমর্থকই।মিশেলের আরেকটি পরিচয় রয়েছে। কঙ্গোর মানুষ তাঁকে ‘ ভেযা.’ নামেও চেনেন। এই নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কঙ্গোর স্বাধীনতার ইতিহাস। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী গুজ্জতণ্ডত্মঞ্চ গ্নত্ম-ডড্ডত্মডড্জ্জ্জ-র স্মৃতিকে ধারণ করেন তিনি।লুমুম্বা ছিলেন উপনিবেশবিরোধী আঃেদালনের অন্যতম প্রধান নেতা। ১৯৬০ সালে স্বাধীন কঙ্গোর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেও দেশের সম্পদ বিদেশি শক্তির হাতে তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। সেই অবস্থানের জেরেই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই নিহত হন। কঙ্গোর মানুষের কাছে আজও তিনি স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা এবং জাতীয় গৌরবের প্রতীক।মিশেলের স্থির ভঙ্গি আসলে লুমুম্বার একটি বিখ্যাত মূর্তির অনুকরণ। তাঁর বিশ্বাস, ইতিহাসকে

স্মরণ করেই বর্তমান প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা যায়। তাই ‘ ভেযা.’ নামের অর্থও অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ- লুমুম্বা আজও বেঁচে আছেন।প্রথমদিকে অনেকেই মিশেলকে অদ্ভুত বলে মনে করতেন। কেউ কেউ তাঁকে ‘ সমর্থক’ বলেও কটাক্ষ করতেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই ধারণা বদলেছে। কঙ্গোর জাতীয় দলের প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই তাঁর উপস্থিতি নজর কেড়েছে। বিশেষ করে ২০২৫ সালের আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে তাঁর ৯০ মিনিটের নিথর সমর্থনের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। এরপর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও তাঁকে নিয়ে শুরু হয় আলোচনা।ধীরে ধীরে মিশেল কঙ্গোর গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্ব ফুটবলের পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন দেশের সমর্থকরা তাঁর ভঙ্গি অনুকরণ করতে শুরু করেন। শিশু-কিশোর ফুটবল দলগুলোর মধ্যেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। অনেকের মতে, মিশেল এখন শুধু একজন সমর্থক নন, বরং ফুটবলের সাংস্কৃতিক দূত। ভাষা, ধর্ম কিংবা ভৌগোলিক সীমানার ঊর্ধ্বে উঠে তিনি ফুটবলের ঐক্যের বার্তা বহন করছেন।তবে এই অভিনব সমর্থনের পিছনে রয়েছে কঠোর অনুশীলন। ম্যাচের দিন টানা ৯০ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার জন্য বছরের অন্যান্য সময়ে প্রতিদিন প্রায় ৪০ মিনিট এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে অনুশীলন করেন মিশেল। শারীরিক ও মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত রাখেন তিনি।

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বেও দলের পাশে ছিলেন এই ‘ স্ট্যাচু’। কঙ্গো বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করার পর ফুটবলাররাই দাবি জানান, মিশেলকে যেন দলের আনুষ্ঠানিক সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সেই আবেদনে সাড়া দেন কঙ্গোর প্রেসিডেঃট ক্সড়ৗখ ক্সণ্ণঙ্কপ্তপ্তগুএড়। এরপর থেকেই তিনি জাতীয় দলের স্বীকৃত প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত।

যদিও ইবোলা পরিস্থিতির কারণে বিশ্বকাপের প্রথম দিকে তিনি মাঠে উপস্থিত থাকতে পারেননি। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচের আগে খবর আসে, সমস্ত বাধা কাটিয়ে তিনি আসছেন। আর সেই খবরেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে কঙ্গোর সমর্থকরা। শেষ পর্যন্ত গ্যালারিতে হাজির ছিলেন মিশেল। তবে তাঁর উপস্থিতি সত্ত্বেও জয় অধরা থেকে যায়। লড়াই করেও ১-০ ব্যবধানে কলম্বিয়ার কাছে হার মানে কঙ্গো। কিন্তু ম্যাচের ফলের বাইরে, বিশ্বকাপের অন্যতম স্মরণীয় চরিত্র হয়ে ওঠেন ‘ স্ট্যাচু’ মিশেল কুকা এম্বোলাদিঙ্গা- যিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, কখনও কখনও নীরবতাও সবচেয়ে শক্তিশালী সমর্থনের ভাষা হতে পারে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com